বছরের এই সময়টা নীল আকাশে কেউ ভাসিয়ে দেয় সাদা মেঘের ভেলা। এমনিতেই নস্টালজিয়া প্রিয় বাঙালি আরও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। শিউলির গন্ধে বারবার ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া স্বজন ও শৈশবের মুখ।
স্মৃতি ও শিউলি

সাত থেকে দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ আশ্বিন ১৪২৯ রবিবার ৫.০০ টাকা ১৮ পাতা 18 September 2022 Sunday Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

প্রত্যাবর্তন... ৭ দশক পর

নামিবিয়া থেকে আনা ৮টি চিতাকে ছাড়া হল মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে। বিশেষ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। –পিটিআই

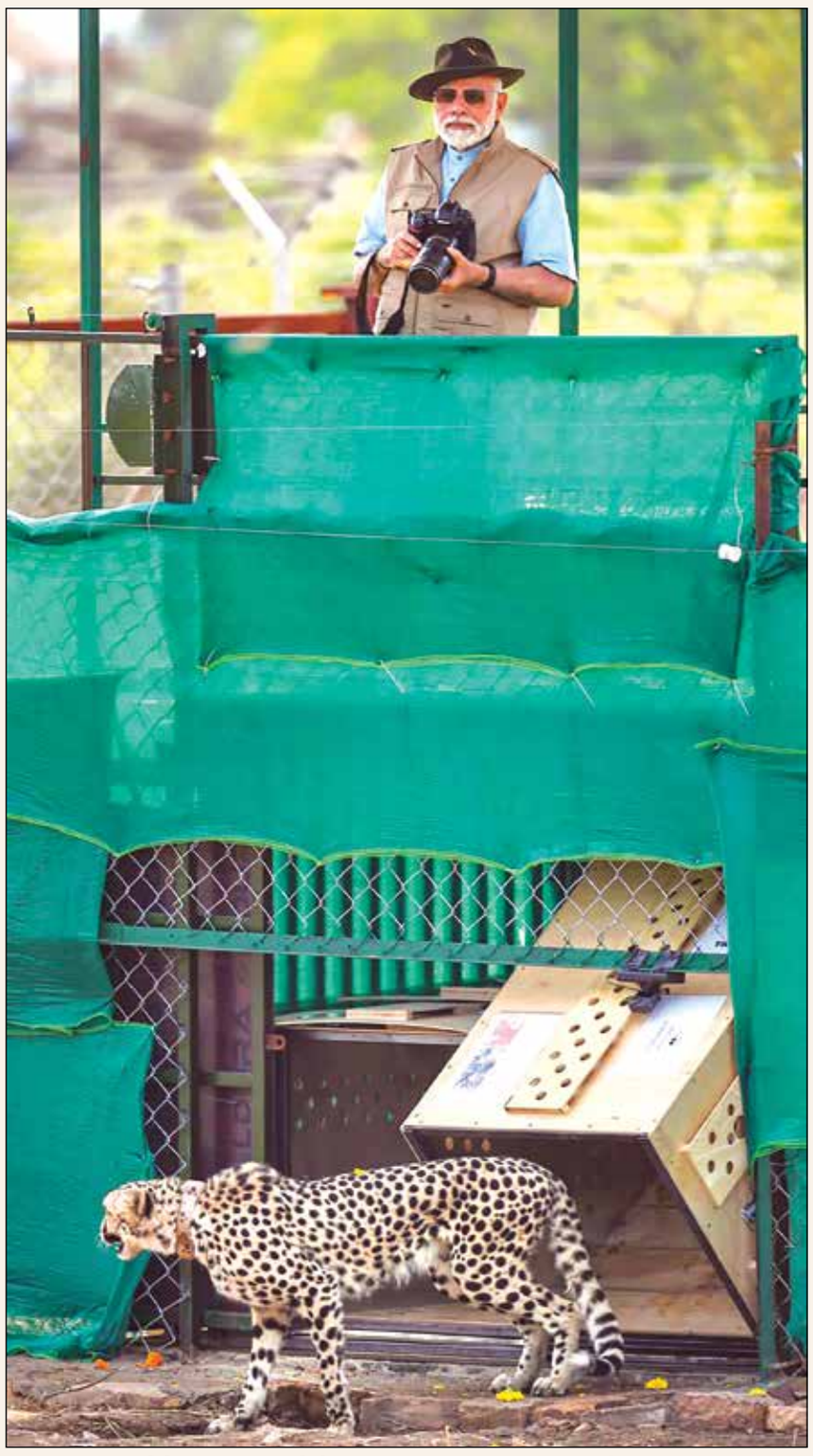

চিতা কাহিনী

আফ্রিকান চিতা কেন

এশিয়ান চিতা এখন ইরান ছাড়া আর কোথাও নেই। ইরানের সঙ্গে প্রাথমিক কথা হয়েছিল বটে ভারতের। কিন্তু ইরান বিনিময়ে গিরের সিংহ চাওয়ায় আলোচনা আর এগোয়নি। তারপর নামিবিয়ার সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়

কুনো জাতীয় উদ্যানে কেন

দ্রুতগামী প্রাণী বলে চিতার বসবাসে বেশি জায়গা লাগে। কুনোয় ৭৪৮ কিমি বনভূমিতে চিতার জন্য পর্যাপ্ত শিকার রয়েছে। জনবসতিও নেই

বিলুপ্তির কথা

মূলত শিকার এবং বনাঞ্চলে উপযুক্ত তৃণভূমি কমে যাওয়ায়। বর্তমান ছত্তিশগড়ে ১৯৪৭-এ মহারাজা রামানুজ প্রতাপ সিং ভারতের শেষ তিনটি চিতা শিকার করেন। পরে ১৯৫২-তে ভারত সরকার এ দেশে চিতা অবলুপ্ত বলে ঘোষণা করে

বৈশিষ্ট্য

বড় বিড়াল (ক্যাট) প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে চিতাই সবচেয়ে পুরোনো। পৃথিবীতে এখন চিতার সংখ্যা ৭৫০০-এরও কম। এদের ৯০ শতাংশ আবাসই ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রাণীটির গতিবেগ ঘণ্টায় ১২৩ কিলোমিটার।

এবারে দুয়ারে গিয়ে ধান কিনবে মোবাইল ভ্যান

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : খোদ সরকার দুয়ারে হাজির। সবার সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে তাঁদের হাতে র‍্যাশন দেওয়া বহুদিন আগেই শুরু করেছে। রাজ্যবাসীর জন্য 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'র এমন নজির বহু। এই তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন দুয়ারে ধান ক্রয়কেন্দ্র। সরকারি সহায়কমূল্যে প্রতি বছরই রাজ্যে ধান কেনা হয়ে থাকে। তবে সেখানে গিয়ে ধান বিক্রিতে প্রতি বছরই অনেককে সমস্যায় পড়তে হয়। এসব সমস্যা মেটাতেই রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সোজা কথায়, কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ধান কিনে নেওয়া হবে।

পুজোর পর নতুন মরশুমে রাজ্য সরকার কৃষকদের দুয়ারে গিয়ে ধান কিনতে এই উদ্যোগ নিয়েছে। গোটা রাজ্যে প্রায় ১০০টি মোবাইল ধান ক্রয়কেন্দ্র চালু হচ্ছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গে ৩০টি কেন্দ্র কাজ করবে। কৃষকদের কাছে মেলা ফোনে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা নির্দিষ্ট এলাকায় গিয়ে সেখান থেকে সহায়কমূল্যে ধান কিনে আনবেন। রাজ্যজুড়ে ধান ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও ১০০টি বাড়ানো হচ্ছে। এগুলির মধ্যে ৩০টির উত্তরবঙ্গে হওয়ার কথা। পুজোর মরশুমে খুশির খবর আরও আছে। ধান কেনার সহায়কমূল্য কুইন্টাল প্রতি এবারে ১০০ টাকা করে বাড়ছে।

কৃষকদের স্বার্থে

- কৃষকদের সমস্যা মেটাতে রাজ্যে মোবাইল ধান ক্রয়কেন্দ্র
- রাজ্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা আরও ১০০টি বাড়ানো হচ্ছে
- ৩০টি উত্তরবঙ্গে হওয়ার কথা
- ধান কেনার সহায়কমূল্য কুইন্টাল প্রতি এবারে ১০০ টাকা করে বাড়ছে

শনিবার রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহমন্ত্রী রথীন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'রাজ্যে বেশ কয়েকটি প্রত্যন্ত এলাকা রয়েছে। কৃষকদের সেখান থেকে ধান ক্রয়কেন্দ্রে আসতে সমস্যা হয়। এই সমস্যার কারণে তাঁরা অন্যত্র ধান বিক্রি করেন। এই সমস্ত সমস্যা মেটাতে মোবাইল ধান ক্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। এই কাজে ১০০টি গাড়ি ব্যবহার করা হবে। দাবি অনুযায়ী এই গাড়িগুলি ঘুরে ঘুরে ব্লক ধরে ধরে ধান কিনবে।' নতুন মরশুমে ধান কেনার জন্য সমস্ত প্রস্তুতিই নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

রাজ্য সরকার ১ নভেম্বর থেকে গোটা রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা শুরু করবে। এবার সব মিলিয়ে রাজ্যে ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ধানের সহায়কমূল্য আগে প্রতি কুইন্টাল ১৯৪০ টাকা ছিল। সেটা বেড়ে ২০৪০ টাকা হচ্ছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

একটা ফোনও নেই আধঘণ্টায়

কখন তোমার আসবে টেলিফোন।। *'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে মেয়র গৌতম দেব। শনিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য*

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই বাস্তব। যে সময় ডেঙ্গি, জঞ্জাল, নিকাশি সমস্যায় জেরবার শহর, সেই সময় 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে একটা ফোন এল না। শনিবার সকালে প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর কিছুটা বিরক্ত হয়েই উঠে গেলেন মেয়র গৌতম দেব। পুরো ঘটনাটা ঘটল সাংবাদিকদের সামনেই।

কেন এমন অস্বস্তিকর ঘটনা? কারণ খুঁজতে ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্ত শুরু করেছে দল। কিছু নেতা মনে করছেন, বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে সবাই ব্যস্ত। অনেকেই ছুটির দিনে পুজোর বাজারে বেরিয়েছেন। তাই হয়তো মেয়রের কাছে সমস্যার কথা বলতে পারেননি। কেউ মনে করছেন, লাইনে সমস্যা থাকায় অনেকে কথা বলতে পারেননি। কিন্তু এসবের বাইরে অশনিসংকেত দেখতে পাচ্ছেন দলেরই কিছু পোড়খাওয়া নেতা। বলছেন, অতীতে ফোন করে সমস্যার সমাধান না হওয়াতেই এই হাল।

পুরসভায় বিরোধী নেতা অমিত জৈনের সাফ কথা, 'মেয়রের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন মানুষ। কোনও কাজ না করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। কাজ না হওয়ায় মানুষ আর ফোন করার চেষ্টা করছেন না।' এ ব্যাপারে মেয়রের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ফোন না আসায় একপ্রকার বিরক্ত হয়েই আধ ঘণ্টা বাদে তিনি উঠে চলে যান। প্রতিবার গৌতমের ফেসবুক পেজে এই ঘটনা লাইভ করা হয়। এ দিন তা হয়নি।

প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে তা হলে ফোনের সামনে কী হল? মেয়র ফোনের সামনে বসেছিলেন তিনতলার ঘরে। সামনে ছিলেন পুরসভার সচিব, পুর কমিশনার, মেয়রের আপ্তসহায়ক, আইটি সেলের কর্মী সহ জনাদশেক লোক। ঠিক সকাল এগারোটায় ঘরে ঢোকেন মেয়র। বিএসএনএল থেকে ফোনে জানতে চাওয়া হয়, লাইন ঠিক আছে কি না। তাদের বলা হয়, লাইন ঠিক আছে। মাঝে দুটি মিসড কল আসে। ফোন না আসায় অধৈর্য দেখায় মেয়রকে। বাকিদের প্রশ্ন করেন, লাইন ঠিক আছে তো? মেয়র চুপচাপ ছিলেন সারাক্ষণ। তবে হতাশ লাগছিল তাঁকে। সঙ্গীরাই বলছিলেন, হয়তো বিশ্বকর্মাপুজোর জন্য ফোন আসছে না।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূলের প্রশাসক বোর্ড থাকাকালীন সময় থেকেই টক টু চেয়ারম্যান অনুষ্ঠান চালু করেছিলেন গৌতম।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ডিসান শিলিগুড়িতে, BYPASS, ASD, VSD, AVR, MVR -এর মত সার্জারির প্রসিদ্ধ হার্ট সার্জেন
Dr. Arnab Maity MS, M.Ch (CTVS)
24/09/2022 শনিবার
শনিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আউটডোরে পেশেন্ট দেখবেন।
DESUN HOSPITAL SILIGURI
বুকিং ঃ 86977 09187 83349 92424

ঋণ আদায়ে ট্র্যাক্টরে পিষে দেওয়া হল অন্তঃসত্ত্বাকে

রাঁচি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ঋণের ফাঁদ কেড়ে নিল প্রাণ। বেআব্রু হল বেসরকারি ঋণদানকারী সংস্থার জোরজুলুম। ঋণখেলাপি কৃষকের ট্র্যাক্টর জোর করে নিয়ে যাওয়ার সময় ওই সংস্থার কর্মীরা পিষে দেয় তাঁর অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে। ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগে ইচক থানা এলাকায় শুক্রবারের ওই ঘটনায় ঋণদানকারী সংস্থার চার কর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ খুনের মামলা রুজু করেছে।

ঋণ দেওয়ার পর কিস্তি আদায়ে বেসরকারি সংস্থার জবরদস্তির অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু হাজারিবাগে যা ঘটল, সেটাকে মর্মান্তিক বললেও কম বলা হয়। কিস্তির টাকা না পেয়ে সংস্থার কর্মীরা শুক্রবার চেষ্টা করেছিলেন ট্র্যাক্টরটি তুলে নিয়ে যেতে। তাঁদের বাধা দিতে ট্র্যাক্টরের সামনে এসে দাঁড়ান ওই কৃষকের অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে।

সংস্থার কর্মীদের সঙ্গে বচসা চলার সময় ট্র্যাক্টর দিয়ে তাঁকে পিষে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তড়িঘড়ি মহিলাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। ঝাড়খণ্ড পুলিশের ডিএসপি মনোজ রতন চোথে জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ঋণদাতা সংস্থার কর্মী এবং ও ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার সহ চারজনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্থানীয় থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের ঘটনায় ঋণ নিয়ে কেনা জিনিসপত্র আটক করতে গেলে ঋণপ্রদানকারী সংস্থাকে আগে পুলিশকে জানাতে হয়। এক্ষেত্রে সেটা করা হয়নি।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ করল রাজ্য

খবর চারের পাতায়

চালু হতে না হতেই বন্ধ টয়ট্রেন

তিনধারিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : আশঙ্কা তো আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সে আশঙ্কা যে এভাবে শুরুতেই ফলে যাবে, সেকথা আগে বোঝা যায়নি। ধসের গেরো কাটিয়ে মাত্র দিনপাঁচেক আগেই ফের চলাচল শুরু করেছিল টয়ট্রেন। কিন্তু শনিবার আবার ধসের জেরেই বন্ধ হয়ে গেল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা। রংটং ছাড়িয়ে ১২ মাইলের কাছে রাস্তার একাংশ ধসে লাইনের ওপর পড়ায় আগামী ২৫ তারিখ পর্যন্ত ট্রেন বাতিল করেছে দার্জিলিং হিমলায়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। পরিস্থিতি ঠিক থাকলে সোমবার অর্থাৎ ২৬ তারিখ থেকে ফের পরিষেবা শুরু করা হবে। এদিকে যদি এভাবেই ধসের ধারা অব্যাহত থাকে, তবে পুজোর মরশুমে পর্যটকদের বুকিংয়ে কী হবে?

ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর একে মিশ্রর কথায়, 'রাস্তা ধসে গিয়ে লাইনের ওপর পড়েছে, কিছু অংশ বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। সেসব মেরামত করার পর আমরা পরিষেবা চালু করব। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এব্যাপারে কথা হয়েছে।'

চলতি মাসে এই সমস্যা দু'বার হল। প্রথম সপ্তাহেই রংটং এবং তিনধারিয়া স্টেশনের মাঝে ১৭ মাইলের কাছে ধসের জেরে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ওই সময় পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ধস সরিয়ে লাইন ঠিক করতে না করতেই একাধিকবার ধস নামে। তাই সব মিলিয়ে ১২ দিন বন্ধ রাখার পর অবশেষে গত ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ফের পরিষেবা শুরু হয়। সেদিন এক বিদেশি পর্যটক সহ ৩১ জনকে নিয়ে পাহাড়ি পথে ছোটে খেলনা গাড়ি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে পাহাড়ে টানা বৃষ্টির জেরে শুক্রবার দুপুরের পর ফের রংটং ছাড়িয়ে ১২ মাইলের কাছে ধস নামে। ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ ধসে গিয়ে লাইনের ওপর পড়ায় লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যতটা ক্ষতি হয়েছে, তা মেরামত করতে অন্তত সাতদিন সময় লেগে যাবে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তাই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কাজ শেষ করে সবুজ সংকেত দিলে আগে হবে ট্রায়াল রান। তারপর সোমবার থেকে ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা করেছেন রেলকর্তারা।

৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ ধসে লাইনের ওপর পড়েছে। ছবি : সূত্রধর

ট্রেন বাতিল হওয়ায় সমস্ত অগ্রিম বুকিংও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন অন্তত ২০ জন করে যাত্রী নিয়ে পাহাড়ে ছুটেছে টয়ট্রেন। এদিনও ২০ জনের ওপরেই বুকিং ছিল। কিন্তু সব বাতিল করে দিতে হয়েছে। পুজোর মরশুমে প্রথমে ১২ দিন ট্রেন বাতিল, ফের আরও ৮ দিন বাতিলের জেরে ডিএইচআরকে অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পুজোর মুখে এভাবে বারবার ট্রেন বাতিল হওয়ায় হতাশ পর্যটকরাও।

বিশ্বকর্মা পুজো বনকর্মীদের কাছে হাতির আরাধনা

জঙ্গলে সাজল চন্দ্রিমা-চন্দন

শামুকতলা ও মাদারিহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যখন বিশ্বকর্মার আরাধনায় মেতে উঠেছেন, সেই সময় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বিশ্বকর্মার বাহন হাতিকে বিশ্বকর্মারূপে পুজো দেওয়া হল। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রায়ডাক এবং ছিপড়া বিটের দুই কুনকি হাতি চন্দ্রিমা এবং চন্দনকে এদিন পুজো দেওয়া হয়েছে। এদিন রায়ডাক বিটের কুনকি হাতি চন্দ্রিমা এবং ছিপড়া বিটের

গরুমারার মেদলা ক্যাম্পের হাতিদের পুজো দেওয়া হচ্ছে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

শনিবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, চিলাপাতা, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বনাঞ্চল- সর্বত্র কুনকি হাতিদের পুজো দেওয়া হয়।

কুনকি হাতি চন্দনকে সকালে স্নান করিয়ে, সাজিয়ে, পুরোহিত ডেকে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করেন বনকর্মীরা। চন্দ্রিমার মাহুত নিখিল বর্মন এবং পাতাওয়ালা ননীগোপাল বর্মন হাতিপুজোয় শামিল হন। তাঁরা জানান, এই দিনটির জন্য তাঁরা সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। হাতিদের তাঁরা ভক্তিভরে পুজো দিয়েছেন।

পুজোর পর বস্তিবাসী এবং বনকর্মী- সবাইকে পেটপুরে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। হাতিপুজোকে কেন্দ্র করে উত্তরের প্রতিটি বনাঞ্চলে উৎসবের মেজাজ ছিল।

> আমাদের দুটি বিট অফিসে দুটি পোষা হাতিকে অন্যবারের মতো এবারও পুজো দেওয়া হয়েছে। এই পুজোকে ঘিরে বনকর্মী এবং বস্তিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।
>
> **-অমিতেশ শতপথি**
> *সাউথ রায়ডাকের রেঞ্জ অফিসার*

ছিপড়া বিটের হাতি চন্দনের মাহুত সঞ্চারিয়া ওরাওঁ এবং পাতাওয়ালা জীবন রাভা জানান, চন্দনকে খুব ভালোভাবে তাঁরা পুজো দিয়েছেন। খুব ভালো লাগছে। সাউথ রায়ডাকের রেঞ্জ অফিসার অমিতেশ শতপথির কথায়, 'আমাদের দুটি বিট অফিসে দুটি পোষা হাতিকে অন্যবারের মতো এবারও পুজো দেওয়া হয়েছে। এই পুজোকে ঘিরে বনকর্মী এবং বস্তিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।'

অন্যদিকে, প্রতি বছরের মতো এবছরও জলদাপাড়ায় বিশ্বকর্মার বাহন হাতির পুজো করলেন বনকর্মীরা। ওদের খাবারের মেনুতেও পরিবর্তন আনলেন বনকর্তারা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক দেবদর্শন রায় বলেন, 'বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় কুনকি হাতিদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। জঙ্গলের দুর্গম জায়গায় টহলদারির জন্য কুনকি হাতি ছাড়া বিকল্প উপায় থাকে না। ওরা বিশ্বকর্মার বাহন। সেজন্য আমরা বিশ্বকর্মার পুজোর পাশাপাশি তাঁর বাহনকেও পুজো করি।'জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের ধর্মজায়া, ফুলমন্তী ও ভীম নামে তিনটি কুনকি হাতির পুজো দেওয়া হয়। মাহুতরা খড়িমাটি দিয়ে ওদের মাথা ও শরীরে কলকা এঁকে দেন। পরিয়ে দেওয়া হয় মালা।

জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত রেঞ্জ অফিসার শ্রীবাস সরকারের কথায়, 'এদিন ওদের কলা, আখ সহ নানারকম ফল খেতে দেওয়া হয়েছিল।'

মাহুতরা জানালেন, এদিন সকালে ডিউটি করে আসার পর কুনকি হাতিদের নদীতে স্নান করানো হয়। শরীরে তেল মাখিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সাজানো হয়। জলদাপাড়ায় প্রায় ৮০টি কুনকি হাতি আছে। তাদের প্রত্যেককেই সাজানোর পর পুজো দেওয়া হয়।

বন দপ্তরের পোষা কুনকি হাতিদের জঙ্গল পাহারা থেকে শুরু করে পর্যটকদের বিনোদনের জন্য কাজে লাগানো হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও হাতিপুজোয় শামিল হলেন বনকর্মীরা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের ছাপাখানায় বিশ্বকর্মার মূর্তি। শনিবার। ছবি : তপন দাস

স্পেশাল মেনুর আয়োজন কুনকিদের জন্য

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : গরুমারা অভয়ারণ্যে সাড়ম্বরে পালিত হল হাতিপুজো। বিশ্বকর্মাপুজোর দিন বিশ্বকর্মার বাহন হাতিকে পুজো করা হয়। রামশাই মেদলা ক্যাম্প, ধূপঝোরা গাছবাড়ি, যাত্রাপ্রসাদ, পিলখানা, টুন্ডু সহ বিভিন্ন জায়গায় গরুমারার কুনকি হাতিদের পুজো হয়। গরুমারা বিভাগের এডিএফও জন্মেজয় পাল বলেন, 'শাবক সমেত মোট ২৪টি কুনকি হাতির পুজো করা হয়েছে।'

এদিন সকালে মূর্তি ও জলঢাকা নদীতে স্নান করানোর পর গরুমারা সাউথ ও নর্থ রেঞ্জের সমস্ত পিলখানার কুনকিদের শরীরে চক দিয়ে নতুন সাজে সজ্জিত করেন মাহুত ও পাতাওয়ালারা। এরপর হাতিগুলিকে পুজো করেন পুরোহিতরা। স্পেশাল মেনু হিসেবে ছিল কলা, আখ, গুড়, নারকেল সহ আরও নানা খাদ্যসামগ্রী। বিশেষ খাবার পেয়ে বেজায় খুশি কিরণরাজ, বসন্ত, শিলাবতী, হিলারি, মোতিরানি, ফুলমতি, রাজা, শ্রাবণী, বর্ষণ, ভোলানাথের মতো গরুমারার আরও কুনকি। ধূপঝোরার গাছবাড়িতে আসা পর্যটক তমিশ্রা দাসের বক্তব্য, 'জীবনে প্রথমবার হাতিপুজো দেখে দারুণ লাগল।' স্থানীয় ইকোগাইড অজয় রায়, কৈলাস রায়, সুরজ মাহালিদের কথায়, এটি তাঁদের কাছে একটি বড় উৎসব। ময়নাগুড়ির পরিবেশবিদ নন্দু রায় বলেন, 'হাতিকে পুজো দেওয়ার মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।'

জরিমানা

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিনা টিকিটের যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া ও জরিমানা যাবদ ২৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা আদায় করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। হিসেবটি চলতি বছরের এপ্রিল থেকে অগাস্ট পর্যন্ত। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, সবমিলিয়ে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৩১ জন যাত্রীর কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ

ময়নাগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফে এবং ইফকোর সহযোগিতায় শনিবার রামশাইয়ে পোষণ অভিযান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হল। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন ফার্মার্স ক্লাবের সদস্য ও ছাত্রছাত্রীরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ডঃ বিপ্লব দাস প্রমুখ।

পুলিশের হাতে প্রেমিক যুগলরা

শামুকতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর : দশম শ্রেণির পড়ুয়া দুই কিশোর এবং দুই কিশোরী প্রেমের টানে ঘর ছেড়েছিল। অসম যাওয়ার পথে পুলিশ তাদের আটক করল। পুলিশ জানিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের রেলস্টেশন থেকে শুক্রবার রাতে ওই চার কিশোর-কিশোরীকে উদ্ধার করে শামুকতলা থানার পুলিশ। শুক্রবার তারা স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হলেও সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না আসায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে তাদের পরিবারের মধ্যে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাদের না পেয়ে পরিবারের লোকজন পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে ওই চার কিশোর-কিশোরী আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনে গিয়েছে অসমের ট্রেন ধরার জন্য। এরপরই পুলিশের একটি দল সেখানে গিয়ে ট্রেনে ওঠার আগেই তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

চাইল্ডলাইনের মাধ্যমে শনিবার তাদের পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। পুলিশি জেরায় তারা স্বীকার করেছে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কিন্তু বাড়িতে এই সম্পর্ক মেনে নেবে না। তাই তারা বাড়ি ছেড়ে অসম যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল সেখানে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতবে তারা। কোনও কাজও জুটিয়ে নেবে। ওই কিশোর-কিশোরীরা সকলেই দশম শ্রেণির পড়ুয়া। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটায় রীতিমতো উদ্বেগ ছড়িয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদের মধ্যে। শামুকতলা থানার ওসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। ওই কিশোর-কিশোরীদের আমরা কাউন্সেলিং করেছি। আশা করছি তারা সব ভুলে পড়াশোনায় মনোযোগ দেবে। এরপরেও তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখব। যাতে তারা ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেই চেষ্টা চালাব।'

পাত্র চাই

■ বিহারি, 32/5', B.A. (H), Eng., ব্যাংক ক্লার্ক পাত্রীর সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 9434563261. (C/101705)

■ পাল, 32/5'-4", B.Tech. Pass, ফর্সা, স্লিম, সুশ্রী পাত্রীর জন্য নরগণ বাদে উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8158838431, 9434609030. (C/100284)

■ কাঃ, 31/5'-2", M.A., B.Ed., Ph.D.-রতা, SET/Q, দেব, মীন, শ্যামবর্ণ, সুমুখশ্রী, রোগাটে, সাধারণ পরিবারের পাত্রীর জন্য দাবিহীন, শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7407230426. (C/101832)

■ পাল, 26/5'-2", M.A. Eng. (Reg.), B.Ed., Com. Dip., ফর্সা, সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত পরিবার, উচ্চমানের চাকরিজীবী পাত্র চাই। 9434689902. (D/S)

■ চৌধুরী, 28/5'-4", B.Tech., Railway-তে কর্মরত, পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 7407777995. (C/101744)

■ Govt. Service, MBBS Doctor, 5'-4", ফর্সা, Slim, সুন্দরী, 38+, শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত কর্মকার পাত্রীর জন্য সৎ, নিষ্ঠাবান, সাংসারিক, কায়স্থ General Caste যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7477866311. (C/101745)

■ মাহিষ্য, 35, M.A., 38 মধ্যে মাহিষ্য/কায়স্থ, সচ্ছল পরিবারের পাত্র চাই। অগ্রঃ বিবাহ। (M) 9832331927. (C/101835)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, ফর্সা, সুন্দরী, ৩৪, মাধ্যমিক পাশ। ডাক্তার পাত্র চাই। 7718180979. (C/101837)

■ EB, কায়স্থ, 29/5'-4", দেবারি, সুশ্রী, B.Sc., Diploma Radiology, কলকাতায় কর্মরত, একমাত্র কন্যার সঃ/বেঃ সঃ সংস্থায় চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। অসম/উঃ বঙ্গ পাত্র অগ্রগণ্য/শিলিগুড়ি ও কলকাতায় বাসস্থান। মোঃ 8582886511, 8918750295. (C/101939)

■ পাত্রী Asst. Engineer, ইসলামপুরের কাছে কিশনগঞ্জে বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরতা, B.Tech., সুদর্শনা, 28/5'-3", মাহিষ্য, নিরামিষাশী, মেদিনীপুরবাসী। সরকারি চাকরিজীবী General Caste উপযুক্ত সুদর্শন পাত্র চাই। (M) 9434067134. (T/B)

■ ব্রাহ্মণ, 26/5'-5", B.Sc. পাশ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি পাত্র কাম্য। (M) 9126261977. (S/M)

■ কায়স্থ, ফর্সা, সুন্দরী, বঃ 46, পতিহীনা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার। (M) 9635944574.

■ ডিভোর্সি, 26/5'-4", B.Tech., Central Govt.-এ কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9804695111. (C/101748)

■ রায়গঞ্জ নিবাসী, বৈশ্য সাহা, 28/5'-4", B.A. (Eng.), B.Ed., দেবগণ, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9474017402. (C/101853)

পাত্র চাই

■ নমশূদ্র, 28/5', SBI-তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 8617666868. (C/101844)

■ পাত্রী সাহা, 26+/5'-5", M.A. পাশ, বাংলায় অনার্স, B.Ed. পরীক্ষার্থী। শিক্ষিত সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434877131. (C/101751)

■ শিলিগুড়ি, কর্মকার, 26/5'-3", M.A. Sociology, 1st Class 1st, Convent স্কুলে পড়া। ডাক্তার/উচ্চপদস্থ সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9434426933. (C/101753)

■ EB, 24/5'-3", B.Sc., ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9330848518. (C/101834)

■ সাহা, 28/5'-1", M.A., বাড়ি শিলিগুড়ি, প্রাইভেট জব করে। শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। 8145272732. (C/101756)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, একমাত্র কন্যা, ৩৫/৫'-২", কায়স্থ, Double M.A., উপযুক্ত পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। 9932679160. (C/101758)

■ 25 বছর বয়সি, প্রকৃত সুন্দরী, M.Sc., উচ্চশিক্ষিত পরিবারের কন্যাসন্তান। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে উচ্চপদে কর্মরত, নিজস্ব গৃহ, রুচিশীল পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 080-69144022. (C/101758)

■ মালবাজার নিবাসী, কায়স্থ, 29/5'-5", B.A., সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, গৃহকন্যার জন্য সুপাত্র কাম্য। (M) 9609981197. (B/B)

■ ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, ফর্সা, 5'-3", DOB : 1984-Dec., M.A.-Geo. & Edu., B.Ed., SET, NET, Ph.D.-রত হাইস্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9932878426. (B/S)

■ রাজবংশী, 32, MCA, 4'-8", ফর্সা, সুশ্রী, বেঙ্গালুরুতে কর্মরতা পাত্রীর উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী বেঙ্গালুরু/পুনে/হায়দরাবাদে কর্মরত স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। (M) 9435020899. (S/C)

■ ব্রাহ্মণ, B.A পাশ, 26/5"3' ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকুরিজীবি পাত্র চাই। M-8759362600 (M-TR)

পাত্রী চাই

■ মাহিষ্য, 25/5'-8", H.S., ব্যবসা, একমাত্র পুত্র। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা সরকারি কর্মী, দাবিহীন, স্বঃ/অসঃ পাত্রী চাই। 9832341259. (K/D/R)

■ রাঢ়ি সাহা, বর্ণ বৈশ্য, 34/5'-5", Medicine Business, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। M-9593920371. (C/101538)

■ কায়স্থ, 36+/5'-10", M.Sc, প্রাইভেট কোম্পানিতে কর্মরত, ডিভোর্সি, সুন্দরী, বিএ পাশ পাত্রী কাম্য। M-8250915050. (S/M)

■ প্রসাদ (বিহারি), 36/6', B.C.A., ডির্ভোসি, SBI ব্যাংকের ম্যানেজার পাত্রের জন্য হিন্দু, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। M-7001699369. (S.M.)

পাত্রী চাই

■ পাত্র 32/5'-6", ঘোষ, প্রতিষ্ঠিত, পারিবারিক, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবসায়ী, M.Tech ইঞ্জিনিয়ার, নিরামিষাশী, পাত্রের মা নেই। উচ্চশিক্ষিতা, কর্মরত, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন অগ্রগণ্য পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ- 9650453402, সোমবার সারাদিন, অন্যদিন সন্ধে ছয়টার পরে, সত্বর বিবাহ। ঘটক যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। (C/101845)

■ স্থায়ী সরকারি চাকুরে, গ্রুপ B,, Gen, 38/5'-5", ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী, ফর্সা, বাঙালি/বিহারি, গরিব পাত্রী কাম্য। M-8597041811. (C/101842)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বদ্যি, সেনগুপ্ত, কন্যা রাশি, সাকত্রি গোত্র, 5'-3", বয়স-49, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, সরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী প্রয়োজন। M-8617410686. (C/101843)

■ বেসরকারি কর্মী, বয়স-37, উচ্চতা 5'-6", নিজ বাড়ি, 30 বছরের উর্ধ্বে, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Mob- 9832092575. (C/101750)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, বৈদ্য, ৫'-৯", দেবারি, ৩৩, বিটেক, এমবিএ, MNC (B'Lore) উচ্চপদে কর্মরত। উচ্চশিক্ষিত, চাকরিরতা পাত্রী চাই। পাত্র রেজিস্ট্রি অনাড়ম্বর বিবাহে ইচ্ছুক। ৮৯১৮৮৬১৭৭২। (C/101846)

■ রাজবংশী, বয়স 30, উচ্চতা 5'-8", সরকারি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য সরকারি চাকরিরতা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। M-8906605531. (ধূপগুড়ি)। (S/M)

■ কায়স্থ, সিংহ, দেবারি, 33/5'-11", শিলিগুড়িতে ফ্ল্যাট, চেম্বার, ইনকামট্যাক্স অ্যাডভোকেট, বার্ষিক আয় 6 লাখ, পিতামাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, উপযুক্ত পাত্রী চাই। M-9475201223. (C/101540)

■ সাহা, গ্র্যাজুয়েট, 35+ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা ২৯ পাত্রী কাম্য। শিলিগুড়ি বাদে। M-9531621709. (C/101847)

■ কায়স্থ, 31/5'-4", M.A. (GEO), B.E.D., E.PC-তে কর্মরত, B.Sc/M.Sc. পাত্রী কাম্য। M-8900657713. (C/101537)

পাত্রী চাই

■ নাথ, শিবগোত্র, 28/5'-7", সরকারি স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য সুশ্রী, ফর্সা, ঘরোয়া 24-এর মধ্যে পাত্রী কাম্য। Wh-9474435944. (C/101848)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-9", M.Tech, Central Group A অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M-9734485015. (C/101840)

■ কায়স্থ, 34/5'-10", Ph.D সরকারি কলেজে Professor, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M-7076599946. (C/101756)

■ কায়স্থ, 37/5'-10", B.Tech, শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, দাবিহীন পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, উঃবঙ্গ নিবাসী পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ- 9932210583. (C/101756)

■ পাত্র রাজবংশী, 29+/6'-6", রাজ্য সরকারি কর্মচারী, প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা, উচ্চতা ন্যূনতম 5'-3", শহুরে পাত্রী কাম্য। M-9733382956 (8PM-10PM). (P/S)

পাত্রী চাই

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, Oct. 92, 5'-10", M.Sc. Bangalore MNC-তে কর্মারত, BLORE-এ কর্মরতা অথবা চাকরি, মনস্কা উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। Only parents please, call- MW/A- 8945006367. (C/101756)

■ ময়রা মোদক, 30/5'-11", B.tech, প্রাঃ শিক্ষক শিলিগুড়ি, Retd. কেঃসঃ অফিসারের পুত্রের জন্য স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M-8617036426. (C/101756)

■ 1985 সালে জন্ম, দেবগণ, M.Sc, ফ্রম JU কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে উচ্চপদে কর্মরত, নিজস্ব গৃহ, পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, শিক্ষিত ও রুচিশীল পরিবারের পুত্র সন্তান পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। 080-69103031. (C/101758)

■ পাত্র Bngaluru I.T.-তে উচ্চপদে কর্মরত। শিলিগুড়ি, নিবাসী, 38/5'-9"। শিক্ষিত, মার্জিত পাত্রী কাম্য। M-9832370004. (C/111970)

পাত্রী চাই

■ 1981 সালে জন্ম, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, রাজ্য সরকারের ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি হাইস্কুল শিক্ষক, পুত্র সন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (080-69103031). (C/101758)

■ GEN. ডিভোর্সি, 42/5'-11", MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। M-7602447184, (KDR)

■ বাঙ্গালি কায়স্থ, (29/5'-9"), শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Tech (Software Engineer) Posted in Bangalore, বার্ষিক আয় 30 LPA, বাবা কেন্দ্রীয় সরকারে অবসরপ্রাপ্ত কর্মী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (080-69144022). (C/101758)

■ কায়স্থ, 32/5'-8", B.A., শিলিগুড়িতে বেঃ সঃ সংস্থায় কর্মরত। নিজস্ব বাড়ি। পিতা Retd. কেঃ সঃ কর্মচারী। একমাত্র পুত্রের সুশ্রী, শিক্ষিত পাত্রী কাম্য। (M) 8900446259, 6296640392. (C/101306)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 32/5'-8", M.Sc/PhD, গভঃ কলেজের অধ্যাপক পাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। M-9734488572. (C/101744)

■ ব্রাহ্মণ, গভঃ অধ্যাপকের সুশ্রী, ঘরোয়া, ফর্সা, লম্বা, অনূর্ধ্বা, 28 বৎসর, ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। 8617313006. (C/111976)

■ কুশমণ্ডি, (দঃ দিনাজপুর) নিবাসী, 30+/5'-8" রাজবংশী, সঃ ব্যাংকের Asst. Manager, পিতা Retd. শিক্ষক, মাতা গৃহবধূ। অনূর্ধ্বা 27, স্মার্ট, সুশ্রী, ফর্সা, ন্যূনতম স্নাতক পাত্রী চাই। Contact- M/W 7407876488. (8 P.M.-11 P.M.). (C/101822)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-5". B.A. পাশ, রেপুটেড কোম্পানিতে AREA ম্যানেজার পদে কর্মরত। শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, সুপাত্রের জন্য সুশ্রী, সুশীলা, শিক্ষিতা, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। M- 9476132513. (C/101418)

■ পাত্র তপশিলি, 43/5'-8", H.S. পাশ, চা ফ্যাক্টরিতে কর্মরত এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাও আছে। M-9775454028. (C/101271)

■ ব্রাহ্মণ, B.Tech., Engineer, MNC-তে কর্মরত, বাৎসব গোত্র, 31/6', ফর্সা, সুদর্শন, নিজ বাড়ি শিলিগুড়ি, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, 23-27/5'-3"- 5'-8", অবাৎসব, ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। পাত্র পঃ বঙ্গের বাহিরে অন্য রাজ্যে বড় শহরে কর্মরত। (M) 8918991799, 8016668560. (C/101415)

■ বারুজীবী, দত্ত, 29/5'-6", সুদর্শন Com. গ্র্যাজুয়েট, শিলিগুড়িতে বেঃসঃ কর্মরত, একমাত্রর পুত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিত, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। M-8436004286. (C/111971)

■ বারুজীবী, কনিষ্ঠ পুত্র, শিলিগুড়ি নিবাসী, 33+/5'-5", B.Com, PHE-তে কর্মরত (Govt. Contractual) পাত্রের জন্য শিক্ষিত, 25 থেকে 28 বছরের মধ্যে পাত্রী কাম্য। M-9735246357. (C/111922)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, Central Govt. উচ্চপদে কর্মরত, 29/5"9', রায়গঞ্জে নিজস্ব বাড়ি, কলকাতায় নিজস্ব ফ্ল্যাট, 25 এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, সুন্দরী, সুশ্রী B.Tech IT- তে বা Gov.Bank- এ কর্মরত পাত্রী কাম্য।M-9883698967, Whatsapp-7076133885 (Time 2 টা থেকে 6 টা) (M-TR)

■ তিলি কুণ্ডু, মালদা শহর নিবাসী, সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ আয় সম্পূর্ণ বনেদী ব্যবসায়ী পরিবার, একমাত্র পুত্র, 27/5"4', M.Sc, দাবিহীন পাত্রের জন্য সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া, শিক্ষিতা যোগ্য পাত্রী চাই। সুন্দরী পাত্রীই একমাত্র কাম্য। M-7908787292/9475954701(W/A) (M-TR)

■ উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, কায়স্থ, 34+/5'-11", স্নাতক, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। পিতা গভর্নমেন্ট অফিসার ছিলেন। 801715798.(101852)

পাত্রী চাই

■ 1992 সালে জন্ম, M.Tech রাজ্য সরকারের অধীনে PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে আধিকারিক, শিক্ষিত ও রুচিশীল পরিবারের পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। কোনওরূপ দাবিদাওয়া নেই ও সত্বর বিবাহে আগ্রহী। 080-69144002. (C/101758)

■ 1986 সালে জন্ম, দেবগণ, Ph.D, সরকারি কলেজের অধ্যাপক পদে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারের আধিকারিক, সুপ্রতিষ্ঠিত, রুচিশীল পরিবারের সুপাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 080-69144002. (C/101758)

■ কায়স্থ, ৩২/৬', MBA, কোকাকোলা (জলঃ) কর্মরত। নরগণ। সুশ্রী, ৫'-৩"- ৫'-৫", ন্যূনতম স্নাতক পাত্রী চাই। (M) 6295942749, 7602028944. (C/101260)

■ ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র, দাবিহীন MA (Hist.) 5'-3", DOB 1983 Jan. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ন্যূনতম স্নাতক, ফর্সা পাত্রী কাম্য। অসবর্ণ চলিবে। M-9932878426. (B/S)

■ ব্রাহ্মণ, 41, স্নাতক, 5'-2", বিপত্নীক, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের ডিভোর্সি/বিধবা, চাকুরিরতা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। M- 7384996583.

■ 33+/5'-7", চাঁই মণ্ডল, হাইস্কুল শিক্ষক, মালদা নিবাসী, ২৬-এর মধ্যে ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মালদা, দুই দিনাজপুর অগ্রগণ্য। M-9832826807/7908403794. (C/101807)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-2", B.Tech, Eng. দেবগণ, SC/ST বাদে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনূর্ধ্বা ২৯, সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। 94746621489, 9475385590. (C/101277)

■ পঃবঃ ক্ষত্রির (রায়), 34/5'-4", বিএ পাশ, প্রতিষ্ঠিত গাড়ির ব্যবসা, জলঃ শহর নিবাসী, সম্ভ্রান্ত পরিবার, ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ, অনূর্ধ্ব 32 পাত্রী কাম্য। জাতিভেদ নাই। M- 9434023910. (C/101284)

■ M.Sc (Agriculture) 29/5'-8", বাহারের সমস্তিপুরের কেন্দ্রীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সঙ্গে স্থায়ী চাকরি এবং গবেষণারত পাত্রের জন্য শিক্ষিত পরিবারের ন্যূনতম স্নাতক, অনূর্ধ্ব ২৬, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M-7908587735. (C/101849)

■ B. Tech, M. Tech, Group A gazetted Govt. Lecturer পাত্রের জন্য উঃবঙ্গ সরকারি চাকুরিরতা পাত্রী কাম্য। 34/5"9' M-7679257269. (M-TR)

আয় বাড়েনি লোকাল বাসের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : এক বছর আগে ফিরে গেলে সময়টা ছিল বাস পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত কর্মী, মালিকদের কাছে আশঙ্কার। সবেমাত্র লকডাউন কাঁটা সরিয়ে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল বাস পরিষেবা। ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিলেন বাস মালিকরা। হাঁসফাঁস পরিস্থিতির মধ্যেই কেটেছে একটা বছর। নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটের লোকাল বাসগুলির ক্ষেত্রে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তনই হয়নি। অন্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে।

অ্যাসোসিয়েশনের আওতায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ কলকাতার দূরপাল্লার বাসগুলি রয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সন্তোষ সাহার বক্তব্য, 'গত এক বছরে উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে কলকাতায়, নতুন পারমিটও মিলেছে। পর্যটকরাও আসায় নতুন আশার আলো দেখছি।' যার জেরে কর্মীসংখ্যাও বেড়েছে। ২০১৯ সালে দূরপাল্লার সমস্ত বাস মিলিয়ে ২০০০ কর্মী থাকলেও বর্তমানে ৩০০০-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। গতবছর কমে দাঁড়িয়েছিল১৫০০-তে।

শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে কলকাতা, অসম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার মিলিয়ে প্রায় ১০০ বাস প্রতিদিন চলাচল করত। গত বছর এই সময় সংখ্যাটা ৬০-এ নেমে যায়। গত এক বছরে বেড়ে হয়েছে ১৫০। উত্তরবঙ্গ রুটের বাসগুলির সংখ্যা বাড়েনি, এমনটা নয়। নর্থবেঙ্গল প্যাসেঞ্জার্স ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, ২০১৯ সালে শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ২৫০টি বাস ছাড়া হত। গতবছর এই সময়টায় বাসের সংখ্যা কমে হয় ২০০। বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ২২০টি।

গত একবছরে আয়-ব্যয়ের হিসেবেও পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি বলে দাবি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটের বাস মালিকদের। গত বছর বাসপ্রতি গড় খরচ ছিল ৯০০০ টাকা। ব্যবসা হত ৯৫০০ টাকা। আয় হত ৫০০ টাকা। এবারেও হিসেবটা কার্যত সমান, বলছেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রণব মানি। বলছেন, 'গত বছরের তুলনায় ৭ টাকা লিটার প্রতি ডিজেলের দাম কমেছে। তবে খরচও তো বেড়েছে। যাত্রীও সেরকম আমাদের নেই।' প্রসঙ্গত, গত বছরের তুলনায় মোবিল, রাবার আইটেমের দাম ৩০ শতাংশ বেড়েছে। ফিটনেস ফি বছর প্রতি ৮৪০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩,৫০০ টাকা। ২০১৯ সালে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটের বাস প্রতি গড় খরচ ছিল ৭,০০০-৮,০০০ টাকা। দিনে গড় ব্যবসা হত ১০,০০০-১১,০০০ টাকা। আয় হত ২,০০০-৩,০০০ টাকা।

একই ছবি

- ২০১৯ সালে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে ২৫০টি বাস ছাড়া হত
- গতবছর এই সময়টায় বাসের সংখ্যা কমে হয় ২০০। বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ২২০টি
- গতবছর বাস প্রতি গড় খরচ ছিল ৯০০০ টাকা, ব্যবসা হত ৯৫০০ টাকা
- আয় হত ৫০০ টাকা
- এবারেও হিসেবটা কার্যত সমান বলে লোকাল বাস মালিকরা জানান

দূরপাল্লার বাসগুলিতে অবশ্য আশার আলো। সন্তোষ সাহা বলছেন, 'গতবছর পরিস্থিতি খুব খারাপ ছিল। ভলভো বাসের ক্ষেত্রে একটা ট্রিপে যাওয়া-আসা নিয়ে গড়ে এক লক্ষ টাকা খরচ হত। কিন্তু যাত্রী না মেলায় যাওয়া-আসা মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা গড়ে ক্ষতি হয়েছে।' বর্তমানে অবশ্য বাসের একটি ট্রিপে যাওয়া-আসা মিলিয়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকার মতন খরচ হলেও ২০ থেকে ৩০০০০ টাকা আয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে।' আয় বেড়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমেও। দীপঙ্কর বলেন, 'করোনা পরিস্থিতির আগে মাসে ১১ কোটি আয় হলেও এখন সেটা বেড়ে ১৪ কোটি হয়েছে। সেপ্টেম্বরের লক্ষ্য ১৫ কোটি ২১ লক্ষ।' সম্মিলিত প্রয়াসেই আয় বেড়েছে বলে মত নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের।

প্রশ্ন উঠছে, বেসরকারি দূরপাল্লার বাস গত এক বছরে কার্যত ঘুরে দাঁড়াতে পারলেও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটের লোকাল বাসগুলি পারছে না কেন? প্রণবের বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের রুটগুলির ক্ষেত্রে সরকারি বাসই যাত্রীদের প্রথম পছন্দ। তাছাড়া ভাড়াও সেরকম বাড়ানো যায়নি। যার জেরে আমাদের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে।' সন্তোষবাবুর মত, দূরপাল্লা ও লোকাল বাসের মধ্যে তফাত রয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়নটাই প্রয়োজন।

স্কুলের কর্মসূচি

ধূপগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টির জল সংরক্ষণ নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি প্রচার করল ধূপগুড়ির শালবাড়ি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ।

শনিবার শালবাড়ি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক সুদীপ সিনহা জানান, পরপর তিনদিন নির্মল বিদ্যালয় কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ সহ নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়েছে। চারাগাছও বিলি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মমতা সরকার বৈদ্য বলেন, 'এই উদ্যোগে মানুষ অনেকটাই উপকৃত হবেন।'

MAULANA ABUL KALAM AZAD UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, WB
(Formerly West Bengal University of Technology)
Main Campus: Haringhata, Nadia-741249, W.B.
Kolkata Office: BF-142, Sector –I, Salt Lake City, Kol-64
Phone: 033 2999 1534, 8158861610
Website: www.makautwb.ac.in

MAKAUT In-House Spot Admission Notice 2022-2023

Spot admission for the session 2022-2023 for M.Tech, B.Sc, M.Sc. BBA,BCA, MBA programs of MAKAUT, WB (In-house) will be held on 20th & 21st September, 2022 at Haringhata Campus of Maulana Abul Kalam Azad University of Technology,West Bengal. (MAKAUT-WB) Interested eligible candidates are advised to report for admission on the above mentioned dates and venue between 11 am to 2pm.Eligibility criteria and details of admission process are available in the University website: www.makautwb.ac.in

REGISTRAR

পুকুরে মিলল বৃদ্ধের মৃতদেহ

শামুকতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এক বৃদ্ধের মৃতদেহ ভেসে উঠল পুকুরে। শামুকতলা থানার পশ্চিম চিকলিগুড়ি গ্রামের ঘটনা। শামুকতলা থানার অধীন ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ শুক্রবার রাতে ওই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত নারায়ণ দাস (৬৩) ওই গ্রামেরই বাসিন্দা।

বৃহস্পতিবার বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে রওনা দেন তিনি। তারপর থেকে নারায়ণকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কোনওভাবে পুকুরে পড়ে যান ওই বৃদ্ধ। আর তাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

বর্ষায় উত্তাল টাঙন নদীতে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। -সংবাদচিত্র

বামনগোলায় টাঙনে ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

বামনগোলা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বর্ষায় উত্তাল টাঙন। সেই উত্তাল টাঙনেই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বামনগোলায় হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এবং ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় শনিবার ওই বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে হাজার হাজার মানুষ জমায়েত হন নদী পারে। প্রতিযোগিতার পর বামনগোলা ব্লক ও পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে বিজয়ী দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়।

মালদা জেলা সদর থেকে প্রায় ৫০কিলোমিটার দূরে বামনগোলা। আর এই ব্লকের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে টাঙন নদী। প্রায় ৫০ বছর ধরে বছরের নির্দিষ্ট দিনে এই নদীতে হয়ে আসছে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। এদিন প্রতিটি নৌকা সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। বিভিন্ন মাপের নৌকাগুলিতে ছিলেন ৩০ থেকে ৫০জন করে চালক। দাঁড়বাহীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য নৌকাগুলিতে ছিল ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবস্থা।

বামনগোলা থানার আইসি জয়দীপ চক্রবর্তী বলেন, 'বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে এই নৌকাবাইচ হয়ে আসছে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। পুলিশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।' বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মিহির রায় বলেন, 'নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বড় আকারের লম্বা নৌকার প্রয়োজন হয়। এই ধরনের নৌকা তৈরির খরচও অনেক। ফলে ইচ্ছে থাকলেও অনেক প্রতিযোগী দলই অংশগ্রহণ করতে পারে না। তবুও হারিয়ে যাওয়ার মুখে এই ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতাকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সকলেই।'

ফব পার্টি অফিসে বিশ্বকর্মাপুজোয় বিতর্ক

কোচবিহার, ১৭ সেপ্টেম্বর : এই প্রথম বিশ্বকর্মাপুজো করল ফরওয়ার্ড ব্লক। নজিরবিহীনভাবে শনিবার কোচবিহারে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সহযোগিতায় দলের শ্রমিক সংগঠন টিইউসিসি অনুমোদিত টোটো ইউনিয়ন দলের জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণে এই পুজো করেছে। জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গণেই সেই পুজোর সামনে ব্যানারও টাঙানো হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা-কর্মীরাও সেই পুজোয় সহযোগিতা করেছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বামফ্রন্টের শরিক দলের এহেন মূর্তিপুজোকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি জেলা সিপিএম।

যে যা-ই বলুক, পাত্তা দিতে নারাজ ফব। দলের জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর বলেন, 'স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দুর্গাপুজো করতেন। শরিক দলের কে কী ভাবে, না ভাবে তা আমরা জানি না। ফরওয়ার্ড ব্লক মূর্তিপুজোয় অবিশ্বাস করে না।' যদিও তিনি স্বীকার করেন যে দলের জেলা কার্যালয়ে এই প্রথম পুজো হচ্ছে। যদি দল মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসীই হবে, তবে এতদিন পুজোর হয়নি কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, 'আমাদের টোটো ইউনিয়ন আগে ছিল না। এবারই প্রথম হয়েছে। কিন্তু তাঁদের পুজোর আয়োজন করার কোনও জায়গা নেই। সে কারণে আমাদের অনুমোদন নিয়েই তাঁরা পার্টি অফিসে পুজো করেছে।'

বিষয়টি নিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা বলেন, 'বামফ্রন্টের সঙ্গে পুজোর কোনও সম্পর্ক নেই। বামফ্রন্ট মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস করে না। পুজো করে না।' ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে পুজো প্রসঙ্গে বলেন, 'ওটা ট্রেড ইউনিয়নের টোটো সংগঠনের পুজো। তারা জায়গা পায়নি বলে হয়তো ওখানে পুজো করেছে। তবে ওখানে পুজোটা না হলেই ভালো হত। কারণ এর মাধ্যমে মানুষের কাছে একটা ভুল বার্তা পৌঁছাবে।'

ফরওয়ার্ড ব্লকের অক্ষয়বাবু পরিষ্কার বলছেন, তাঁরা মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসী। আবার কোচবিহারের সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দবাবু বলছেন, তাঁরা মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসী নন। অক্ষয়বাবুর

কোচবিহারে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কার্যালয়ে বিশ্বকর্মাপুজো।

মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস নিয়ে মহানন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'তিনি একথা কীভাবে বলছেন তা উনিই বলতে পারবেন।'

সিপিএম নেতা সুভাষ চক্রবর্তী মন্ত্রী থাকাকালীন একবার দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন। তা নিয়ে বামফ্রন্টের অন্দরে ব্যাপক শোরগোলের সৃষ্টি হয়েছিল। এমনকি সুভাষবাবুকে তার জন্য দলের কাছে কৈফিয়ত পর্যন্ত দিতে হয়েছিল। মহানন্দবাবু দাবি করেছেন, বামফ্রন্টের সেই নিয়মের কিন্তু এখনও পরিবর্তন হয়নি। এদিকে, শহরে ফব'র পার্টি অফিসে পুজোর দৃশ্য কিন্তু তাতে একটুও বদলাচ্ছে না।

আপাতত বদলি স্থগিত উৎসশ্রী পোর্টালে

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বহু আলোচিত উৎসশ্রী পোর্টাল আপাতত অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। কেননা এই পোর্টালের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। কয়েকদিন আগে সংশ্লিষ্ট সব মহলের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল। সেই বৈঠকেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত? সম্প্রতি আদালতের নির্দেশ মেনে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক পদে ১৮৭ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে নিয়োগ এবং বদলি প্রক্রিয়া চালাতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ। কারণ সেক্ষেত্রে শূন্যপদ নির্ধারণে সমস্যা হতে পারে। তাঁদের যে শূন্যপদগুলিতে নিয়োগ করার কথা, বদলি প্রক্রিয়া চালু থাকলে সেই শূন্যপদগুলিতে রদবদল হয়ে যেতে পারে বা সেই পদগুলি পূরণও হয়ে যেতে পারে বদলির জেরে। তাই যাতে জটিলতা না বাড়ে, সেজন্যই আপাতত উৎসশ্রীতে বদলি বন্ধ রাখা হল।

কেন এই সিদ্ধান্ত

- প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক পদে ১৮৭ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে
- বদলি চালু থাকলে সেই শূন্যপদগুলিতে রদবদল হয়ে যেতে পারে
- যাতে জটিলতা না বাড়ে, সেজন্যই আপাতত উৎসশ্রীতে বদলি বন্ধ

আরও একটি কারণ এর পিছনে উঠে আসছে। খুব দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষক পদে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রেও বদলি চালু থাকলে শূন্যপদ নির্ণয়ে সমস্যা তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ নতুন নিয়োগের জন্য নির্ধারিত কোনও শূন্যপদে বদলি নিয়ে চলে আসতে পারেন কোনও শিক্ষক। এই কারণেও আপাতত বদলি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত।

কতদিন বন্ধ থাকবে এই বদলি প্রক্রিয়া? এর স্পষ্ট কোনও জবাব মেলেনি। তবে যতদিন পর্যন্ত ওই ১৮৭ জনের নিয়োগ শেষ না হয়, ততদিন এই পোর্টালে বদলির আবেদন করা যাবে না। সোমবার সল্টলেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের দপ্তরে ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণ ১৮৭ জন প্রার্থীর নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ হবে। তারপর তাঁদের নিয়োগ শুরু হতে পারে।

জানা গিয়েছে, শিক্ষক নিয়োগ করা হবে নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণিতেও। শূন্যপদের সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। স্কুল পিছু কোন ক্যাটেগরিতে শূন্যপদ কত? সেব্যাপারে পুজোর আগে তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে।

ডিলারের গোডাউন থেকে র‍্যাশন সামগ্রী বের করছেন খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা।

সাসপেন্ড বিতর্কিত সেই র‍্যাশন ডিলার

খড়িবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হল খড়িবাড়ির ২১ নম্বর র‍্যাশন ডিলার বুলা রায়কে। শনিবার খাদ্য সরবরাহ দপ্তর সার্কুলার জারি করে তাঁকে সাসপেন্ড করে। আপাতত ওই ডিলারের সমস্ত গ্রাহকের র‍্যাশন স্থানীয় ৫৫ নম্বর ডিলার প্রকাশচন্দ্র কর্মকারকে বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওই নির্দেশিকা আসার পর এদিনই বুলার র‍্যাশন গোডাউনে যান খড়িবাড়ি ব্লক খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের সাব-ইনস্পেকটর ভবতোষ রায়। গোডাউনের সমস্ত র‍্যাশন সামগ্রী বের করে ৫৫ নম্বর র‍্যাশন ডিলারের গোডাউনে স্থানান্তর করা হয়। খাদ্য আধিকারিক বলেন, 'অনির্দিষ্টকালের জন্য বুলা রায়কে সাসপেন্ড করা হয়েছে। আগামীকাল (রবিবার) থেকেই ২১ নম্বর র‍্যাশন দোকানের সমস্ত গ্রাহকের র‍্যাশন খড়িবাড়ি হাওদাভিটার ৫৫ নম্বর র‍্যাশন ডিলারের মাধ্যমে বণ্টন করা হবে।'

খড়িবাড়ি বাজারে লক্ষ্মীপুর এলাকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত ২১ নম্বর র‍্যাশন ডিলারের দোকান। এই র‍্যাশন ডিলারের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে একাধিক অভিযোগ খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। সিপিএমের নির্বাচনি কার্যালয় থেকে দুয়ারে সরকারে র‍্যাশন সামগ্রী বণ্টন, ওজনে কম সামগ্রী দেওয়া, দুয়ারের সরকার ক্যাম্প না করা, নিম্নমানের পোকাযুক্ত চাল বিতরণ, উপভোক্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে ওই ডিলারের বিরুদ্ধে। খাদ্য দপ্তর থেকে ওই ডিলারকে একাধিকবার শোকজ ও সতর্ক করা সত্ত্বেও কোনও পরিবর্তন হয়নি বুলার।

শুক্রবার সকালে বুলার দোকানে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার র‍্যাশন কার্ড নিয়ে র‍্যাশন নিতে আসেন খড়িবাড়ি মালিবস্তির ফন্দর মালাকার নামে ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধা। তাঁকে ইঁদুরের বিষ্ঠা মিশ্রিত এক কেজি চিনি দেওয়া হয়। তিনি ভালো চিনি দেওয়ার দাবি করলে ডিলার তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ বৃদ্ধার। এরপর ওই বৃদ্ধা খড়িবাড়ি থানায় যান। পুলিশ আধিকারিকদের পরামর্শে তিনি খড়িবাড়ি বিডিও, খড়িবাড়ি ব্লক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক ও খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপর খড়িবাড়ি বিডিও নিরঞ্জন বর্মনের তৎপরতায় এবং খড়িবাড়ি ব্লক খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক ভবতোষ রায়ের উদ্যোগে শুক্রবারই ওই ডিলারের বিরুদ্ধে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয় শিলিগুড়ি মহকুমা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরে। শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে 'র‍্যাশনের চিনিতে বিষ্ঠা' শীর্ষক খবরটি প্রকাশিত হয়। শনিবারই ওই ডিলারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়।

বিডিও বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই ডিলারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য সরবরাহ দপ্তর এই কড়া পদক্ষেপ করেছে।'

খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহের প্রতিক্রিয়া, 'খুব ভালো হয়েছে। ওই ডিলারের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়ম ও উপভোক্তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ ছিল। এবার থেকে উপভোক্তারা ভালো র‍্যাশন সামগ্রী পাবেন এই আশা করছি। বিতর্কিত ডিলার সাসপেন্ড হওয়ায় খুশি উপভোক্তারা।

ডেঙ্গি আক্রান্ত নতুন পুলিশ কমিশনার

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির নতুন পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। তাই শনিবার দায়িত্ব নেওয়ার কথা থাকলেও তিনি দায়িত্ব নিতে পারেননি। অন্যদিকে, নতুন পুলিশ কমিশনার না আসায় বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার হিসেবেও যোগ দিতে পারেননি শিলিগুড়ির সদ্য প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। কমিশনারেট সূত্রে খবর, রবিবার ডিসিপি (সদর)-এর কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করে বিধাননগরে চলে যাবেন গৌরব শর্মা। একটু সুস্থ হলে শিলিগুড়িতে এসে দায়িত্ব নিতে পারেন অখিলেশ চতুর্বেদী। ডিসিপি (সদর) জয় টুডু জানিয়েছেন, নতুন পুলিশ কমিশনার সোমবার যোগ দেবেন। নতুন পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদীর ফোন ব্যস্ত থাকায় তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

বেহাল ট্রাক টার্মিনালে বিশ্বকর্মাপুজো

রাজগঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর দিনেও ফুলবাড়ির পরিবহণ ব্যবসায়ীদের আক্ষেপ গেল না। অভিভাবকহীন সরকারি ট্রাক টার্মিনালের অবস্থা এতটাই বেহাল যে বিশ্বকর্মাপুজো করা হবে সেই উপায় নেই। তবে পরিবহণ ব্যবসায়ীরা বিশ্বকর্মাপুজো করবেন না তা হয় না, বরং জলকাদার মধ্যেই তাঁরা পুজো করেন।

ফুলবাড়ি ট্রান্সপোর্ট অপারেটর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ফুলবাড়ি বাইপাসের ট্রাক টার্মিনালে বিশ্বকর্মাপুজো করা হয়। সংগঠনের সভাপতি সুকুমার সরকার বলেন, 'বন্ধ এই টার্মিনালটি চালু করা হলে সরকারি রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি হবে।'

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) অধীনে থাকা টার্মিনালটি বেসরকারি এজেন্সিকে চালানোর জন্য বরাত দেওয়া হত, যেখানে ১২ জন

জলকাদায় ভরা ট্রাক টার্মিনাল।

কর্মী কাজ করতেন। ২০২০ সালে কর্মচারীরা তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের সহায়তায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে একাধিকবার আন্দোলন করেন। কিন্তু গতবছর ৯ নভেম্বর রাত থেকে কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে দিলে পরের দিন ম্যানেজার অভিজিৎ মাইতির রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার হয় এবং টার্মিনালটি বন্ধ হয়ে যায়।

শতাধিক ট্রাক দাঁড়ানোর ব্যবস্থাযুক্ত টার্মিনালে ট্রাক প্রতি ১০০ থেকে ২০০ টাকা পার্কিং ফি নেওয়া হত। রাজস্ব আদায় ও দেখভালের অভাবে ট্রাকগুলি নিজের ইচ্ছেমতো টার্মিনালে চলাফেরা করছে। পাহারাদার না থাকায় ট্রাকের ব্যাটারি, টায়ার, যন্ত্রাংশ এবং তেল চুরি হচ্ছে বলে ট্রাকচালকদের অভিযোগ। চালকদের জন্য শৌচালয় ও স্নানের এমনকি আলোর ব্যবস্থাও অকেজো। এসজেডিএ-এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'ওই ট্রাক টার্মিনাল চালু করার বিষয়টি পরিবহণ দপ্তর দেখছে।'

আলোচনাচক্র

চোপড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : জাতীয় পুষ্টিমাস উপলক্ষ্যে উত্তর দিনাজপুর কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্যোগে সচেতনতামূলক প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার কেন্দ্রের খামারে আইসিএআর, কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্র ও ইফকোর যৌথ উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে পুষ্টি সংক্রান্ত আলোচনাচক্র বসে। এছাড়া কিচেন গার্ডেনের জন্য বিভিন্ন সবজির বীজ ও পুষ্টিকর ফলের চারা বিলি করা হয়।

বাল্ক বিজ্ঞাপনের অধিকারের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা ও ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের চারপাশে বাল্ক বিজ্ঞাপনের অধিকারের কাজের জন্য ই-নিলাম। **ই-নিলাম লট নং: এডিভিটি-এপিডিজে-এনওকিউ-ওএইচ-৫২৩-২২-১, তারিখ ১৪-০৯-২০২২। লট নিলাম আরম্ভের তারিখ :** ৩০-০৯-২০২২ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা। **লট নিলাম সমাপ্তির তারিখ :** ৩০-০৯-২০২২ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা। উপরের ই-নিলামের ক্যাটালগ ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্যালাস্টের ঘাটতি পূরণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৮৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ : ১৫-০৯-২০২২। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং : ২৮-এপি-III-২০২২। কাজের নাম :** এসএসই/পিডব্লিউ/দোমোহানির অধীনে এডিইএন/এমবিজেড অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত নিউ মাল জং.-চ্যাংরাবান্ধা সেকশনের স্টেশনে লুপ লাইনগুলিতে ব্যালাস্টের ঘাটতি পূরণ করা এবং শিলিগুড়ি জং.-আলিপুরদুয়ার জং.-আইএসডি (এম+৩ থেকে এম+৭ পর্যন্ত) ৭.৮২৯ কেএম-এর লুপ লাইনের সাথে সম্পর্কযুক্ত ৫০ এমএম মেশিনে ভাঙা ব্যালাস্ট উৎপাদন ও সরবরাহ সহ উত্তোলন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৯৭,৮১,৬২২ টাকা; বায়নার ধন : ২,৯৮,৯০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৩-১০-২০২২ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা হবে** ১৩-১০-২০২২ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Doordarshan Kendra Jalpaiguri
P.O. Satelite Township, Via, Mahananda Project, Dist-Jalpaiguri, Siliguri-734015 is inviting tender for supplying of Motor Vehicle on hiring basis from Oct 2022 to Sep 2023.

Interested Firms may collect the tender papers on the working days excepting holidays from 19.09.2022 to 23.09.2022 from the above office by paying cost of the tender forms of Rs 1000/- through Demand Draft/Bankers Cheque from any nationalized Bank drawn in favour of Prasar Bharati, BCI, Payable at New Delhi (Non refundable).

All Terms & condition are mentioned in the Tender Papers.

NOTICE

Notice is hereby given to public in general, Financial Institutions, Banks, etc., that my client is going to purchase a vacant land measuring 19 Kathas 13 Chhataks 26 Square feet, in the Plot No. 624 (R.S.) 1418 (L.R.), recorded in Khatian No. 29/33 (R.S.) 2921, 2922, 2923 & 2919 (L.R.), situated in Mouza-Ranidanga, J.L. No. 103, P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling. from Sri Sushil Kumar Agarwal S/o Late Shankar Lal Agarwal of Nehru Road, P.O. & P.S. Thakurganj, Dist. Kishanganj, Bihar, Sri Rakesh Kumar Kandoi S/o Late Ram Niwas Kandoi of S.F. Road, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar-723005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, Sri Nishant Agarwal S/o Sri Sajan Kumar Agarwal of West Ashrampara, Siliguri, P.O. & P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, Sri Kaushal Agarwal S/o Late Shyam Lal Agarwal, of Main Road Mastan Chowk, P.O. & P.S. Thakurganj, Dist. Kishanganj, Bihar. If any person/persons have any objection or claim in the above stated land may contact in the below mentioned addredd within 15 (Fifteen) days of these notice.

(RAJESH KUMAR AGARWAL)
ADVOCATE
Nehru Road, Siliguri,
(Near Krishna Bhog Atta)
P.O. & P.S. Siliguri, Pin-734005,
Dist. Darjeeling.
Cell- 9832093380/9434093380

NOTICE

Notice is hereby given to Public in general, Financial Institutions, Banks, etc., that my client is going to purchase a vacant land measuring 11 Kathas 11 Chhataks, in the Plot No. 624 (R.S.) 1418 (L.R.), recorded in Khatian No. 29/33 (R.S.) 2920 (L.R.), situated in Mouza-Ranidanga, J.L. No. 103, P.S. Bagdogra, Dist. Darjeeling, from Smt. Ganga Devi Agarwal, W/o Sri Gangadhar Agarwal of S.P Mukherjee Road, Siliguri, P.O. Siliguri Bazar-734005, P.S. Siliguri, Dist. Darjeeling, West Bengal.
If any person/persons have any objection or claim in the above stated land may contact in the below mentioned address within 15 (Fifteen) days of these notice.

Rajesh Kumar Agarwal
Advocate
Nehru Road, Siliguri,
(Near Krishna Bhog Atta)
P.O. & P.S. Siliguri, Pin-734005,
Dist. Darjeeling.
Cell : 9832093380, 9434093380

JAIGAON DEVELOPMENT AUTHORITY
(A statutory Organization of Govt. of West Bengal)
Abridged Quotation Notice

In Ref. to Tender Notice No. 104/XIII/GS/JDA/VBD/2022, Dtd'-15-09-2022, Online Notice Inviting Tender is invited from the eligible bidders in connection with 2 nos of scheme of "one time drain cleaning different places of Jaigaon. For detailed information, please log on to WWW.WBTENDERS.GOV.IN and log on to www.jdaonline.co.in. Last date of Submission of bids is 26-09-2022 up to 11.00 hrs.

Sd-
ADM, Alipurduar &
Executive Officer, JDA

CINEMA সিনেমা

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিক্ষা-দীক্ষা

■ NBBS (পশ্চিমবঙ্গ), D.El.Ed (2021-22), B.Ed, LLB গ্র্যাজুয়েট, মাস্টার্স ও Ph.D কোর্স। M : 94341-75163. (C/101737)

Tuition

■ Retired Engineer Teaches Science of meditation & Mind Body wellness to Brilliant students. M : 9434884890. (C/101724)

■ ICSE/CBSE/WB, (Home/Batch/Online). Class VI-X-All sub. (Math+Science). XI-XII-Chemistry 9547966085,7001442062. (C/101756)

Admission

NURSING ADMISSION GOING ON 2022-2023
GNM and B.Sc Nursing Courses
Limited Site
Siliguri Institute of Nursing
Fulbari, Siliguri
CONTACT
7363886443 / 9749389652
6297903335

পুজো উদ্বোধন

■ আলতাফড়িং খ্যাত পুপুকে দিয়ে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো উদ্বোধন করাতে যোগাযোগ : 8961350870. (K)

কিডনি চাই

■ B+ কিডনি দাতা চাই। কোনও সহৃদয় পুরুষ বা মহিলা সঠিক পরিচয়পত্র, অভিভাবককে সঙ্গে নিয়ে যোগাযোগ করুন। 8016913472.

চিকিৎসা

■ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা : হার্ট ব্লকেজ, কিডনি ড্যামেজ/স্টোন, ব্রেস্ট/জরায়ু টিউমার, ক্যানসার, প্যারালাইসিস, চোখের ছানি, হাঁটুর ব্যথা, গল-ব্লাডার স্টোন, সন্তানহীনতা, যৌন সমস্যা, আলসার, ফ্যাটি লিভার, পাইলস ইত্যাদি রোগের সুচিকিৎসক ডাঃ পি. মণ্ডল। (32 বছরের অভিজ্ঞতা), শিলিগুড়ি চেম্বার- 8240876794. (C/101755)

■ Facial Complexion & Glow development with Oxygenation Exercise & Homoel support. M-9046860970. (C/101753)

■ অভিজ্ঞ চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ Dr. K. L. Sethia প্রতিদিন রোগী দেখিবেন। স্থান : Medi Plaza, Jhankar More, Slg, ফিস ও ফ্রেম মাত্র 200 টাকা থেকে শুরু। Ph : 8250038093. (C/101855)

CARDIOLOGIST

■ Dr. Joy Sanyal MD. DM (CARDIOLOGY) will be available at Siliguri Multispeciality Poly Clinic on 21/9/2022 11 A.M. Ph. 9933990002, 0353-2526344.

আয়া/সেবিকা

■ লক্ষ্মী আয়া সেন্টার-এ নার্স, আয়া 24 ঘণ্টা ঘরোয়া কাজের মেয়ে পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি-8927215865/6295862724. (C/101756)

ভাড়া

■ আলিপুরদুয়ার ডুয়ার্স হোটেলের পাশে ঔষধ দোকান চেম্বার সহ বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে। M-9679339089. (D/D)

■ 3rd Floor-900 sq. ft. Aurobindo pally, near Matri Bhandar, Siliguri. M-9434050112. (C/101840)

বিক্রয়

■ Residential Building on sale @ Ashrampara, near Amtala club, Siliguri. M : 9593357418. (C/101823)

■ Sale a beautiful Resort at Dooars, Lataguri beside Neora River on 2.5 bigha land @ 2.95 Cr. 9830048616. (K)

■ Tata ACE goods গাড়ি (২০১৭) কাগজপত্র ও stand সহ অতিসত্বর বিক্রয়। M : 94348-74634/95317-41701. (C/101834)

■ মালবাজারের কাছে একটি শাল কাঠের দোতলা ঘর 28'X16' বারান্দাসহ দ্রুত বিক্রয় হবে। M : 9475808949. (B/B)

■ তুফানগঞ্জ অন্তর্গত বলরামপুর পুলিশ ফাঁড়ির (মিস্তিখানা) কাছে দিনহাটা-তুফানগঞ্জ রোডের পাশে জমি বিক্রয় হবে। অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9800137710/9474037432. (C/10154)

■ শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে 450 sq.ft. 1 BHK Flat 9,75,000/- টাকায় বিক্রয় হইবে। M : 7718779945. (C/101283)

■ 1008 sq.ft, 35 Ft front shop on road facing, near Venus More, Siliguri. Ph : 9932890077. (C/101854)

Shriraj

■ (Furniture Wholesaler). Mega sale upto 40% off. (M) 81163-75001, Tradium Building, 1st floor by lane, opposite Subh Marble, Near Check Post, Sevoke Road, Siliguri. (C/101707)

ক্রয়

■ শিলিগুড়িতে ছোট বাড়ি কিনতে চাই। দালাল নহে। 8617873077. (C/111975)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া দাদাভাই মোড়ে গ্যারাজ সমেত 2 BHK flat বিক্রি, 3rd floor, দাম 27 লাখ টাকা। M : 9083044342. (C/101753)

■ 5.25 Katha জমির উপর একতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। স্থান-রাজগঞ্জ, স্কুলপাড়া, জলপাইগুড়ি। Mob - 6295403564. (C/101756)

■ 2.5 কাঠার উপর বাড়ি বিক্রি। হাকিমপাড়া, বলাই দাস চ্যাটার্জি রোডে। শিলি : M : 8670348677/7602491207. (C/101756)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/101757)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ রাবার ব্যান্ড মেশিন কিনে প্রতিদিন (৫০০-১০০০) টাকা আয় করুন। কাঁচামাল আমাদের কাছে পাবেন। তৈরি মাল কিনে নেবো। M-9679138921.

ডিলারশিপ নিয়ে ব্যবসা

Bornmed আয়ুর্বেদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের ব্যবসা শুরু করুন। উঃবঙ্গের প্রতিটি মহকুমায় ডিলারশিপ দেওয়া হচ্ছে। সত্বর যোগাযোগ করুন : 7001144674. (C/101753)

■ অফিসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ খুজছেন? কোচবিহার শহরের মাঝামাঝি মোস্ট কমার্সিয়াল এরিয়া বিশ্বসিংহ রোডের উত্তরে মতিলাল জৈনের বাড়ির মুখোমুখি নির্মীয়মান 4 তলা বাড়ির গ্র্যান্ড ফ্লোর 1350 ফিট এরিয়া ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ- 8100049654. (K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

মাত্র 990 টাকা কিস্তিতে

■ কিনুন LED TV, ফ্রিজ, MW একেবারেই অনলাইনের দামে অভিনব ইলেকট্রনিক্স, লেকটাউন, সানরাইজ ক্লাবের কাছে, শিলিগুড়ি। 9832077975. (C/101753)

কর্মখালি

■ Touch Sanitary Napkin an ISO Com. উত্তরবঙ্গে মার্কেটিং-এর জন্য মহিলা ও পুরুষ Sales Executive চাই। (M) 7001558123. (S/C)

■ রিসর্টে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ম্যানেজার ও অপারেশন ম্যানেজার এবং ২ জন Cheff চাই। (M) 7076616415. (C/101757)

■ বেকার আছেন? স্বনির্ভর বা অতিরিক্ত আয় করতে চান? প্রতিটি ব্লকভিত্তিক লোকের জন্য। উপার্জন অসীমিত। 'শান্ত ফুড', (Govt. of India Reg.). (M) 9434982898. (C/101757)

■ Law Firm-এ শিলিগুড়ি, মালদার জন্য ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর প্রয়োজন। বাইক আবশ্যক। 15K+TA. (M) 8240244988. (K)

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য ভালো রান্নার মহিলা প্রয়োজন। বেতন দশ হাজার। সত্বর যোগাযোগ- 9733162207. (C/101760)

■ Urgent-Accountant, Sales/Back office (Female), Delivery boy- (Mo. 7432810279) (C/101761)

■ Wanted computer operator for billing in SAP & Warehouse Manger by CFA of reputed Paint Co. email CV-recruitment slg5@gamil.com (C/101759)

■ রং-এর দোকানে কাজের ছেলে লাগবে। (M) 9932942242. (C/101851)

■ বাড়িতে থেকে বাড়ির কাজের পিছুটানহীন মহিলা চাই। (M) 8116881117. (C/101849)

কর্মখালি

■ ইসকন মন্দির বা গৌরীয় মঠের শিক্ষাপ্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সেবার জন্য প্রভু এবং মাতাজি চাই। বেতন আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হবে। যোগাযোগ : 9002004418, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। (C/101757)

■ রিসর্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সার্ভিসবয় চাই। স্যালারি 9K. ফোন : 7076616415. (C/101757)

■ শিলিগুড়িতে হোটেলে রুমবয় ও অফিস স্টাফ চাই। থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সরাসরি কথা। (M) 8250661108. (C/101758)

■ শিলিগুড়ির প্রখ্যাত স্পিচ অ্যান্ড হিয়ারিং ক্লিনিকের জন্য নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে : ১) স্পেশাল এডুকেটর ও জেনারেল এডুকেটর। যোগ্যতা- স্পেশাল এডুকেশনে D.Ed./B.Ed. ও জেনারেল এডুকেশনে D.El.Ed. বয়স - অনধিক 30 বছরের মধ্যে। অভিজ্ঞতা - বাচ্চাদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেতন-অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী আলোচনাসাপেক্ষ। পোস্টিং- শিলিগুড়ি ও রায়গঞ্জ। ২) কাস্টমার কেয়ার বিভাগ (টেলি কলিং)। যোগ্যতা- ন্যূনতম উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বয়স- অনধিক 35 বছর। বেতন-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আলোচনাসাপেক্ষ। ৩) অ্যাকাউন্ট্যান্ট : যোগ্যতা-ন্যূনতম B.Com পাশ/Tally ERP9 জানতে হবে। বয়স- অনধিক 45 বছর। বেতন-যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অলোচনাসাপেক্ষ। আগ্রহী ব্যক্তিরা পদের নাম সহ নিজের বায়োডাটা মেল করুন। siliguripeech hearingclinic@gmail.com (C/101759)

■ সমগ্র উত্তরবঙ্গে সব টাউনে একজন করে ছেলে বা মেয়ে এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হবে, পুরোনো গাড়ির ওপর লোন করার জন্য। (M) 9775137242. (C/101759)

■ শিলিগুড়িতে কারখানায় কাজের জন্য লোক চাই। সুপারভাইজার, লেবার ও গার্ড। খাওয়া-থাকা ফ্রি। বেতন-7500/- to 8500/-. (M) 8653009258. (M/M)

কর্মখালি

■ কোচবিহার, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ইসলামপুর, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপোখর, ফালাকাটা, রায়গঞ্জ, নকশালবাড়ি, বালুরঘাট, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, গঙ্গারামপুর, মালবাজার, ডালখোলা, জয়গাঁ, মাথাভাঙ্গা, বানারহাট, দার্জিলিং, গ্যাংটক, কার্সিয়াং ও কালিম্পং সমগ্র নর্থবেঙ্গল জেলায় ব্যাংকের EMI Collection-এর জন্য ফিল্ড এগজিকিউটিভ প্রয়োজন। মিনিমাম উচ্চমাধ্যমিক পাশ। অ্যানড্রয়েড ফোন এবং বাইক থাকা বাধ্যতামূলক। ঠিকানা- টুসটুস অ্যাপার্টমেন্ট, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি (শ্রীমা ভবনের কাছে), পিন-৭৩৪০০৬। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন-৮৯১৮৭৪৫২৮৭, ৯৮৩২০৬৪০৫৪, বিঃদ্রঃ- এখানে কাজ পাওয়ার জন্য কোনওরূপ টাকা-পয়সা লাগবে না। (C/101854)

■ Requird some staff for our cafe. (Your cafe story), Timing-4 P.M. to 10.30 P.M. Siliguri (M) 9933357406. (C/101760).

■ ময়নাগুড়িতে শেয়ার মার্কেটে কাজ করার জন্য কাজ জানা XII পাশ ছেলে চাই। বেতন-আলোচনাক্রমে। (M) 8927338865. (S/C)

■ Areawise 12 pass with two wheeler for sales and marketing in private school. Salary and incentive. Siliguri office computer staff contact (M) 9797063634. (C/101753)

■ বাগডোগরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে কুক ও ওয়েটার প্রয়োজন। বেতন-সাক্ষাতে। Ph.No. 7679880222. (C/101850)

কর্মখালি

■ গ্রহরত্ন ও জ্যোতিষ সংস্থার কার্যালয়ের সুপারভাইজার পোস্টের জন্য বিউটি ও স্মার্ট Female প্রার্থী Required. যোগাযোগ : 9002004418, শিলিগুড়ি, সেবক রোড, (বাইরের প্রার্থীর জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে)। (C/101757)

■ শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে কুচিনা কোম্পানিতে কর্মী নিয়োগ করে হবে। পদগুলি হল-(i) ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ, (ii) ব্রান্ড প্রমোটার, (iii) সার্ভিস টেকনিসিয়ান। আকর্ষণীয় ফিক্সড বেতন+সেলস কমিশন+ইনসেনটিভ। সাথে থাকার সুবিধা দেওয়া হয়। PF+ESIC+Bonus+Gratuity ইত্যাদির সুবিধা দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা শীঘ্রই ফোন করুন : 8116602333. (C/101805)

■ শিলিগুড়িতে দুই মাইল চেকপোস্টের কাছে বাড়িতে ভালো রান্না জানা ১ জন মহিলা চাই। সময় সকাল ৮টা থেকে ১টা পর্যন্ত। মাইনে ৬০০০ টাকা। (M) 9002590042. (C/101753)

■ Required Civil Engineer with good knowledge of Auto Cad, preparation of BOQ and site execution with minimum 3 yrs. of work experience. Ph : 9339361344.

DIGITAL MARKETING JOB

■ A reputed office in Siliguri looking for candidates skilled in Digital Marketing and content marketing, salary negotiable. Mail us your resume at prabin@prabinagarwal.com (C/101761)

Wanted Office Assistant

Wanted Experienced Office Assistant:- Qualification-Graduate. Should be Computer knowledge (Word / Excel) also about CBSE work. Fluency in English & Hindi is must. Apply with C.V Along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days. To:- The Principal, Hindi Balika Vidyapith,S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005 (No Phone Please).

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পানিঘাটা মোড়ে শৌচাগার দাবি

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান হাইওয়ে-২ হয়েছে, ঝাঁ চকচকে উড়ালপুল হয়েছে, যাতায়াতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু আপার বাগডোগরার পানিঘাটা মোড়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, শৌচালয় না হওয়ায় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। নিত্যদিন পানিঘাটা মোড়ে প্রকাশ্যে শৌচকর্মের জেরে স্কুল ছাত্রী, শিক্ষিকা থেকে সাধারণ মহিলাদের লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। অভিযোগ, এই সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে চললেও সমস্যা মেটাতে কেউ উদ্যোগ নেয়নি।

পানিঘাটা মোড়ে বাস, সিটি অটো, টোটোর স্ট্যান্ড থাকায় এখান থেকে বিভিন্ন রুটে প্রতিদিন বহু মানুষ যাতায়াত করেন। এখানে তিনটি সরকারি স্কুল, ছয়টি বেসরকারি স্কুল,

> মহাসড়ক তৈরির সময় আমরা কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম যাত্রী প্রতীক্ষালয় এবং শৌচালয় করে দিতে। বন দপ্তর কিছুটা জায়গা দেবে বলেছিল। তখন করে দিলে এই সমস্যা থাকত না।
>
> – আণবিক জোয়ারদার
> *পঞ্চায়েত সদস্য*

আপার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, পোস্ট অফিস, বিএসএনএল অফিস, থানা, হাসপাতাল, হাট রয়েছে। বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সদস্য আণবিক জোয়ারদার বলেন, 'মহাসড়ক করার সময় অনেক গাছ কাটা হয়েছে। তার ওপর যাত্রী প্রতীক্ষালয় না থাকায় রোদে পুড়তে হয়, বৃষ্টিতে ভিজতে হয়। মহাসড়ক তৈরির সময় আমরা কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম যাত্রী প্রতীক্ষালয় এবং শৌচালয় করে দিতে। বন দপ্তর কিছুটা জায়গা দেবে বলেছিল। তখন করে দিলে এই সমস্যা থাকত না।'

স্থানীয় বাসিন্দা বীরেন বর্মন বলছেন, 'পানিঘাটা মোড় থেকে আদর্শনগর পর্যন্ত সড়কের দু'পাশে শৌচকর্মের জেরে মহিলাদের মুখ ঘুরিয়ে যাতায়াত করতে হয়।' গত ১২ সেপ্টেম্বর ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাগডোগরার সাধারণ সম্পাদক রতনকুমার ঘোষ আপার বাগডোগরা এবং লোয়ার বাগডোগরা পঞ্চায়েত প্রধানদের কাছে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা মেটাতে আবেদন করেছিলেন। সেদিন আপার বাগডোগরার প্রধান সঞ্জীব সিনহা সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন।

প্ল্যাটিনাম জুবিলির প্রস্তুতি

বানারহাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্ল্যাটিনাম জুবিলির প্রস্তুতি সভা হল। বিদ্যালয়ের সত্যেন্দ্র ভবন সভাগৃহে স্কুলের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপনের উদ্দেশে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়। ডুয়ার্সের ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি পালনের জন্য প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরাও প্রবল উৎসাহে শুক্রবার এই সভায় যোগ দেন। প্রায় ২০০ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৯৫৬ সালে পাশ করা থেকে সদ্য উত্তীর্ণরাও ছিলেন।

প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য জানান, সর্বসম্মতিতে ৩৭ জনের কার্যনির্বাহী কমিটি তৈরি হয়েছে। পরে এই কমিটি চূড়ান্ত কমিটি গঠন করবে। ২০২৩ সালের ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের সূচনা হবে।

সিপিএমের প্রচার মিছিল

চোপড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় সাধারণ সভা করল সিপিএম। সভা শেষে একটি প্রচার মিছিল বের হয়। ২২ সেপ্টেম্বর কর্ণজোড়ায় সিপিএমের ডাকে জেলা জমায়েত ও আইন অমান্য কর্মসূচি হবে। দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, সেই কর্মসূচি সফল করতেই এদিনে প্রচার মিছিল।

গৌতম, প্রতুল ও রঞ্জনের উপস্থিতিতে জবাবদিহির শর্ত

অন্যায় করেননি, অনড় দিলীপ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের সঙ্গে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার, দলেরই নেতা দিলীপ বর্মনের বিরোধ ক্রমশই জটিল হচ্ছে। এবং এই পরিস্থিতির জন্য দলেরই একাংশের প্রচ্ছন্ন মদত রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠছে।

তিনি কোনও অন্যায় করেননি বলে শনিবার দিলীপ দাবি করেন। কোনও শোকজের জবাব দেবেন না। তিনি যা বলেছেন তা সৎ পথে থেকেই বলেছেন। যদি কিছু জানার থাকে তাহলে জেলা সভানেত্রী যেন দলের তিনজন প্রবীণ নেতাকে নিয়ে বৈঠক ডাকেন। সেখানেই তিনি জবাবদিহি করবেন, এমনই শর্ত চাপিয়েছেন। দিলীপের বক্তব্য, 'আমার যদি কোনও অপরাধ থাকে তাহলে পুরোনো নেতা-নেত্রীদের নিয়ে জেলা সভানেত্রী বৈঠক ডাকুন। সেই বৈঠকে আবশ্যিকভাবে গৌতম দেব, প্রতুল চক্রবর্তী, রঞ্জন সরকারকে থাকতেই হবে। সেখানেই আমি সমস্ত কিছু বলব। যে কেউ একটা চিঠি দিয়ে শোকজ করল, আর আমাকে জবাব দিতে হবে কেন?' পাপিয়ার প্রতিক্রিয়া, 'শোকজ করা হয়েছে। কী উত্তর আসে দেখেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন এসব নিয়ে আর কোনও কথা বলতে চাই না।'

বেশ কিছুদিন ধরেই দিলীপ শহরের রাজনীতিতে বিতর্কের শিরোনামে রয়েছেন। এবারই তিনি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে রেকর্ড ভোটে

> আমার যদি কোনও অপরাধ থাকে তাহলে পুরোনো নেতা-নেত্রীদের নিয়ে জেলা সভানেত্রী বৈঠক ডাকুন। সেই বৈঠকে আবশ্যিকভাবে গৌতম দেব, প্রতুল চক্রবর্তী, রঞ্জন সরকারকে থাকতেই হবে। সেখানেই আমি সব কিছু বলব।
>
> –দিলীপ বর্মন
> *কাউন্সিলার, ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড*

জয়ী হয়ে কাউন্সিলার হয়েছেন। তাঁকে পুরনিগমের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি দপ্তরের মেয়র পারিষদও করা হয়েছে। তারপর থেকেই যেন বিতর্ক দিলীপের পিছু ছাড়ছে না। বিতর্কিত এক শিক্ষিকাকে স্কুলে কাজে যোগ দিতে না দেওয়ায় দিলীপ শ্রীগুরু বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পিঠের ছাল তুলে নেওয়ার দাওয়াই দিয়েছিলেন। সেই বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই নিয়ন্ত্রিত বাজারে আইএনটিটিইউসির দুই গোষ্ঠীর গণ্ডগোলের পিছনে তিনি সরাসরি পাপিয়াকে দায়ী করে বসেন।

দিলীপ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, জেলা সভানেত্রীর মদতেই কিছু সমাজবিরোধী, জমি মাফিয়া নিয়ন্ত্রিত বাজারে এসে বারবার ঝামেলা করছে। তিনি প্রার্থী হওয়ার পর নিয়ন্ত্রিত বাজারে একটি প্রকাশ্য সভায় ওই সমাজবিরোধী গোষ্ঠীই ভাঙচুর চালিয়েছিল। তার পরেও জেলা সভানেত্রী কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, উলটে বাগডোগরার বাড়িতে অভিযুক্তদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আইএনটিটিইউসির নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটির সভাপতি দিলীপ ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় সোচ্চার হয়েছিলেন। থানায় গিয়ে তিনি বিক্ষোভ দেখিয়ে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পরেই জেলা সভানেত্রী গত বুধবার দিলীপকে শোকজ করেন। একের পর এক দলবিরোধী কাজকর্ম করার পরেও কেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সেই ব্যাপারে জবাবদিহি চাওয়া হয়। রবিবার সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে।

এরই মধ্যে সমকামী এক যুবতীকে সালিশি সভায় মারধর করার অভিযোগও উঠেছে দিলীপের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ওই যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে প্রধাননগর থানা জামিন অযোগ্য ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে। তবে, তিনি যে জেলা সভানেত্রীকে কোনও জবাবদিহি করবেন না তা দিলীপ আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে বিষয়টি মিটমাট হওয়ার কোনও সূত্র এখনও মিলছে না। বরং পাপিয়াকে হেনস্তা করতেই দলের অপর গোষ্ঠী দিলীপকে কাজে লাগাচ্ছে বলেও দলের একাংশ নিশ্চিত।

এদিন দিলীপ বলেন, 'আমি দলের কোনও ক্ষতি করিনি। যা বলেছি, যা করেছি তা দলের জন্যই করেছি। আজ আমি কাউন্সিলার হয়েছি ঠিকই, কিন্তু দলের হয়ে অনেক আগে থেকেই এলাকায় কাজ করেছি। তা না হলে চম্পাসারি সহ সংলগ্ন এলাকায় সরকারি জমি বলে কিছু আর থাকত না। ওই এলাকায় প্রচুর সরকারি জমি দখলের ছক ভেস্তে দিয়েছিলাম।' এর মধ্যে পুরনিগমের জমিও রয়েছে বলে দিলীপ জানান।

বালির কারবার রুখতে ২৪ ঘণ্টা নাকা চেকিং

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : বালি মাফিয়াদের রুখতে এবার ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ২৪ ঘণ্টা নাকা চেকিংয়ের লিখিত নির্দেশ জারি করেছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। সংঘাত এড়াতে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলির রীতিমতো ডিউটি রোস্টার তৈরি করে দিয়েছেন জেলা শাসক অরবিন্দ মিনা। ২৪ ঘণ্টার এই অভিযান চোপড়া থানার পুলিশের নাকা পয়েন্টেই চলানো হবে বলে জেলা শাসকের লিখিত নির্দেশে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যে ডিউটি রোস্টার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে তাতে ইসলামপুর জেলা পুলিশকেও জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে কারা ডিউটিতে থাকবেন তা ঠিক করার দায়িত্ব ইসলামপুরের পুলিশ সুপারকে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে জেলা শাসককে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। তবে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক মহম্মদ আব্দুল শাহিদ জেলা শাসকের নির্দেশের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, টানা নাকা চেকিং সহ বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে।

চোপড়া ব্লককে কেন্দ্র করে বালি মাফিয়াদের দাপট সাংঘাতিক আকার নিয়েছিল বলে প্রশাসনিক সূত্রেই জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মহকুমা প্রশাসন অভিযান চালিয়ে ১০০টির বেশি অবৈধ বালিবোঝাই ডাম্পার আটক করে। এই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশ হতেই হইচই শুরু হয়ে যায়। ৭ সেপ্টেম্বর যখন অভিযানে নেমেছিল পুলিশ, তখন কর্তব্যরত ভূমি ও ভূমি সংস্কার

কী কী পদক্ষেপ

- ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ২৪ ঘণ্টা নাকা চেকিং
- সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলির ডিউটি রোস্টার
- চোপড়া থানার পুলিশের নাকা পয়েন্টেই অভিযান

দপ্তরের কর্মীদের আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। সরকারি কাজে যুক্ত কর্মীদের এভাবে পুলিশ আটক করার খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই বিভিন্ন মহলে আলোড়ন পড়ে যায়। ৮ সেপ্টেম্বর মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে নাকা চেকিং বন্ধ থাকবে বলে লিখিত নির্দেশ জারি করে বসে। যদিও মহকুমা শাসক তাঁদের তরফ থেকে অভিযান বন্ধের কোনও প্রশ্নই নেই বলে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়েছিলেন। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, এসব ঘটনায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সংঘাতের বিষয়টিই সামনে এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে জেলা শাসকের সমস্ত দপ্তরের কর্মী-আধিকারিকদের একসঙ্গে জুড়ে এবং সেই টিমে পুলিশকে রেখে নতুন নির্দেশ জারি হতেই জল্পনা তুঙ্গে। নতুন নির্দেশে টানা ছয়দিনের ডিউটি রোস্টার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এই ডিউটি রোস্টারই নতুন নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, নতুন নির্দেশে চোপড়া থানার অধীনে থাকা অয়েল ইন্ডিয়া মোড়ের পুলিশের নাকা পয়েন্টকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এনিয়েও গুঞ্জন তুঙ্গে। কারণ ধূমডাঙ্গি রোড ধরে বালির ডাম্পারগুলিকে প্রথম এই নাকা পয়েন্টই পার হতে হয়।

চোপড়ার অবৈধ বালি কারবারের রমরমার পেছনে রাজনৈতিক দাদা, পুলিশের একাংশের বড় হাত রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, সর্ষের মধ্যে ভূত থাকলে ২৪ ঘণ্টা নাকা চেকিংয়ের পরেও কি বালি মাফিয়াদের দাপট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে?

দুর্ঘটনাগ্রস্ত অ্যাম্বুল্যান্স। শনিবার রাতে শক্তিগড় সংলগ্ন বর্ধমান রোডে।

বাজ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৩ বাড়ি

বাগডোগরা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ চৌপুকুরিয়ার হঠাৎ কলোনিতে শুক্রবার রাতে বাজ পড়ে এলাকার তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয় বাসিন্দা হরিপদ বর্মন, উদয় বর্মন ও নারায়ণ বর্মনের পাশাপাশি বাড়ি। রাত ৮টা নাগাদ বাজ পড়ে তাঁদের শোবার ঘর, ঠাকুর ঘর, বাথরুম, ঘরের দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মেঝেতে গর্তও তৈরি হয়েছে। বিদ্যুতের মিটার সহ অন্যান্য সামগ্রীর ক্ষতি হয়েছে। হরিপদবাবু বলেন, 'রাতে মুষলধারে বৃষ্টির সময় বাজ পড়ে। আমরা সবাই তখন ঘরে ছিলাম। বাজপড়ে এমন গর্ত হয়েছে দেখে অবাক হচ্ছি। তবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।'

কম বাজেটে চমক মহিলাদের

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ির উত্তর কোটিয়াজোতের মহামায়া মহিলা সংঘের পুজোয় প্রতিবারই এক অন্য মাত্রা থাকে। পুজোর প্রায় সমস্ত দায়িত্বই এখানে মহিলাদের। এবার পুজোর অষ্টম বর্ষ। এখানকার পুরোহিত অজয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সাত বছর আগে মহালয়ার দিন আমাকে মা ভর করেছিলেন। তারপর থেকেই আমি পাড়ায় ছোট করে পুজো করতাম। ক্রমে মহিলারা পুজোয় সহযোগিতা শুরু করেন। গত বছর থেকে পুজোটা বড় করে করা হচ্ছে।'

বিগ বাজেটের পুজো না হলেও মহিলা পরিচালিত সর্বজনীন এই পুজো প্রতিবছর বিশেষ নজর কাড়ে দর্শনার্থীদের। সেই চাঁদা কালেকশন থেকেই পুজোর ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় মহিলাদের। পাশাপাশি মণ্ডপ, প্রতিমার বায়না, থিমসজ্জা সমস্ত কিছুই মহিলারা করে থাকেন। সম্প্রতি খুঁটিপুজোর পর মহিলারাই মাটিতে বাঁশ পোঁতেন। কার্যত খুঁটিপুজো থেকেই আনন্দে মেতে ওঠেন সকলে। এই পুজো ছেড়ে অন্য কোথাও যান না স্থানীয়রা। পুজোর পাঁচদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এসব নিয়েই মেতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মহামায়া মহিলা সংঘের সদস্যা সংখ্যা ১৭। সংঘের সভাপতি পূর্ণিমা পাল বলেন, 'গত বছর থেকে আমাদের সংঘ সরকারি অনুদান পাচ্ছে। এবার বাজেট এক লক্ষ টাকা। ষষ্ঠীর দিন থেকেই প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়ে যায়। এই পুজোর বিশেষত্ব হল পাঁচদিন সকল মহিলাই লাল শাড়ি পরে মায়ের আরাধনা করেন।'

সংঘের সদস্যা নমিতা মিত্র, সবিতা পাল, পুষ্প পাল সকলেই এখন চাঁদা তুলতে ব্যস্ত।

ধাক্কা খেয়ে রোগী সহ বাড়িতে অ্যাম্বুল্যান্স

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে বেসরকারি হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার পথে একটি অ্যাম্বুল্যান্সকে ধাক্কা মারল আরেকটি অ্যাম্বুল্যান্স। এই ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন মুমূর্ষু রোগী। শনিবার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় সংলগ্ন বর্ধমান রোড এলাকায়। খালি অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় রোগী নিয়ে যাওয়া অ্যাম্বুল্যান্স রাস্তা থেকে নীচে নেমে একটি বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি রোগীকে উদ্ধার করে ৫০ মিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। চালক সহ অ্যাম্বুল্যান্সকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে থানায়।

> হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই। ছুটে এসে দেখি, একটি অ্যাম্বুল্যান্স বাড়িটির ভেতরে ঢুকে আছে। সেখান থেকে রোগীকে আমরাই বের করি।
>
> – নন্দ দাস, *স্থানীয় বাসিন্দা*

শনিবার রাতে রোগীকে নিয়ে শক্তিগড় পাঁচ নম্বর রাস্তা সংলগ্ন বর্ধমান রোডের ধারে একটি নার্সিংহোমের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছিল একটি অ্যাম্বুল্যান্স। সেটি বর্ধমান রোডের এক লেন থেকে ইউ টার্ন নিয়ে অপর লেনে ঢোকে। সেই সময় জলপাই মোড়ের দিক থেকে একটি অ্যাম্বুল্যান্স ছুটে আসছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দ্রুতগতিতে আসা অ্যাম্বুল্যান্সটি প্রথম গাড়িটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার চোটে রোগী সমেত অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে নীচে নেমে একটি বাড়িতে ঢুকে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা নন্দ দাস বলেন, 'হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই। ছুটে এসে দেখি, একটি অ্যাম্বুল্যান্স বাড়িটির ভেতরে ঢুকে আছে। সেখান থেকে রোগীকে আমরাই বের করি।' অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে দুর্ঘটনার পর এদিন অ্যাম্বুল্যান্সটিকে তুলতে বাধা দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কীভাবে গাড়ি চালানো হচ্ছিল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা শুরু করে পুলিশ। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে হাজির হয়েছেন প্রায় ১৫ জন চালক। পরে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। আগামীকাল গাড়িটি তোলা হবে।

শিবাজি সংঘে 'মৌচাক'

নকশালবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ির বিভিন্ন পুজোর মধ্যে অন্যবারের মতো এবারও অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে শিবাজি সংঘের পুজো। 'মৌমাছির দেশ' সৃষ্টি করে এবার চমক দেবে তারা।

এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর পাশে গড়ে উঠছে বিশাল মণ্ডপ। মণ্ডপশিল্পী জীবন ঘোষ জানালেন, মণ্ডপটি উচ্চতায় হবে ৪২ ফুট, চওড়ায় ৮০ ফুট। পুজো কমিটির সভাপতি বিদ্যুৎ দাস বললেন, 'বড় মাপের এই মণ্ডপের ভেতরে থাকছে 'মৌচাক'। আলোর মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলে তুলে ধরা হবে মৌমাছির দেশ। প্রতিমা একচালার। আলোকসজ্জায় থাকছেন চন্দননগরের শিল্পীরা।'

এই পুজোর অন্যতম বিশেষত্ব হল খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ। বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দর্শকরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে এখানে বিশ্রাম নিতে পারেন। বেশ কয়েকবার শিবাজি সংঘের পুজো শারদ সম্মান পেয়েছে। এবারও পাবে বলে আশাবাদী পুজো কমিটির সদস্যরা। পুজোর উদ্বোধন পঞ্চমীতে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষের উদ্বোধন করার কথা। পঞ্চমীর দিন রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ছাড়াও পুজোর কয়েকদিন থাকছে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক নাটক, আদিবাসী মেয়েদের রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন সহ স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অসমের বিহু শিল্পীদের আনারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন পুজো কমিটির সভাপতি।

মানবসেবার জন্য স্বীকৃতি পল্লবকে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : কোভিডের সময় যখন বেশিরভাগ মানুষ গৃহবন্দি ছিলেন, সেই সময় ভয়কে দূরে রেখে অন্যদের সাহায্যে পথে নেমেছিলেন এক যুবক। কখনও কোভিড আক্রান্তদের বাড়িতে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন, আবার কখনও আক্রান্তদের নিয়ে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন। তাই এবার মানবসেবায় এনএসএস ন্যাশনাল (প্রেসিডেন্ট) অ্যাওয়ার্ড ২০২০-'২১ পেতে চলেছেন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র পল্লব বিশ্বাস। ২৪ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই পুরস্কার তুলে দেবেন। শনিবার ভারত সরকারের ক্রীড়া এবং যুবকল্যাণ মন্ত্রকের তরফে তাঁকে মেল করা হয়।

সূর্য সেন কলেজের প্রাক্তনী।

২০১৮ সালে সূর্য সেন কলেজে সমাজবিদ্যা অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন পল্লব। সেই থেকে কলেজের এনএসএস ইউনিট (২)-এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করে চলছেন। বর্তমানে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার তৃতীয় সিমেস্টারের ছাত্র তিনি। বালুরঘাটে বাড়ি হলেও সমাজসেবার জন্য শিলিগুড়িতেই কলেজের সামনে একটি বাড়িতে ভাড়া রয়েছেন তিনি। রক্তসংকট মেটাতে

পুরস্কৃত করবেন রাষ্ট্রপতি

রক্তদান করার পাশাপাশি সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতি বছর চারাগাছ রোপণ, চা বাগানের পিছিয়ে পড়া শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা- সবরকম কাজই করে চলেছেন তিনি। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছে তাঁকে। বাইশ বছরের এই যুবক বলছেন, 'সূর্য সেন কলেজের এনএসএস-এর সদস্য হয়েই আমার জনসেবায় হাতেখড়ি। আরও কাজ করে যেতে চাই।'

পল্লবের এই সাফল্যে গর্বিত তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ প্রণবকুমার মিশ্রা সহ অন্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। খুশি কলেজের এনএসএস ইউনিট (২)-এর প্রোজেক্ট অফিসার ববিতা প্রসাদও। তাঁর গলায় উচ্ছ্বাস, 'পল্লব এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। একজন মানুষ কতটা মানবিক হলে এভাবে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন, তা ওঁর কাজে আমি দেখেছি। এই পুরস্কারের জন্য আমরা গর্বিত।'

শুধু শিলিগুড়ি নয়, অসম ও কেরলে বিপদের সময় মানুষের পাশেও দাঁড়িয়েছেন পল্লব। ভবিষ্যতেও এভাবেই কাজ করে যেতে চান এই যুবক।

চলে এল পুজো। পুজোর সময় প্রতিদিন ঘণ্টা কয়েকের জন্য বেড়াতে যেতে চাইলে প্রচুর জায়গা আপনার বাড়ির কাছাকাছি। চেনাশোনার বাইরে ভাবলেই প্রচুর বেড়ানোর জায়গা। উত্তরবঙ্গে অন্য অচেনা জায়গার সন্ধান দিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

একবেলার ভ্রমণ

সংকলনে দীপ সাহা, প্রদীপ চক্রবর্তী, কল্লোল মজুমদার, বিদেশ বসু, অভিজিৎ ঘোষ, পঙ্কজ মহান্ত ও সুকুমার বাড়ই

পাহাড়

কীজম

যাঁরা পাহাড় ভালোবাসেন তাঁদের কাছে কীজম যেন স্বর্গ। আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। দার্জিলিং থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। দার্জিলিং থেকে শেয়ারে গাড়ি পাওয়া যায়। ভাড়া ২৫০ টাকা জনপ্রতি। এছাড়া নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যেতে পারেন। দিনে দিনে ঘুরে আসতে চাইলে খুব সক্কাল সক্কাল বেরোতে হবে।

পোখরিয়াবং

মিরিক থেকে আরেকটু ওপরে সুন্দর একটা পাহাড়ি গ্রাম। লোকে বলে, এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে বেরায়। শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় ৬৮ কিলোমিটার। ভাড়াগাড়িতে মিরিকে এসে সেখান থেকে পোখরিয়াবং যাওয়া যায়। সময় লাগে প্রায় ৩ ঘণ্টা।

তাবাকোশি

তাবাকোশি নামটার সঙ্গে ইদানীং অবশ্য অনেকেই পরিচিত। যাঁরা চা বাগান আর পাহাড় দুটো একসঙ্গে পছন্দ করেন তাঁরা ঘুরে আসতে পারেন তাবাকোশি। পাশেই রয়েছে রংভং নদী। সেখানেও কিছুটা সময় কেটে যাবে। এছাড়া কাছাকাছি ঘুরে নিতে পারেন মিরিক লেক, গোপালধারা চা বাগান, সীমানা ভিউ পয়েন্ট। সেক্ষেত্রে নিজস্ব গাড়ি নিয়ে যাওয়াই ভালো।

দাওয়াইপানি

তাকদা, তিনচুলের নাম অনেকেই শুনেছেন। তার ঠিক কাছেই রয়েছে দাওয়াইপানি। দিনে দিনে ঘুরে আসার প্ল্যান থাকলে চলে যেতে পারেন পাহাড়ি ওই গ্রামে। পুরো গ্রামটাই অবশ্য জঙ্গলে ঘেরা। শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। শেয়ার গাড়িতে তিস্তাবাজারে নেমে সেখান থেকে গাড়ি বদলে যেতে পারেন দাওয়াইপানি। তবে তা সময়সাপেক্ষ।

মালদা

ভাটরা বিল

মালদা শহর থেকে মাত্র ৬ কিলোমিটার দূরে পুরাতন মালদার ভাটরা বিল। পাওয়া যাবে দিঘার আনন্দ।

পঞ্চানন্দপুর

মালদা শহর থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর। নৌকা ভাড়া করে গঙ্গা ভ্রমণের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। মাঝিদের বললে দেখিয়ে দেবেন পাখিদের আনাগোনা।

জগজীবনপুর

মালদা শহর থেকে হবিবপুর ব্লকের জগজীবনপুর যেতে সময় লাগে বড়জোর এক ঘণ্টা। এখানে আছে এক বৌদ্ধবিহার। নানা ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যাবে এখানে। কিছুটা আগে রয়েছে কেন্দপুকুর। এই কেন্দপুকুর থেকে কিছুটা এগোলেই ভাঙ্গাদিঘি গ্রাম। দেবী দুর্গা পূজিতা হন প্রকৃতির রূপে। পুজো করেন আদিবাসীরা।

সাগরদিঘি

মালদা শহর থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরে সাগরদিঘি মৎস্য প্রজননকেন্দ্র। এখান থেকে বিকেলের সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা অনেক জায়গাকে হার মানাবে।

ডুয়ার্স

মানজিং

ওদলাবাড়ি থেকে মানাবাড়ি, তুড়িবাড়ি, পাথরঝোরার সবুজ গালিচা চা বাগানের মধ্যবর্তী পিচে মোড়া রাস্তা পৌঁছেছে মহকুমার শেষ সীমান্ত শিরুবাড়িতে। লোয়ার মানজিং হয়ে পৌঁছানো যায় আপার মানজিংয়ে। ওদলাবাড়ি চৌপথি থেকে পৌঁছাতে লাগবে ৪৫ মিনিট। অপরূপ ভিউ পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ডুয়ার্স, শিলিগুড়ি সবই দৃশ্যমান।

নেওড়া–শালবাড়ি মোড়

মাল এবং চালসার মধ্যবর্তী শালবাড়ি মোড়ে নেওড়া নদীর সৌন্দর্যের পাশে শিবহোম গোশালা এবং আরও মন্দির সম্ভ্রম তৈরি করে। এখান থেকে আইভিল চা বাগানের মধ্যবর্তী পথে স্বর্গের সুষমা। মালবাজার কিংবা চালসা থেকে এখানে রুটের গাড়িতেই ১০ মিনিটেই পৌঁছানো যায়।

মিশন হিল–সাকাম

মালবাজার থেকে গরুবাথানে ঢোকার মুখে পান্ডারা মোড়ের ডান দিক দিয়ে পথ মিশন হিল চা বাগানে পৌঁছেছে। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ নেওড়ার বনাঞ্চল পেরিয়ে যাওয়া যায় সাকামের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে। মাল থেকে লাগবে এক ঘণ্টার মতো।

পশ্চিম ডামডিম

পাশে সবুজ ডামডিম চা বাগান। চা বাগানে ঘোরার পাশাপাশি চেল নদীর পাশে বসে দূরের মনমোহিনী পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডামডিম মোড় থেকে কিছু দূরেই পশ্চিম ডামডিম পর্যটক আবাসন।

সামসিং ইয়ংটং–কুমাই

মেটেলির সামসিংয়ের বাগানের মসৃণ রাস্তা পৌঁছায় মূর্তি নদীর সেতুর পাশে। নদী পেরিয়ে কুমাই। কপিসের বনাঞ্চল। ফেরা যাবে চাপড়ামারি খুনিয়া মোড় হয়েও মেটেলি কিংবা খুনিয়া মোড় থেকে ৩০ মিনিটের পথ।

গারুচিরা

মাদারিহাট ব্লকের বীরপাড়া থেকে মাত্র ১২ কিমি দূরে এই জায়গার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ভুটান পাহাড়ের উপরে কীভাবে ডলোমাইট ভাঙা হচ্ছে সেটা এখান থেকে দেখা যায়। আরেক পাশে দলমোর জঙ্গল। মাঝেমধ্যে এখানে গজরাজেরও দর্শন মেলে।

ফাঁসখাওয়া

জয়ন্তী নদীর পাশেই এই জায়গা। আলিপুরদুয়ার জেলা সদর থেকে দূরত্ব ৪০ কিমি, জয়ন্তী থেকে ৭ কিমি। জয়ন্তীর বিকল্প হিসেবে এই জায়গার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নদীতে জল না থাকলে অনায়াসেই নদী পার করে পাহাড়ে ওঠা যাবে। পাশেই চুনিয়াঝোরার মতো আরও কিছু ভিউপয়েন্ট রয়েছে।

ধুমপাড়াঘাট

কুমারগ্রাম থেকে ১০ কিমি দূরেই রায়ডাক নদীর পাশেই এই জায়গা ভারত–ভুটান সীমান্তে। ভুটানঘাটের মতোই এই জায়গা থেকে খুব কাছ থেকে ভুটান পাহাড় দেখা যায়। একটি পিকনিক স্পটও রয়েছে এখানে। পাশেই বক্সা টাইগার রিজার্ভ।

পাশাখা

ভারত–ভুটান সীমান্তে এই জায়গা ভুটানের খুব কাছে। চওড়া রাস্তা ধরে সোজা চলে যাওয়া যায় ভুটানের ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে। গাড়িতে যেতে যেন পাহাড় ছুঁয়ে নেওয়া যায়।

মহুয়া

কালচিনি ব্লকের মহুয়া জায়গাটি অনেকের নজরের বাইরে। তোর্ষা নদীর অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে ভুটান পাহাড় দেখা যায় এই জায়গা থেকে। এখানে একটি পিকনিক স্পটও রয়েছে।

জলপাইগুড়ি

মন্দির মালা

জলপাইগুড়ি শহর থেকে বেরিয়ে বোদাগঞ্জের গৌরীকোণ মন্দিরে চলে আসুন। তিস্তার সৌন গ্রাম ঠাকুরের থানের পাশে গৌরীকোণ মন্দিরে বিশ্রাম নিয়ে পুজোও দিতে পারেন। বোদাগঞ্জের ত্রিস্রোতা ভ্রামরী মন্দিরের পাশে শালেশ্বরী বনদুর্গার মন্দির দেখা যায়। শিকারপুর চা বাগানের নবনির্মিত দেবী চৌধুরানি ভবানী পাঠক মন্দির ঘুরে যেতে পারেন। গজলডোবার ফকটিয়া মোড়ে ব্যারেজের রাস্তা ধরে চলে যান শিমলাডাঙ্গি হাট। এখানেও একটি দেবী চৌধুরানি মন্দির রয়েছে। নিরিবিলি পরিবেশ।

ধাপচণ্ডী

জলপাইগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি যেতেই ধাপগঞ্জের রাস্তায় পড়বে ধাপচণ্ডী মন্দির। উঁচু ঢিপির উপর এই চণ্ডী মন্দির। হলদিবাড়ি পৌঁছে প্রথমেই চলে আসুন ত্রিস্রোতা ভ্রামরী মন্দিরে।এখানে কষ্টিপাথরের গর্ভেশ্বরী দেবীকে দুর্গা বলে পুজো করা হয়। পাশেই রয়েছে আরেক দেবী গর্তেশ্বরী। মানিকগঞ্জ বাজারে ঐতিহাসিক বেরুবাড়ি আন্দোলনের শহিদ বেদি ও সংলগ্ন বিষ্ণু মন্দিরে ঘুরে যান।

দোমোহনি

জলপাইগুড়ি শহর থেকে আগে চলে আসুন তিস্তা পারের দোমোহনি। এখানকার বিশাল জলাশয়ে অনেক পাখি দেখা যায়। রেল শ্রমিক আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত দোমোহনি রেলস্টেশন। যা ইংরেজ শাসনকালে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলের সদর কার্যালয় ছিল। ফেরার পথে ময়নাগুড়ি বার্নিসের সতীমাতা বা জগদম্বার মন্দির পরিদর্শন করে ফেরার পথে সামনেই উল্লাডাবরির দেবী ভান্ডানি মন্দির ঘুরে নিন।

বালুরঘাট

সিংহবাহিনী মন্দির

বালুরঘাট থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে খাঁপুর গ্রামের ৭৫০ বছর পুরোনো সিংহবাহিনী মন্দির। বালুরঘাট থেকে হিলি যেতে মালঞ্চা হাইস্কুল পার করে নামতে হবে। সেখান থেকে বাঁদিকে এই গ্রাম। পাল–সেন আমলে পোড়া ইট দিয়ে টেরাকোটা মন্দিরটি নির্মিত। সিংহ পরিবার ১৯৫১ সাল থেকে পাশে নতুন মন্দির তৈরি করে দুর্গাপুজো করে আসছে। এই গ্রাম তেভাগা আন্দোলনের পীঠস্থান। আছে স্মারক।

বখতিয়ার খিলজির সমাধি

বালুরঘাট থেকে সামান্য দূরে মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির কবরস্থান এটি। যা মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুরাও সংরক্ষণ করে রেখেছেন। ঐতিহাসিক এই কবরক্ষেত্র দেখতে বালুরঘাট থেকে গঙ্গারামপুর পৌঁছে যেতে হবে নারায়ণপুর গ্রামে। গ্রামবাসী খাটে নয়, মাটিতে শুয়ে থাকেন এখানে। তার পেছনে রয়েছে অনেক জনশ্রুতি।

হিলি চেকপোস্ট

বালুরঘাট শহর থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর। চেকপোস্টের সামনে দাঁড়ালে বাংলাদেশের ট্রেনকে কয়েক মিটার দূরত্বেই ছুটে যেতে দেখা যায়। হিলিতে রয়েছে '৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি স্মারক।

মহিপালদিঘি

কুশমণ্ডি ব্লকে এই বিশাল দিঘির অবস্থান। যার আয়তন প্রায় ৬১.১৬ একর। দিঘিটি পাল বংশের দ্বিতীয় মহিপাল খনন করেছিলেন। উত্তর তীরে আছে নীলকুঠি। যা উইলিয়াম কেরির বন্ধু টমাসের ছিল।

কোচবিহার

ফাঁসির ঘাট

রাজবাড়ি, মদনমোহন মন্দির দেখার পাশে আরেক জায়গায় যাওয়া যেতে পারে। কোচবিহার শহরের খুব কাছেই তোর্ষা নদীর পাড়েই ফাঁসির ঘাট। যে জায়গায় প্রতিমা বিসর্জন হয়, সেই জায়গার এক আলাদাই সৌন্দর্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নদীর পাশে বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সূর্যাস্তের সময় তো এই ঘাটের সৌন্দর্য কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

শুকটাবাড়ি ঘাট

কোচবিহার সদর থেকে কিছু দূরেই এই ঘাট। তোর্ষার আর পাঁচটা ঘাটের থেকে এই ঘাটের পার্থক্য রয়েছে। কোচবিহার থেকে সাঁকো দিয়ে নদী পার হয়ে টাপুরহাট যেতে এই ঘাট দেখা যাবে। কয়েকদিন আগে এই জায়গার সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। সময় কাটানোর সুন্দর পরিবেশ মিলবে এখানে।

বর্গীলা

কোচবিহার সদর থেকে ৮ কিমি দূরে নীলকুঠির পাশেই এই জায়গা। এখানে দুটো বড় পুকুর রয়েছে। বসে সময় কাটানোর জায়গাও রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই পুকুরগুলো থেকে মাছ ধরার পাসও দেওয়া হয়।

গোসানিমারি শালবাগান

গোসানিমারি রাজপাট থেকে কিছুদূরেই রয়েছে এই শালবাগান। আড্ডা দেওয়ার জন্য এইরকম জায়গার বিকল্প নেই। এটি একটি পিকনিক স্পটও।

তেকুনিয়া

মাথাভাঙ্গা ব্লকের নিশিগঞ্জ থেকে ৭–৮ কিমি দূরে কিমি দূরেই মানসাই সেতু পার করে বড় চকিয়ারছড়ার কাছেই রয়েছে এই জায়গা। এখানে রয়েছে বিশাল খয়েরবাগান। শান্ত পরিবেশে সময় কাটানোর অনুকূল জায়গা এটা।

রায়গঞ্জ

বিন্দোল ভৈরবী মন্দির

রায়গঞ্জ থেকে উত্তর–পশ্চিমে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রায়গঞ্জের বিন্দোল নামের এই গ্রামটি। সীমান্তবর্তী বিন্দোলের একটি গ্রাম বাজে বিন্দোল। এখানেই সুপ্রাচীন ভৈরবী মন্দির। জেলার একমাত্র স্টেট প্রোটেক্টেড মনুমেন্ট।

বুরহানা ফকিরের মসজিদ

রায়গঞ্জ শহর থেকে উত্তর–পশ্চিমে ২৪ কিলোমিটার দূরে বুরহানা ফকিরের মসজিদ। এটি বালিয়া মসজিদ নামে পরিচিত। কথিত আছে প্রায় ৫০০ বছর আগে বুরহানা ফকির এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

বাহিন রাজবাড়ি

রায়গঞ্জ থেকে পশ্চিমে সুভাষগঞ্জ হয়ে ১৫ কিলোমিটার দূরে নাগর নদীর পাড়ে বাহিন রাজবাড়ি। বাহিন গ্রামে দেখতে পাবেন বাংলা ও বিহার সীমান্তে নাগর নদীর পার্শ্ববর্তী একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজবাড়ি। নৌকাভ্রমণ করতে পারবেন সেখানকার নাগর নদীতে।

ভুপালপুর রাজবাড়ি

রায়গঞ্জ থেকে মালদার দিকে ১২ কিমি দক্ষিণে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পূর্ব পাশে বড় রাজবাড়ি এখনও জেলার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। খয়েরি রঙের অট্টালিকায় থাকেন জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের সদস্যরা। ইটাহার পুলিশ মহকুমার অফিসের পাশেই। নবমীতে রচনাপুজোয় মেতে ওঠেন স্থানীয়রা। রচনাপুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের মিষ্টির হাঁড়ি মন্দিরের পিলারের উপরে থরে থরে সাজানো থাকে। গ্রামবাসীরা পিলার বেয়ে উঠে সেই মিষ্টির হাঁড়ি নিজের দখলে নেন। অনেকে উঠতে গিয়ে পড়ে যান। এখনও ভিড় হয় প্রচুর।

তারাসুন্দরী মন্দির

উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকে বামর নামক গ্রামে প্রাচীন তারাসুন্দরী কালী মন্দির। প্রতিষ্ঠাকাল ৪৫০ বছরেরও আগে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশন এই তারাসুন্দরী মন্দিরকে হেরিটেজ সাইট বলে নোটিফিকেশন জারি করে ২০১১ সালে। মন্দিরের গায়ে রয়েছে অসংখ্য সুদৃশ্য নকশা। আছে একটি উঁচু গম্বুজ। উপরে একটি ঘট। শিল্পকর্মে রয়েছে পারসিক ও ভারতীয় শিল্পরীতির মিশেল।

রংদার রোববার

বছরের এই সময়টা নীল আকাশে কেউ ভাসিয়ে দেয় সাদা মেঘের ভেলা। এমনিতেই নস্টালজিয়া প্রিয় বাঙালি আরও স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। শিউলির গন্ধে বারবার ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া স্বজন ও শৈশবের মুখ। এবারের প্রচ্ছদে পুজোর গন্ধমাখা সেই দিনগুলোর কথা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ সাত

স্মৃতি ও শিউলি

বাবা চাইতেন আমাদের পুজোয় ঝলমলে পোশাক

অভিজিৎ মজুমদার

আমাদের পুরোনো কাঠের বাড়িটাতে ঠাকুরঘরের লেশমাত্র দেখিনি কখনও। আমি যখন মাত্র তিন বছরের, আমার ঠাকুরদা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের সাবেক জেলা সভাপতি বীরেশ্বর মজুমদার গত হন। আমার বাবা চারু মজুমদারের বাবার কথা বলছি।

দিদির মুখে শুনেছি, ঠাকুরদা সাত্ত্বিক বামুন হওয়ায় ভোর চারটের সময় কাঠের খড়ম খটখটিয়ে মহানন্দায় যেতেন নদী তর্পণে। একেবারে ছেলেবেলায় দেখেছি, কাগজের প্রিন্টে রাম-সীতার এক বাঁধানো ছবি কুলুঙ্গির ঠিক ওপরের পেরেক থেকে ঝুলত কিছুটা তেরছাভাবে। আর প্রাচীনকালের এক ধূসর ক্যালেন্ডার থেকে কেটে নেওয়া নৃমুণ্ডশোভিত কালীর একচিলতে এক ফোটো থাকত ঠিক তার উলটোদিকে।

একবার ইলাস্ট্রেটেড উইকলির এক দিগগজ সাংবাদিক বাবাকে নিয়ে লিখতে গিয়ে, ঘাবড়ে গিয়ে লিখেই ফেললেন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের স্থপতি চারু মজুমদার আদতে এক আত্মস্থ কালীসাধক! বুঝুন ঠেলাখান এবারে!

ক্ষয়িষ্ণু জোতদার পরিবারে ঠাকুর-দেবতা বলতে ছিল ওইটুকু। এছাড়া পরিবারের চর্চা ও চর্যায় ধর্মের ছোঁয়া মোটেও ছিল না। তবু, আশ্বিনের শুরুতে প্রতিমা গড়ার পর্ব প্রায় শেষ হয়ে এলেই প্রকৃতির শরীরে কেমন একটা দোলা লাগত। মহালয়ার আগের দিন পর্যন্ত স্কুল থেকে ফেরার পথে কারিগর দেবেন পালের কারখানায় দেবীর দেহে রঙের আলিম্পন আর মূর্তির মুখে অর্জুন তেলের প্রলেপ দেওয়ার কাজ দেখতে বন্ধুদের সঙ্গে উঁকিঝুঁকি চলত।

আমার মা তাঁর সংবৎসর বিমা কোম্পানির এজেন্সি করে প্রাপ্ত বোনাসের সামান্য টাকা থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন বছরে অন্তত একবার তাঁর তিন সন্তানকে নতুন জামায় সাজিয়ে তুলতে। বাবা যেবার জেলের বাইরে থাকতেন, মাকে বলতেন, আমাদের জন্য যেন ঝলমলে পোশাক কেনা হয়। তবে বাবার হাত ধরে পুজোমণ্ডপে যাওয়ার কোনও স্মৃতি আমার নেই। শুনেছি, আমার জন্মের আগে বাবা শহরের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মিত্র সম্মিলনীর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন। বিশেষ করে বাৎসরিক নাট্যাভিনয়ে পরিচালক ও সারারাতব্যাপী হিন্দুস্তানি ধ্রুপদি সংগীতের আসরের একজন উৎসাহী উদ্যোক্তা ছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির একজন সর্বসময়ের কর্মী, নেতা হওয়ার সুবাদে ধর্মাচরণের একেবারে উলটোদিকের অবস্থানে থাকা চারু মজুমদার এই সংস্থার ঐতিহ্যবাহী আটচালার দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে কী অবস্থানে থাকতেন আমার ঠিক জানা নেই!

মহালয়া এলেই স্কুলের লম্বা ছুটি শুরু হত। বছরের একটা দিনেই মায়ের বিছানায় রাখা ছোট রেডিওতে আকাশবাণীর সিগনেচার টিউন বাজতেই ঘুমকাতুরে চোখে কোনওরকমে জলের ঝাপটা দিয়ে উঠে পড়তাম। পাড়ার সমবয়সি বন্ধুদের সঙ্গে বড়দের সম্মীলনে গড়ে ওঠা বিরাট দলবল কলকাকলিতে ভোরের আকাশ ভরে তুলে হেঁটে পৌঁছে যেতাম খানিক দূরের মহানন্দা নদীর ব্রিজের ওপর। নীচে তিরতিরে জলে সূর্যের প্রথম আলোতে দেখতাম কত মানুষ আঁজলা ভরে নদীর জল তুলে পূর্বপুরুষের তর্পণে ব্যস্ত। আকাশে আলোর চেকনাই আর বাতাসে শিরশিরে আমেজ আমিও প্রাণভরে উপভোগ করেছি কত। সেই সমস্ত স্মৃতি আজও বুকের মধ্যে কীভাবে যেন সযত্নে রয়ে গিয়েছে। পুজো এলেই মন কীভাবে যেন নিজের থেকেই সেই সমস্ত স্মৃতি উলটেপালটে দেখে।

এরপর আটের পাতায়

বাবার হাত ধরে পুজোমণ্ডপে যাওয়ার কোনও স্মৃতি আমার নেই। শুনেছি, আমার জন্মের আগে বাবা শহরের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মিত্র সম্মিলনীর সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন।

ভিতরের আর

কী কী রং

সাক্ষাৎকার
হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সামনে কৌশিকরঞ্জন খাঁ

গল্প
মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

কবিতা
মেঘ বসু, অরণি বসু
অমিতাভ মৈত্র
শুভদীপ আইচ
রামকিশোর ভট্টাচার্য
অনৈতা রক্ষিত

ফুড ব্লগ
শুভ সরকার

ট্রাভেল ব্লগ
বিবেক গুহ

স্মৃতি শুধু ডাকে, সবাই মনে রাখে। মা'কে গড়ার দৃশ্য দেখতে হাজির এক মা।

বাঁশরির হাতে ডানার গন্ধ

অনিমেষ বৈশ্য

এই বাঁশরি, যাবি?

– কোথায় যাব?

– ওই তো নদীর ধারে। কত লোক খেয়া পারাপার করছে। লাল, হলুদ, সবুজ গাঁটরি বেঁধে ওরা সব ওপারে যাচ্ছে।

– যাচ্ছে তো যাচ্ছে। আমি কী করব?

– তুইও যাবি বাঁশরি। সঙ্গে আমিও যাব। এই দেখ পকেটে লুচিপাতা এনেছি। তোর সঙ্গে রান্নাবাটি খেলব।

– তুই একটা পাগল। না পাগল নয়, তুই উল্লুক, তুই শ্যামাপোকা, তুই ঘাই হরিণ।

– ঘাই হরিণ? আহা। জীবনানন্দের পর পৃথিবীতে কেউ ঘাই হরিণ শব্দটাই বলেনি। তুই বললি। ঘাই হরিণ কেমন দেখতে রে?

– ওই তো তোর মতো।

– তুই সত্যিই যাবি না আমার সঙ্গে?

– যেতে পারি, যদি তুই আমাকে চখাচখি দেখাতে পারিস।

– হ্যাঁ দেখাব চ। নদীর ধারে দুশো মাইল হাঁটলে ঠিক চখাচখির দেখা মিলবে। ওই গানটা গাইবি? আজ কীসের তরে নদীর চরে চখা-চখির মেলা।

– না গাইব না।

– আচ্ছা বাঁশরি, আমি যা বলি তাতেই তুই না করিস কেন?

– আমার ইচ্ছে। চখাচখি কেমন দেখতে জানিস? খুঁজে পাবি কী করে?

– আমি জানি কেমন দেখতে। চখা আমার মতো। চখি তোর মতো। চখির ঠোঁট সবসময় নিশপিশ করে। ওর বুকটা খুব তুলতুলে।

– মারব এক ঘুসি। পাঁজি, হরিণ, উল্লুক।

– তুই ঘুসি পাকালে কী সুন্দর লাগে বাঁশরি। কত ঘুসি মারবি? এই নে মার। আমি পিঠ পাতলাম। টুপটাপ শিউলি পড়ার মতো ঘুসি, দাশু খুড়োর ঢাকের আওয়াজের মতো ঘুসি, তুই আমাকে মেরে ফেল। আমি এই কাশের বনে মারা যাব।

– আমি তোকে মারব না। অনন্তকাল বসিয়ে রাখব।

বাঁশরিকে বড় আনমনা দেখাচ্ছে। নদীর জলের ওপর সাদা মেঘ ঘুরছে। অজস্র পাখি অকারণে উড়ছে আকাশে। আমি বাঁশরির হাত ধরি। ওর হাতটা নাকের কাছে নিই। পাখির ডানার গন্ধ। হঠাৎ বলে উঠি, তুই খুব সুন্দর বাঁশরি।

– কে বলল আমি সুন্দর?

– আমি বলছি।

– বাজে কথা। তুই আমাকে ভালোবাসিস?

– খুব বাসি। ওই যে নৌকার হাল যেমন জল ছুঁয়ে আছে, আমি তেমনি তোকে ছুঁয়ে আছি।

– বাজে কথা। তুই মেখলাকে চিঠি লিখেছিস। বৃষ্টিকে চিঠি লিখেছিস। অস্বীকার করতে পারবি?

বাঁশরির ঠোঁট ফুলে উঠেছে। ওর গায়ে গামছা রংয়ের শাড়ি। বুকটা গাঢ় শঙ্খের মতো। উঠছে, নামছে।

– আমি কাউকে চিঠি লিখিনি। মেখলা আমার কাছে চিঠি লেখা শিখতে এসেছিল। সে ওর প্রেমিককে উড়ন্ত চুমু দিতে চেয়েছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, তুমি এভাবে লেখো, পৃথিবীতে পাখি ছাড়া আর একটি জিনিসই উড়তে পারে-চুমু। আমার চুমু। মেখলা আমার কথা শোনেনি। ওর চুমু বোকা বোকা।

– চুমু আবার বোকা বোকা? মিথ্যে কথা বলিস না। আর বৃষ্টিকে? বৃষ্টিকে চিঠি লিখিসনি?

– লিখেছি তো। যেভাবে পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে লোকে গোরু হারানোর চিঠি লেখে, ঠিক সেভাবে।

বাঁশরি হাসছে। কাশবনের ফাঁকে ওর গুঁড়ো হাসির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। ইচ্ছে করছে ওর শরীর ছুঁয়ে দিই। কাশবনে গোপন ঢেউ তুলি। কিন্তু সেসব কিছুই আমি করছি না। শুধু চেয়ে আছি ওর দিকে।

– বাঁশরি, তোর সেই দিনটার কথা মনে পড়ে?

যেদিন অঞ্জলির ফুল আমি তোর পিঠে ছুড়ে দিয়েছিলাম। তুই আড়চোখে আমাকে দেখছিলি। তোর হলুদ পিঠে লেগে ছিল লাল দোপাটির পাপড়ি। শরৎ এলে কত কথা মনে পড়ে। কত পুরোনো ঢেউ।

– কেন পড়ে বল তো?

– শরতের বাতাসে যাই যাই ভাব আছে। যারা সুন্দর, তারা তাড়াতাড়ি চলে যায়। অনেক কথা ফেলে রেখে যায়। সেগুলো শরতে ভুস করে ভেসে ওঠে। তুইও তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাবি বাঁশরি? আমাকে ছেড়ে।

এরপর আটের পাতায়

শরতের বাতাসে যাই যাই ভাব আছে। যারা সুন্দর, তারা তাড়াতাড়ি চলে যায়। অনেক কথা ফেলে রেখে যায়। সেগুলো শরতে ভুস করে ভেসে ওঠে। তুইও তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাবি বাঁশরি?

দুর্গার গায়ে মায়ের শাড়ি দেখে কান্না

রূপা সেনগুপ্ত

মায়ের একটা বিয়ের সময় পাওয়া চামড়ার বড় বাক্স ছিল। মা বলতেন চামড়ার সুটকেস। সেই বাক্সে ছিল ভারী সুন্দর একটা গোলাপি রঙের শাড়ি। সে কবেকার কথা! সেই ১৯৬৫ সালের এক শ্রাবণে মায়ের বিয়ে হয়েছিল। তার দু'বছর বাদে জন্মানো, এখন মধ্যবয়সি আমার পুজো এলেই এসব কথা মনে বুদবুদের মতো ভেসে ওঠে। তেমন বাক্স আমি বিশেষ কোথাও দেখিনি। আর অমন গোলাপি রঙের শাড়ি সেই সময় মাকে ছাড়া আর কাউকে পরতেও দেখিনি।

মা বলতেন, ওটা 'ঢাকার বাসার' জেঠিমা বিয়েতে দিয়েছিলেন। আসলে তখন সেই সাতের দশকে আমার মামাবাড়ির পাড়ায় সবাই ছিলেন পূর্ববঙ্গের থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষ। বেশিরভাগই ফরিদপুরের, ওরই মাঝে বোধহয় একটামাত্র পরিবার ছিল ঢাকা থেকে আগত। ওটা নিতুমাসিদের বাড়ি। ওই বাড়িটাই লোকমুখে 'ঢাকার বাসা' হয়ে যায়।

ভাদ্রের রোদ উঠলে সব জামাকাপড়ের সঙ্গে ওই গোলাপি শাড়িটাও মা রোদে দিতেন। তখন আমার বালিকা বেলা। আমার খুব প্রিয় ওই শাড়িটা আমি জড়িয়ে জাপটিয়ে পরে নিতাম। তারপর ঠাকুমার কাছে ছুটে গিয়ে বলতাম,

— ঠাকুমা, আমায় কেমন লাগতাসে গো?

— এক্কেবারে ক্যাশার মা বুড়ির লাহান লাগতাসে। সঙ্গে ছিল প্রশ্রয়ের হাসি। 'ক্যাশা' আমার বাবার কেশব নামের সংক্ষিপ্ত রূপ।

দাদু একগাল হেসে বলতেন, কোথায়? এতো দ্যাখতাসি দুগ্গা মা!

শরতের সাদা তুলোর মতো মেঘ, ঝলমলে রোদ আর সঙ্গে শিউলি ফুল, আবার কখনো-কখনো আকাশে শরতের মেঘ আর জলদ মেঘের লুকোচুরি খেলা। শূরের পুকুরে আর তুলসী ঘোষের পুকুরে পদ্ম আর শাপলা ফুলের মাথা দুলিয়ে ভেসে যাওয়া। বর্ষার জল পেয়ে সবুজ গাছের সঙ্গে আগাছার বাড়বাড়ন্ত। ভাদ্রের রোদে মায়ের চামড়ার সুটকেস খুলে অন্যান্য শাড়ি, জামার সঙ্গে তাঁর বিয়ের বেনারসিটা রোদে দেওয়া, মণ্ডপে পালকাকার প্রতিমা তৈরির তোড়জোড়। কাকার গায়ে কেমন যেন মাটি মাটি গন্ধ! কলোনির মাঠে প্যান্ডেলের বাঁশ যেই না পড়ে অমনি ঠাকুমা বলে ওঠেন, উমা-মায় বাপের ঘরে পোলাপাইন লইয়া আইতাসে!

দেশভাগের বেশ কয়েক বছর পরে আমাদের পরিবারটি এসে শ্রীরামপুরের দুই কলোনির মাঝে বাসা বাঁধেন। আমি ছোটবেলায় কখনও আমাদের কলোনিপাড়ায় কাশফুল দেখিনি। কিন্তু প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই শিউলি বা স্থলপদ্ম ফুলের গাছ দেখেছি।

আমাদের বাড়ির ঠিক দু'পাশে দুই কলোনি। তাই দুটো পুজো প্যান্ডেলে সমান তালে হুটোপুটি করেছি। তখন চারদিনই পুজো হত। তবে ঢাকি দুজন পঞ্চমীতেই এসে যেতেন। ক্লাবঘরে থাকতেন ওই ক'টা দিন। নাওয়াখাওয়া ভুলে চারদিন ওই পুজোমণ্ডপে পড়ে থাকতাম। ছোট ভাই দুজন ক্যাপ বন্দুক নিয়ে বাকি পাঁচটা বাচ্চার সঙ্গে ফটাস ফটাস করে বীর সেজে ঘুরে বেড়াত। আমার বন্ধুরা দিব্বি যাত্রাপালার জন্য বানানো বাঁশের তৈরি অর্ধসমাপ্ত প্যান্ডেলের বাঁশে উঠে ব্যালেন্সের খেল দেখাত। একটু রোগাপাতলা, দুবলা আমি কেবল সবার খেলা দেখে চোখেমুখে খুশি মাখিয়ে ভেসে যেতাম আনন্দে।

আমরা পুজোর ক'টা দিন নিরামিষ খেতাম। দশমীতে মাকে যাত্রা করিয়ে তবে নাকি আমিষ খেতে হয়, এমনটাই বলতেন আমার ঠাকুমা।

এরপর আটের পাতায়

পাতার সব ছবি তুলেছেন মাজিদুর সরদার

ছোটগল্প

শব্দ আর প্রতিচ্ছায়া

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

আঁকা : অভি

ছেলেটা ঝুলে আছে কার্নিশের কাছাকাছি। বাঁশের মই আঁকড়ে আছে কোনওমতে। অন্ধকার গাঢ়। গাছপালা ঘেরা বাড়ির দক্ষিণে দত্তদের বাগান। পুব-পশ্চিমের দুটো ছাদ আর দূরের বাড়িগুলো রাত নামতেই চুপ। ঘুমন্ত রাজপুরীর গল্পটা যেন এখনকার বাড়িটাকে দেখেই লেখা।

ভাদ্র মাস কে বলবে! সারাদিন বৃষ্টি, এখন মেঘলা থমথমে। রেলিংয়ের সাজানো টবের গাছেরাও নিস্পন্দ। কালো ধূসরে ঢাকা। প্রতিদিন কী করে যে দৌড়ে মেল ট্রেনের মতো কেটে গেল নিজেই বোঝে না, বিপাশা কেন বাড়ির সব প্রাণীরই এক কথা। রাতের পর সকাল, দুপুর... সেই আবার সন্ধে, রাতের দিকে সময় করে ছাদে আসা। সময় কিছুটা সামলে নিলেও এখনও সব সাবধান সাবধান। বন্ধের বাজার একটু একটু করে স্বাভাবিক। কচি থেকে বুড়ো কেমন অবসাদে... 'ডিপ্রেশন' কথাটা মুখস্থ হয়ে গেল। এরই মধ্যে ভালো গান গেয়ে ফেলা বা স্বর্গীয় শব্দ-অক্ষরে কিছু লিখে নিলে মন ভালো থাকে বিপাশার। রাতের এ বাঘবন্দি খেলায় ছাদে এসে লাফঝাঁপ ক'দিন বেশ ভালোই চলছিল, কিন্তু ওই চিলাপাতা ফরেস্ট থেকে বাঘ বেরিয়ে বাচ্চা সহ একেবারে লোকালয়ে ঢুকে পড়ার খবরে এত দূরেও শরীর ঘামাতে গিয়ে পাশের বাড়ির আম বন কাঁঠাল বনের সরসর আওয়াজেও কেমন শিউরে ওঠে আজকাল। ওদের বাড়ির দিকে পিছন ফিরে ব্যায়াম শুরু করলেই বাতাস আর পাতার শব্দ বা অকারণ ধুপধাপ আওয়াজে কেঁপে উঠছে ক'দিন থেকে। ঠিকঠাক মন নেই শরীরচর্চায়।

তার ওপর ক'দিন থেকে বাঘটাঘ দূর, মানুষের ভয় উঁকি দিচ্ছে। বহুতল বাড়িগুলোর কার্নিশ কেন এত কাছাকাছি, কে দেয় এসব গড়ে নেওয়ার পারমিশন... এসব ভাবছে। কেবলই মনে হচ্ছে কার্নিশ বেয়ে ওপরে উঠে আসছে কেউ। এখুনি অস্ত্র ঠেকিয়ে ছাদের দরজা দিয়ে বিপাশাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে নীচে। উদ্দেশ্য কী হতে পারে তার পঞ্চরকম কল্পনায় পাগল মাথা। রুমলি বছর বাইশের মেয়েটা নীচে, ছেলেটা ষোলো আর ওদের বাবা ঈশানেরও ছাপ্পান্ন হয়ে গিয়েছে। সুগার, প্রেশারও ছাড় দেয়নি।... উঃ আর ভাবতে পারে না সে। দ্রুত সুগতর দেখানো ব্যায়াম ক'টা সেরে নেয়। কালও ঠিক এভাবে আতঙ্কে ঝট করে সিঁড়ির দরজায় ছিটকিনি তুলে নেমে এসেছে হুড়মুড়। শরীরে কুলকুল ঘাম। ঈশান কটাক্ষে দেখে নিয়েছে বিপাশাকে। এবার সেও জোরকদমে ছাদের দিকে। একই উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যোদ্ধার। ওইসব প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি দূরে রেখেই ঘরে এসে হাঁফ ছাড়ে।

এসব ওই খবর কাগজ, টিভির সংবাদ, ফেসবুকের নৃশংস সব ছবির ফল। সুগত সবসময় বলে কি দরকার ওসব ছাইপাশের? ঘরে আছো বইপত্র পড়ো, গান শোনো বা স্রেফ ঘুমোও। তা না, শুধু মিডিয়া... মৃত্যুমিছিল, খুন, অত্যাচার... ভয় তো বাসা করবেই।

কিন্তু আজ! আজকের কথা কী করে দুদ্দাড়িয়ে নীচে গিয়ে বলবে! ওরা ঠিক শুনে বলবে... ওসব কিস্যু না। রাতের মরীচিকা দেখেছ, ভয়ই পাবে যদি, কে বলেছে ছাদে উঠতে? আর এটা ওসব করার সময়!!

এই যে জ্ঞান দেওয়া বাতিক এ বাড়ির সক্কলের। সব ছেড়েছুড়ে মাঝে মাঝে হরিদ্বারে চলে যাবে ভাবে। কনখলে বাবার আশ্রমে। যাবেই বিপাশা। পরিস্থিতি যতই স্বাভাবিক হোক এই অশান্তি, অস্থিরতা ভালো লাগছে না।

নীচে নেমেই বাথরুম। একটু শান্ত মাথায় সুস্থির হয়ে একতলায় বাইরে বেরিয়ে দেখবে যেটা আজ ঘটিয়ে এল বা যা দেখল সেটা সত্যি কি না! ভাবলেই পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যায় হাত পা... এত চোখের ভুল হবে কী করে! মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলবে ডায়লিমা। বলুকগে। যা সব ঘটছে! কতটুকু ছেলে বিপাশার, স্কুল থেকে ফিরেই বলছে, জানো মা, আজ অনীশকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল...

– কেন , সে কি? – হ্যাঁ। ও আমাদের ব্যাচের সুভাষিণী গার্লসের মেয়ে অন্তরীপার বাড়িতে সন্ধেরাতে ঢুকেছিল।

– তো কি? – শুধু শুধু তো ঢোকেনি, কোভিডকালের পর উদ্দেশ্য নিয়েই ঢুকেছে। উদ্বিগ্ন চোখে তাকাতেই সুগত বলে, ওর সঙ্গে ছিল ধারালো অস্ত্র, কেউ খেয়াল করেনি। কারণ, ও তো ওদের বাড়ি যেত। অঙ্ক-টঙ্ক করত... হ্যাঁ, সেদিনও অনীশের মার সঙ্গে দেখা হল, ছেলেটা তো পড়াশোনা করছে ভালোই... আমার কেমন লাগছে যে শুনে!

– ওর সঙ্গে এই লকডাউনের সময় ওর ছবি আঁকা নিয়ে কত কথা বলেছি। ও তো পবন স্যারের খুব কাছের। এত ভালো ছবি আঁকে!.. ফেসবুকে সেদিনও অন্তরীপা একখানা পেন্সিল স্কেচ করেছে অদ্ভুত সুন্দর।

বিপাশার বুক ধুকপুক সেদিন থেকেই। ঈশান একটু ব্যঙ্গের সুরে বলেছিল, একটু বেশি রকম প্যানিক করছ না? তোমার ছেলে তো কিছু ঘটায়নি!

আবার কেঁপে উঠে অদ্ভুত তাজ্জব বনে যায় বিপাশা। সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে প্রতিদিন স্কুলগেট থেকে হাত নেড়ে সব ঢুকে যেত স্কুল বাড়িটায়। কখনও আলাদা করেনি তো ওদের। তাহলে সুগত আর অনীশ কি আলাদা হল! সুগত বলছিল, অনীশের বাবা পুলিশেরই কোনও ভালো পোস্টে আছে। আটকে থাকবে না বেশিদিন নিশ্চয়ই।... এক সপ্তাহ কেটে গিয়েছে। স্কুল-কলেজ সব স্বাভাবিক। বন্ধুত্বের রকম পালটে গিয়েছে। বেশিরভাগ কথাই ওদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে। পড়াশোনাও তাই। ক্লাসঘরের অভ্যেস চলে যেতে এখন ঘুম পায় কেবলই ওদের। এখন আর মায়েরা ওদের পিছনে চরকি কাটে না। কারণ পনেরো-ষোলো হয়ে যাওয়া মানেই সাইকেল, হালকা গোঁফের রেখা আর মায়েদের থেকে একটু বেরিয়ে বন্ধু খোঁজা, নিজস্ব জগতের খোঁজ।

বেশ কয়েকদিন ধরে হইহই শহরে। হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বান্ধবীর বাড়িতে প্রবেশ বন্ধুবেশী কিশোরের। অনীশদের বন্ধুরা হ্যান্ডসেট পাচ্ছে না। মা-বাবা এসব খবর দেখার অনুমতি দিচ্ছেন না। ...

বিপাশার মাথা থেকে এ বিষয়টা যাচ্ছে না একদম। অন্তরীপার নাম এই প্রথম শুনল। ছেলের প্রোফাইলে মুখখানা দেখে খুব চেনা মনে হল।

সুগত প্রথম থেকেই মা'র সঙ্গে শেয়ার করে স্কুল বা স্কুল সংক্রান্ত খবর ভালো-মন্দ। অনীশের কথা বলেছিল খুব ভালো ছবি আঁকে ছেলেটা। লকডাউনে ওর প্রতিভা ছড়িয়েছিল বেশ। ও কেন এ কাজ করল আলোচনা উঠলেই অনীশের ছোটবেলার করুণ মুখখানা মনে পড়ছে বিপাশার। স্কুলড্রেসে দৌড়ে প্রেয়ার লাইন আবার ছুটতে ছুটতে ছুটি হলে বেরিয়ে আসা একঝাঁক জুঁই ফুল যেন। কার ছেলে কে, সে কি মনে থাকে তখন! শুধু খুঁজে নিতে হয়, হাত বাড়িয়ে ধরতে হয়। প্রথম দিকে বাবা- মাকে খুঁজে না পেয়ে ভেউ ভেউ কান্না... এভাবেই তো কবে বড় হয়ে গেল ওরা।

এই মুখচোরা ছেলেটা অন্তরীপাকে ভালোবেসেছিল এমনই জানিয়েছে সুগত, লাজুক মুখে। তাহলে! এখনও ভালোবাসাবাসি হয়, প্রেমে পড়ে। সব তো অনুভূতিহীন বিষণ্ণ সময়ের। ঋতুগুলো তো আর মুখ বুজে থাকে না। পরপর হেঁটে যায়। এই যে বাড়ি বসে দুটো বছর প্রকৃতি কি কম বন্ধু হয়েছিল? প্রতিদিন সকাল, দুপুর,সন্ধে, রাত গাছেদের সঙ্গে বেশ কেটেছে। বাড়ির সদস্যরাও তাদের মতো করে আকাশ দেখেছে। ফুলের সমারোহে পাখি চিনেছে। খয়েরি, কালচে সাদা রংয়ের ডিম চিনেছে পাখির বাসায়। তা ভালোবাসাবাসি হয়েছে, তাতে কি!!

আসলে উদাসীন পৃথিবীর অন্যপিঠেও তো আর এক ধরনের মানুষ থাকে। প্রেম-ভালোবাসাতেও হিসেব কষে। অন্তরীপার সরল মুখখানা না ভালোবেসে থাকতে পারে ক'জন। ওদের দুজনেরই এক গ্রুপ, পড়ার ব্যাচ এক। অন্তরীপা ভালোবেসেছিল অনীশের আঁকা ছবি। প্রতি ছবিতে আলাদা কমেন্ট। সুগতর অন্য অনেক বন্ধু অন্তরীপার আপাত সরল মুখের পিছনে কিছু খোঁজে। গল্প তৈরি হয়।

আজই দুটো নাগাদ সাইকেল কোনওরকমে সিঁড়ি ঘরে রেখেই... জানো মা, অনীশ থানা থেকে পালিয়েছে।

– কী বলিস?

– সকলে বলছে অনীশ সাতদিনের মধ্যে ছাড়া পেয়েই যেত... আসলে ধারালো ছুরিতে অন্তরীপার বাবাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল ও। অন্তরীপা

জানিয়েছিল ওসব প্রেমট্রেম ওদের গুষ্টিতে নেই। কেউ মেনে নেবে না। মা'র কথা আলাদা, বাবা একেবারে ফোন টোন কেড়ে নিয়েছেন, প্রাইভেটের ব্যাচও বদলে দিয়েছেন। অনীশের সঙ্গে দীর্ঘদিন অন্তরীপার কথা, মেসেজ বন্ধ, দেখা হওয়া তো দূর।... তারপরই এই কাণ্ড। অনীশ তো বাড়িতেও কথা বলত না। ঘর বন্ধ করে থাকত।

কলিংবেল বাজিয়েছিল ছেলেটা। চেনা মুখ, অন্তরীপার মা খুলে দিয়েছিলেন গ্রিল দরজা। ও ব্যাগপত্র নিয়েই ঢুকেছিল, যেমন আগে এসেছে বেশ ক'বার।... হঠাৎ অন্তরীপার বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ ভাবেনি, তারপর তো চিৎকার-চ্যাঁচামেচি পাড়ার মানুষদের হস্তক্ষেপ, থানা পুলিশ।... সুগতর গলায় শঙ্কা কাটেনি তখনও।.. কাকুর হাতের ওপরে অনেকটা ক্ষত। রক্ত ঝরছে, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়িতে কেটেছে অন্তরীপাদের ক'দিন।

– এ বাবা! থানায় দেখা করেনি বাবা-মা? ও পালাল কখন?

– এই তো ক্লাসের শেষে স্কুল থেকে বেরিয়ে খবর পেলাম।...সকলে বলছে সাতদিন থাকতেই হত। অন্তরীপাদের বাড়ি থেকে কেস করতে চায়নি। বয়স কম, ভবিষ্যতের কথা ভেবে।... প্রথমে রিঅ্যাক্ট করেছিল, থানায় নিয়ে গিয়েছিল পাড়ার লোকজনই। ঈশান ওপাশ থেকে মন্তব্য করে, ভালো বলতে হবে ভদ্রলোককে, আহত হয়েও কোনও স্টেপ বা ডিসিশন নেননি।

বিপাশা মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়।... কোথায় যেতে পারে ছেলেটা। সারাদিন ভেবেছে।... ধরা পড়লে এবার কঠিন শাস্তি! কেমন আঁকুপাঁকু মন।

তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে শরবত করে দেয়।... একটু পর নতুন পুজো অ্যাপে শাড়ির রকমারি লিস্ট মেলে ধরে রুমলি। বিপাশার ওসব দেখতে ভালো না লাগলেও রুমলির জন্য লাল লিনেনের শাড়ি একখানা পছন্দ করে দেয়। বিকেলের চায়ের পাট সারে, সব গুছোনো সময়। গ্রিল গেটে তালা দিতে দিতে ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোরা নিশ্চয়ই বেরোবি না, আমি ছাদে যাচ্ছি। সুগত তুই যা শিখিয়েছিলি করছি। আজ ওয়েট দেখবি কমেছে কি না।

চা ম্যাগি শেষ করে মাকে জরিপ করে নেয় সুগত। ... এত তালাটালা, ব্যাপার কী মা? এ বাড়িতেও হানাদার আসছে না কি?

– যাঃ ইয়ার্কি করিস না রে। মন ভার হয়ে আছে ওইদিন থেকেই।

– না না কিচ্ছু হবে না। ওর বাবা কোতোয়ালিতে আছে না... ঈশান বলে। বিপাশা কেমন বিরক্ত বোধ করে। উত্তর দেয় না। শরতের হিমেল বাতাস এখনও শরীরে তেমন লাগে না। গলার কাছে তবু একখানা ওড়না দিয়ে নেয়। ঘরের দিকে তাকিয়ে রুমলিকে বলে, আসতে পারিস ছাদে, আমি যাচ্ছি। রাত হল।

আধো-আলো অন্ধকারে ছাদের লাইটটা জ্বালাতে ইচ্ছে করে না বিপাশার। খোলা ছাদে গাছেদের ভিড়ে প্রাণ ভরে শ্বাস নেয়। এবারে শিউলি গাছটাতে ফুল হবে মনে হচ্ছে। ওই ফুলেই দু'দিন অঞ্জলি দেবে সে মনে মনে ভেবেছে। প্রাণায়াম, স্নান সেরে ঠাকুর মণ্ডপে যাবে। বাড়ির কারও ঘুম ভাঙবে না তখনও। ... এই হালকা চালে হেঁটে বেড়ানো বিপাশার প্রতিদিনের কাজ।

আজ মাথার মধ্যে কেমন ঝাঁঝাঁ করছে। পাশের বাড়ির বুরণদের ছাদে কীসের শব্দ! বুক কাঁপে। চট করে রেলিং-এর ধারে ঝুঁকে পড়ে। এখনও রংমিস্ত্রিদের বাঁশের বড় মই ঐ ছাদ পর্যন্ত লাগানো। কেমন আশঙ্কায় অস্বাভাবিক চুপ করে যায় ও, ঝুঁকে কি দেখল ও... কে যেন উঠে আসছে, ওদেরই বাড়ির ছাদের দিকে সরাসরি। খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না। এবার কী করবে! না, এখন আর কাউকে ডাকবে না। ছাদের কোণে রাখা লম্বা বাঁশটা টানতে গিয়ে হাতে টান ধরে। পারে না। ছোট থেকে মাঝারি লোহার সরু রড দুটোই মনে হয় বড় অস্ত্র।... বাঁচবে তো বাড়িটা, বাড়ির সবাই? কাউকে ছাদে উঠে আসতে দেবে না কিছুতেই। একদিকের কোণ থেকে নীচে তাকায় বিপাশা,... হুম আধো ছায়া ছায়া অন্ধকারে, গোটানো প্যান্ট আর সাদাটে গেঞ্জিটা উঠে আসছে... না, আর ভাববে না। ছুড়ে দেয় রড দুটো... ঢং ঢং টং... এ কার্নিশ ও কার্নিশ... সামান্য আর্তনাদ কি! শব্দটা কোঁকানোর...

উঠে আসা মূর্তিটাকে ঘায়েল করেছে নিশ্চয়ই। এবার দৌড়ে ছাদের দরজা বন্ধ করেই ছুটে নামতে থাকে বিপাশা। দোতলার বাথরুম থেকে এবার মাথা ঠান্ডা করে নামবে। হইহই শুরু হয়েছে কি! নীচে...

কানের ভিতর হাজার ঝিঁঝির ডাক। চোখে অন্ধকার।

কে হতে পারে, কেন আসবে... অন্তরীপার বাড়ির মতোই সামনের গেটে না গিয়ে পিছন দিক থেকে কেউ... হাঁফাতে থাকে বিপাশা। কিছু ভাবতে পারে না, মাথায় যন্ত্রণা, ঝিনঝিন শব্দ... 'ছেলেটা নয় তো... ' নিঃশ্বাস বন্ধ, টেবিলের গোপন কোণ থেকে তুলে নেয় চাবিটা।

ঘড়িতে এগারোটা পেরিয়ে গিয়েছে। সশব্দে খোলে গ্রিলের দরজা। ল্যাপটপের সামনে থেকে ততক্ষণে উঠে এসেছে সুগত। মার অস্থির পায়ের শব্দ ওর চেনা। পড়ে যাবে তো! রুমলি একটু ভ্রূ কুঁচকে পিছনে।

আধো-অন্ধকারে আঁতিপাঁতি কি খুঁজছে মা ওই আধফোটা কুঁড়ির শিউলি গাছের শিকড় লাগোয়া বিরাট মইটার কাছে...

.....হ্যাঁ, এ তো চাঁদের আলো পড়েছে, লোহার রড দুটো দূরে পড়ে আছে। কালচে ছায়া রক্তছাপের ওপর।... চলে গিয়েছে, কে... ছেলেটা, কী শুনবে রাত পোহালে! দু'চোখে জলের বাষ্প। স্তব্ধ শিউলির ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে বিপাশা। ভেজে। পিছনে নিঃশ্বাস। দূরের শব্দগুচ্ছ... 'চলো মা, হিম পড়ছে...।'

> এই মুখচোরা ছেলেটা অন্তরীপাকে ভালোবেসেছিল এমনই জানিয়েছে সুগত, লাজুক মুখে। তাহলে! এখনও ভালোবাসাবাসি হয়, প্রেমে পড়ে। সব তো অনুভূতিহীন বিষণ্ণ সময়ের। ঋতুগুলো তো আর মুখ বুজে থাকে না। পরপর হেঁটে যায়। এই যে বাড়ি বসে দুটো বছর প্রকৃতি কি কম বন্ধু হয়েছিল?

বাবা চাইতেন আমাদের পুজোয় ঝলমলে পোশাক

সাতের পাতার পর

ছেলেবেলায় শিলিগুড়িতে পুজোর চারদিন শহরের সব রাস্তাই শেষ হত আমাদের পাড়ায় এসে। স্বস্তিকা যুবক সংঘ, মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ও কিছুটা পরে কিশোর সংঘের ডাকসাইটে পুজোর আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। স্বস্তিকা যুবক সংঘের পুজোকেই 'আমাদের পুজো' বলে ঘোষণা করতে বেশ শ্লাঘা অনুভূত হত। পুজো প্যান্ডেলে বাঁশ জোড়া হতে শুরু হলেই সেটা প্রতিমা আসার আগে অবধি হয়ে যেত আমার মতো কচিকাঁচাদের দিব্য রাজ্যপাট। বাঁশের খাঁচা তখন আমাদের ক্ষণস্থায়ী খেলাঘর। এনিয়েও মনে কম স্মৃতি জমে নেই।

আরও একটু বড় হলে উৎকর্ণ থাকতাম এইচএমভি'র পুজোর নতুন আধুনিক গানের আগমনীতে। হেমন্ত, মান্না, সন্ধ্যা, প্রতিমা, আরতি, বনশ্রী, নির্মলা পর্যন্ত প্রথম সারির শিল্পীদের আনকোরা নতুন গানের সুদৃশ্য ম্যাগাজিন উলটেপালটে, গন্ধ শুঁকে কিছু কলি মুখস্থ করে বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতাও হত। ওই রংবেরংয়ের দিনগুলিতে আমাদের ভাগে কিছু ভালোমন্দ খাবার জোটার আনন্দও কম ছিল না। কিন্তু রণজিৎ হোটেলের মোগলাই বা বিধান মার্কেটে পরিমলের তেল চুকচুকে চপের দোকানের উপচে পড়া ভিড় পেরিয়ে সেঁধিয়ে যাওয়ার সাধ্য হয়ে উঠত না। তাই ব্যাজার মুখে কোনও বলশালী পাড়াতুতো দাদার শরণে নিজেদের সঁপে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তারপর সেই মহার্ঘ বস্তু করায়ত্ত হলে যে কী আনন্দটাই না হত, তা লিখে বোঝানোর নয়।

পুজোর আমেজ বাটার দোকান থেকে পাওয়া রঙিন কাগজের মুখোশের নীচে নিম্নবিত্তের প্রাত্যহিকীর মলিনতা অনেকটাই ঢেকে রাখতে পারত। ধর্ম, ভাষা, টাকাপয়সার বৈষম্যকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার কতই না আবিষ্ট মনের আয়োজন ছিল সেই বেলা, অবেলায়। এখন এই দুর্দিনে প্রতাপী হিঁদুয়ানি আর বিদেশি সার্টিফিকেটে আকীর্ণ গণেশপুজোর কর্ণবিদারী আস্ফালনে যে পুজোর শুরু, তার কাছে তেমন প্রত্যাশা রাখতে পারি কই?

বাঁশরির হাতে ডানার গন্ধ

সাতের পাতার পর

– যাব তো। নদীর ওপারে চলে যাব। আর কোনওদিন আসব না। যা ভাগ। তুই একটা ঘাই হরিণ।

– তুই পারবিই না আমাকে ছেড়ে। কতবার বললি এ কথা। ওই দেখ বাঁশরি, দিনু খুড়োর ঘর। উঠোনে সারি সারি প্রতিমা। দিনু খুড়ো কাদা লেপছে। ওর উঠোন ছেড়ে একদিন কত দূরে চলে যাবে প্রতিমা। কত দূরে। সেদিন খুড়োর খুব কষ্ট হবে। তুইও যাবি বাঁশরি?

দিনু খুড়োর অজস্র প্রতিমার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশরি। এখন রং লাগেনি প্রতিমার গায়ে। তাই বাঁশরির গামছা রংয়ের শাড়িটা ঝলমল করছে। খুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। খুড়োর কাঁচাপাকা দাড়ি। একটা ফড়িং এসে বসে মূর্তির গায়ে। হঠাৎ বাঁশরি আমার হাত ধরে দৌড়াতে শুরু করে।

– কোথায় যাচ্ছিস? কী রে?

– চল না, ওই তো দূরে। যেখানে চখা আছে, চখি আছে। –ওই যে নৌকাটা যাচ্ছে, ওর সঙ্গে সঙ্গে চ। ওই গানটা জানিস?

– কোনটা?

– 'কোন সাগরের পার হতে আনে কোন সুদূরের ধন, ভেসে যেতে চায় মন...'

বাঁশরি গাইছে। 'অমলধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া...'। সঙ্গে হাওয়া ছুটছে, নদীর জল ছুটছে, মেঘ ছুটছে, দিনু খুড়োর হাসি ছুটছে।

– কোথায় যাবি বাঁশরি?

– বহু দূরে। ওই চরে।

বালকের নেড়া মাথার মতো বালির চর। সেখানে বাঁশরি নাচছে। 'পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে, মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।' চৌদিক শুভ্র। মধ্যিখানে বাঁশরির গামছা-শাড়ির রঙিন আঁচল উড়ছে। নাচ শেষ হলে বাঁশরি বলে, 'আমি চখির চেয়ে সুন্দর?' আমি বলি, 'তুই হাজার চখির চেয়ে সুন্দর। আর আমি কি চখার মতো?' বাঁশরি বলে, 'ধ্যাত। তুই চখার চেয়েও খারাপ। তুই তো ঘাই হরিণ।'

দূরে পাল তুলে নৌকা যাচ্ছে। বাঁশরির গানের টুকরো পড়ে আছে নদীর চরে। শরতের আকাশে শুধু বাঁশরির ভেংচি ভেসে উঠছে-ধ্যাত ধ্যাত।

শাড়ি দেখে কান্না

সাতের পাতার পর

তাঁর মুখে শোনা তাঁর দেশ ছিল তখনকার ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ সাব-ডিভিশনের বালাপুর গ্রামে। বালাপুরের জমিদার নবীনচন্দ্র সাহা আমাদের স্বজাতি। ওই জমিদারবাড়ির দুর্গাপুজোর নিয়মরীতি মেনে ওই গ্রামের সবাই পুজোর ক'দিন নিরামিষ খেতেন। পুজোর দিনগুলোতে জমিদারদের ঠাকুরদালানে সন্ধ্যায় যাত্রাপালা, পালাগান এসব হত। এমন হয়তো ওদেশের সব গ্রামেই হত! হয়তো তাই দেশের বাড়ির ধারা বজায় রেখেই আমাদের কলোনির পুজোর সময় নবমীর দিন কালীতলার মাঠে একটা যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করতেন পাড়ার মাঝবয়সি পুরুষরা। কী আনন্দে যে দিনগুলি কেটে যেত! দশমীর দিন একটু বেলা বাড়লেই বাড়ির বৌরা মাকে বরণ করে আসতেন। আমার মা, কাকিমা, ঠাকুমাও যেতেন। পরের দিকে অবশ্য মা যেতেন না। একটা জটিল স্নায়ুর অসুখে তাঁর চোখের আলো নিভে আসছিল। তবে কাকিমা আর ঠাকুমা যেতেন। ঠাকুমা প্রতিমার সিঁথিতে সিঁদুর ছুঁইয়ে বলতেন, আবার এসো মা গো!

আবার তো সেই এক বছরের অপেক্ষা!

সেবার আমার ক্লাস সেভেন। এবার আর পঞ্চমীর দিন খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ট্রাকে চেপে দুর্গা প্রতিমা আসবেন না। পুজোর প্রায় এক মাস আগে থেকেই চাতরা কুমোরপাড়া থেকে পাল মশাই এসে মণ্ডপে প্রতিমা তৈরি করছেন। আমার পরের ভাইটির এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ। ও নিজেও মাটি দিয়ে ছোট ছোট মূর্তি তৈরি করতে পারত। ওকে সঙ্গে নিয়ে রোজ বিকেলে আমি মূর্তি গড়া দেখতে যেতাম। প্রথমে কাঠামো, তারপর খড়, তারপর দুই দফায় মাটির প্রলেপে, আঙুলের চাপে কেমন সুন্দর আকৃতি নিল! সেসব দেখে বালিকা আমার মনে যে ছাপ পড়েছিল বুঝি এই পঞ্চাশ পার করেও তা স্পষ্ট।

মনে আছে, সেদিন ছিল মহালয়ার আগের দিন। আমি মাঝে দু'দিন যেতে পারিনি। গিয়ে দেখি সব ঠাকুরকে কাপড় পরানো হয়ে গিয়েছে। কার্তিক, গণেশকে ধুতি। লক্ষ্মী, সরস্বতীকে রংচঙে শাড়ি। দুর্গা মায়ের গায়ে ঠিক আমার মায়ের বিয়েতে পাওয়া তার 'ঢাকার বাসার জেঠিমার' দেওয়া সেই গোলাপি শাড়িটার মতো একটা শাড়ি! তখনও দুর্গা মায়ের চোখ আঁকা হয়নি। শুনলাম কাল, মানে মহালয়ার দিন 'বড় কুমোর' এসে চক্ষুদান করবেন।

দুগ্গা মায়ের ওই না আঁকা চোখ আর গোলাপি রঙের শাড়ি দেখে আমার একটা চাপা কষ্ট হচ্ছিল! আমার খুব কান্না পাচ্ছিল! কেন জানি না চোখ না আঁকা ওই মুখটা দেখে অকালে চোখের আলো হারিয়ে যাওয়া আমার প্রতিমার মতো সুন্দর মায়ের মুখটা মনে পড়ছিল। আমি দৌড়ে বাড়িতে এসে ঠাকুমার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম। আমার বৃদ্ধা স্নেহময়ী ঠাকুমা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, আর কোনওদিনও মহালয়ার আগে মায়ের মুখ দেখতে যাইও না বোইন, শুধাশুধি মন ভারী কইরা কী লাভ কও।

আজ তো মা, বাবা, ঠাকুমা, দাদু কেউই নেই। তবু তাঁদের ছুঁয়ে বেঁচে থাকা এই আমি, পঞ্চাশ পার করেও কোনওদিন আর মূর্তিগড়া দেখতে যাইনি।

দীঘল ছায়ার হরিমাধব, হরিমাধব!

বিশেষ সাক্ষাৎকার

বাংলার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব **হরিমাধব মুখোপাধ্যায়** বালুরঘাটে তাঁর বাড়িতে কার্যত গৃহবন্দি। কেমন দিন কাটে তাঁর? এই মুহূর্তে তাঁর ভাবনা কী? বহুদিন পর মুখ খুললেন উত্তরবঙ্গের অন্যতম সেরা মুখ।

ছবি : রিপন সরকার

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

বালুরঘাটের চকভবানীর ঘোষপাড়ায় তাঁর ঈষৎ গোলাপি রংয়ের পৈতৃক বসতবাড়ির আনাচে–কানাচে, সামনের বাগানে ছড়িয়ে পড়ছে নির্বান্ধব হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিঃসঙ্গতার দীর্ঘশ্বাস। সারা বাংলার নাট্যজগৎ, উত্তরবঙ্গের নাট্যজগৎ অশীতিপর হরিমাধবের একাকিত্বের খোঁজ রাখে না আজ। ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা শম্ভু মিত্রের ছবির মতোই তিনিও নির্বাক কথোপকথনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন তাঁর যাবৎ জীবনের সঞ্চিত মেডেল পুরস্কার এবং স্মরণীয় ছবিগুলোর সঙ্গে।

বাড়িতে সুখদুঃখের সঙ্গী স্ত্রী রীনা মুখোপাধ্যায় আছেন। একসময় হিল্লিদিল্লি করে বেড়ানো হরিমাধবের একমাত্র মানস সঙ্গী। জীবনের এতগুলো বছর পার করে এসে তাঁর উপলব্ধি, ‘স্ত্রীর প্রশ্রয় না থাকলে তাঁর নাটকের এই লংজার্নিটা সম্ভব হত না। কোনওমতে বাজারের ব্যাগটা নামিয়েই যৌবনে তিনি বেরিয়ে পড়তেন দলের কাজে। মাঝরাতে ফিরেও গরমভাত পেয়েছেন। ধৈর্য ও সহযোগিতায় সহধর্মিণীকে সেই জীবনের প্রথম পর্বের দিনগুলির মতো আজও অতুলনীয়া মনে করেন তিনি। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করে এই যে নাটকের জন্য বেঁচে থাকা, তারই প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আজ তিনি।

তাঁর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে কথা বলে বোঝা যায়, সৃষ্টিশীল মানুষের সবচেয়ে বড় কষ্ট, কিছু করতে না পারার কষ্ট। হরিমাধব মনে করেন, এই আশি বছর উত্তীর্ণ জীবনটা একটা বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর জীবন। শুধু বেঁচে থাকা আর জীবনটাকে অহেতুক টেনে নিয়ে যাওয়া। নির্বান্ধব স্বনির্বাসিত এই জীবনে আর কোনও কিছুর প্রতি মোহ বা টান নেই তাঁর। একবার বলেই ফেললেন, ‘যাবতীয় ইমমর্টালিটি’কে অর্জন করে ৯১ বছর বয়সে জঁ লুক গোদার চলে গেলেন, সেভাবেই এখন চলে যাওয়াই ভালো।’ কোনও কিছু পড়তে ভালো লাগে না তাঁর, লিখতে ভালো লাগে না, এমনকি টিভি দেখতেও ভালো লাগে না। জীবন এখন এককথায় বিরক্তিকর।

হরিমাধব বালুরঘাটের নাট্যজগতের কাছে মাধববাবু। আভিজাত্য ও সারল্যের মিশেল মাধববাবু ধুতি–পাঞ্জাবি পরে পিঠ সোজা রেখে সাইকেল চালাচ্ছেন, সাইকেলের হাতলে দু’পাশ থেকে দুটো সবজি ভর্তি ব্যাগ ঝুলছে এই দৃশ্য বহুকাল দেখেনি বালুরঘাট। সে এক নস্টালজিক দৃশ্য। কেননা, মাধববাবু সকালের সবজি বাজারে গিয়ে শিশু হয়ে উঠতেন। সবজি বিক্রেতা, মাছ ব্যবসায়ী, রিকশাওয়ালা সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে চায়ের দোকানের প্রভাতি আড্ডা জমিয়ে দিতেন। সম্প্রতি তিনি অশীতিপর হওয়ায় বালুরঘাট তার প্রিয় ভূমিপুত্রকে বহুদিন দেখেনি।

কেননা, ত্রিতীর্থের প্রাণপুরুষ আজ নিজেকে বন্দি করে নিয়েছেন নিজেরই গৃহে। সেই গৃহে বসেই স্মৃতিচারণ করেন পুরোনো দিনের কত ঘটনা! উনচল্লিশ বছর বয়সে মেজদার অকালপ্রয়াণ ঘটলে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিলেন বালুরঘাটে। তাঁর বাবার আমল থেকেই বাড়িতে নারায়ণ শিলা, যার বয়স আর হরিমাধববাবুর বয়স একই। সেই শিলাকে নিয়মিত পুজো দেওয়ার মতো ব্রাহ্মণ ছিলেন না তল্লাটে। তিনি ফিরে এসেছিলেন কিছুটা হলেও সেই নারায়ণ শিলার পুজোর তাগিদেই। আজও চলছে সেই ধারা। এই আশি অতিক্রান্ত বয়সেও তিনি একই নিষ্ঠায় পুজো করে চলেছেন।

বাকি সময়টা? জীবনের প্রতি তিনি এতটাই নির্মোহ হয়ে পড়েছেন যে তাঁর সাধের ত্রিতীর্থের প্রতিও কোনও আশাভরসা চাওয়াপাওয়া নেই। একটা সময় কত ওয়ার্কশপ, কত ক্লাস করেছেন ত্রিতীর্থে। কোভিড পর্বের আগে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে শেষ নাটক করেছেন ‘বন্দুক’। ওই শেষ। তারপর আর কিছু করা হয়নি। তবে বালুরঘাটের নাট্যপ্রিয় মানুষ শমীক ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় তিনি রাজবংশী ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ করেছেন। তিনি মূল ‘রক্তকরবী’ করতেই চাননি। কেননা তাঁর মতে, শম্ভু মিত্রের আভিজাত্য তাঁদের কারও মধ্যে ছিল না।

আবার ত্রিতীর্থে যাওয়ার কথা মনে হয় না? জীবনের প্রান্তবেলায় এসে গত কয়েক বছর সেখানে পা না রাখতে পারার বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করলেও সাফ বলে দিলেন, ‘মানুষ একটা সময় গ্রহণ করে, তারপর কাজ করে, শেষে সবকিছু ত্যাগ করে। তিনি এখন জীবনের সেই ত্যাগ পর্যায়ে আছেন। এখন কোনও কিছুর জন্যই আর ছেড়ে দেওয়ার বেদনা আসে না।’

একজন সৃজনশীল মানুষ বয়সের ভারে স্থবির হয়েছেন। এই কষ্ট অনেক অনেক রাতের নিদ্রাহীনতার গাথা রচনা করে। আজও একক মুহূর্তগুলিতে চলে আসে তাঁরই নিজের তৈরি এবং অভিনীত নাট্যচরিত্ররা। কত কথা! কত অশরীরী সংলাপ হয় তাদের সঙ্গে রাতভর।

হরিমাধব বাংলা নাটকের মাইলফলক– তাঁর সাড়াজাগানো নাটকগুলো আজ বাংলা নাটকের জগতে মিথের পর্যায়ে উত্তীর্ণ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা আজও বালুরঘাটের ত্রিতীর্থের মঞ্চে অশরীরীর সংলাপ বলে চলে। ত্রিতীর্থের সাদামাটা মঞ্চ থেকে একসময় জল, বিছন, তিনবিজ্ঞানী, দেবাংশী, দেবীগর্জনের মতো নাটকের সংলাপ অনুরণিত হয় পুরোনো প্রজন্মের বহু নাট্যপ্রেমী মানুষের কাছে।

বালুরঘাটের এক নিরিবিলি এলাকা চকভবানীর রাস্তার ধারে প্রথম যৌবনে গড়ে তুলেছিলেন ‘ত্রিতীর্থ’। আজ তা নাট্যজগতের তীর্থই বটে। হঠাৎ কোনও সরকারি সাহায্য পেয়ে গড়ে ওঠেনি ত্রিতীর্থ। স্বপ্ন ও সাধ তিলেতিলে জমা করে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই কারণেই এতে জৌলুস কম, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ছোঁয়াটা বেশি। আজ এত বছর বাদেও হরিমাধববাবুর কাছে মনে হয়– এই তো সেদিনের ঘটনা; হিলির এক চালকল মালিকের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসা লোহা–টিন–কাঠ আর ইট–বালি–সিমেন্ট দিয়ে ত্রিতীর্থ মঞ্চ গড়ে তোলা হল। আজও তিনি বালুরঘাটের মানুষের সেদিনের সদিচ্ছা ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ।

তাঁর কর্মক্ষমতা থাকার শেষদিকে তিনি চেয়েছিলেন ত্রিতীর্থের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতা, শিলিগুড়ি, কালিয়াগঞ্জ, বালুরঘাটের অন্যান্য দলের সঙ্গে কাজ করতে। ত্রিতীর্থ থেকে ছাড়া না পেলেও কিছু কিছু কাজ করেছেন শিলিগুড়ির ‘উত্তাল’–এর সঙ্গে। কালিয়াগঞ্জ ‘বিচিত্রা’র সঙ্গে করেছেন ‘গণেশগাথা’, সম্প্রতি যার পঞ্চাশতম শো হয়ে গেল। শাস্তি নাটকটি নতুন করে লিখে ‘আহত্রী’ নাম দিয়ে তিনি কালিয়াগঞ্জের নাট্যদলের সঙ্গে করেছেন।

তাঁর পশ্চিমবঙ্গব্যাপী পরিচিতির সবটুকুই অর্জন করেছেন উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক শহর বালুরঘাটে বসেই। তিনি আজও বিশ্বাস করেন, ‘নাটকের কোনও কলকাতা উত্তরবঙ্গ হয় না। ভালো নাটকও সব জায়গায়তেই হয়, খারাপ নাটকও সব জায়গাতে হয়।’ কলকাতার নান্দীকার, বহুরূপীর বেশ কিছু নাটক শেষপর্যন্ত বসে থাকতে পারেননি। আবার মালদা আগামীর ‘থেরিগাথা আম্রপালি’ সাড়ে তিন ঘণ্টার নাটক হলেও মানুষ ঠায় বসে থেকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখেছে।

সাক্ষাৎকারের সময় দেখি, নাটকের মঞ্চকাঁপানো তাঁর দরাজ গলা আজও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। শরীর অশক্ত হলেও মস্তিষ্ক ও গলার সক্রিয়তা অটুট। সেই গলার নেপথ্যে আছে তাঁদের পারিবারিক সহজাত সংগীত ঘরানা। বাবা নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন দরাজ গলার পদকীর্তনিয়া। অসম্ভব সুন্দর পদকীর্তন গাইতেন। বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, উত্তরবঙ্গ সহ বাংলাদেশের বিরাট অঞ্চলে তাঁর গুণগ্রাহী শ্রোতা ছিল। পরবর্তীতে সেই গানের ধারা তাঁর মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে। আসলে বংশপরম্পরায় তাঁরা ছিলেন ‘ন্যাচারাল সিংগার’।

হরিমাধব নিজে ‘এক শূন্য শূন্য’ নামে জনপ্রিয় গোয়েন্দা ধারাবাহিকের কয়েকটি এপিসোডে অভিনয় করেছিলেন। আজ পরিণত বয়সে এসেও তাঁর উপলব্ধি একই– আজ পর্যন্ত প্রমাণিতই হয়নি বাংলা নাটককে প্রফেশন করে বাঁচা যায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ি, গিরীশ ঘোষ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়রা পারেননি। তাঁর সাফ কথা, ‘দেবশঙ্কর, রুদ্রপ্রসাদ, গৌতম হালদাররা নাটককে পেশা করে ভুল করেছেন। বাঁচতে গেলে, পেটের তাগিদে নাট্যশিল্পীকেও সিনেমা–সিরিয়ালে কাজ করতে হতেই পারে।’ বালুরঘাটের ত্রিতীর্থের একসময়ের কলাকুশলী রীতা দত্ত চক্রবর্তী অভিনয় করছেন সিরিয়ালে। উত্তরবঙ্গ থেকে সেটা করা সম্ভব নয়। কলকাতায় বসবাস করলে সে সুযোগ নিতে আপত্তি নেই বলে মনে করেন হরিমাধব।

হরিমাধব যা করেছেন সারাজীবন ধরে তা প্রসেনিয়াম থিয়েটার। অঙ্গন নাটক, পথনাটক করার তাগিদ অনুভব করেননি। এখনও মনে করেন নাটকের ওই ‘ফর্ম’গুলোতে আলো, শব্দ ইত্যাদি প্রয়োগের সুযোগ না থাকায় নাটকের শৈল্পিক ব্যাপারটা ফুটে ওঠে না।

শেষ কবে নাটক দেখেছেন? প্রশ্ন করে দেখলাম, তা মনে করতেই তাঁর এখন কষ্ট হয়। ত্রিতীর্থের মঞ্চে অভিনীত বালুরঘাট সমমনের ‘ছুনু মিঞার কিসসা’ই তাঁর শেষ দেখা নাটক। এই বয়সে এসে তাঁর আর নতুন কিছু করার নেই। একসময় ত্রিতীর্থের মঞ্চে ছোটদের নিয়ে নাটক করেছেন। আজকে বালুরঘাট নাট্যকর্মী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যে ‘স্কুল ড্রামা ফেস্টিভাল’ করা হচ্ছে সেই কাজকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

কথায় আছে ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবিটিসের সঙ্গে কমবয়সিদের কাছে পেলেই উপদেশ দেওয়াটা বার্ধক্যের বিপজ্জনক লক্ষণ। কিন্তু আজও এই আশি বছর বয়সে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় এসবের ঊর্ধ্বে। তাঁর মস্তিষ্ক এখনও সজাগ। কিছুদিন আগে কোভিড পরবর্তী সময় হরিমাধব যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তখন তাঁর শরীরের সোডিয়াম–পটাশিয়ামের ভারসাম্যের ঘাটতি লক্ষ করা গিয়েছিল। এযাবৎ জীবনে সেই সময় তাঁকে দেখে অসহায় মনে হয়েছিল।

তাঁর কাছের লোকদের কাছে শোনা, তিনি নিজে পোশাক পরতে পারছিলেন না। নার্সরা তাঁকে পোশাক পরিয়ে দিতে দিতে বলতেন, একসময় ইনি ভালো নাটক করতেন। তাঁর কাছে আবদার করা হচ্ছে– পুরোনো নাটক থেকে একটা ডায়ালগ বলুন তো! অসহায় হরিমাধব হা হা হা করে অট্টহাসি দিয়ে থেমে যাচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি অবশ্য জড়ানো গলায় বলে উঠেছিলেন শাজাহানের দিন শেষ! লালকেল্লাটা জ্বালিয়ে দাও।

একমুহূর্তে বুক কেঁপে উঠলেও এটাই তাঁর উত্তরণের জায়গা। মস্তিষ্ক তাঁর সঙ্গে বেইমানি করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত আজন্মলালিত নাটকের অনুভূতিই তাঁর মুখ থেকে সংলাপ কেড়ে নিতে পারেনি। বালুরঘাটের বাড়িতে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। গৃহবন্দি হলেও এখন সুস্থ। তাই মুখে গোদারের চলে যাওয়ার কথা। তাঁর আরোগ্যলাভ আসলে বাংলা নাটকেরই ঘুরে দাঁড়ানো।

দাঁতের বয়স যখন ১৮ লাখ

জর্জিয়ার ওরোজমানি গ্রাম থেকে সম্প্রতি এমন একটি আদিম মানুষের দাঁত মিলেছে, যেটির বয়স প্রায় ১৮ লক্ষ বছর। ওই দাঁতটি প্রথম খুঁজে পান প্রত্নতত্ত্বের শিক্ষার্থী জ্যাক পিয়ার্ট। পরে সেটি পরীক্ষা করে জানা যায়, দাঁতটি প্রায় ১৮ লক্ষ বছর পুরোনো। এর আগে আফ্রিকার বাইরে এত পুরোনো মানুষের দেহের নিদর্শন কখনও পাওয়া যায়নি। এর আগেও ওরোজমানি ও নিকটবর্তী গ্রাম ডিমানিসিতে আদিম মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল।

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

কোল্ড ড্রিংকস না দিলেই পুলিশে ফোন

ইংল্যান্ডের সারের বাসিন্দা জেসন হোল্ডের বয়স মাত্র ৩২। কিন্তু ওজন প্রায় ৩০০ কেজি। এত বেশি ওজন হওয়ায় শেষমেশ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও সমস্যা। জেসনের কোল্ড ড্রিংকস খুব প্রিয়। দিনে তাঁর তিন বোতল চাই। কিন্তু নার্সরা সেটিকে বাদ দিতেই খেপে উঠেছেন জেসন। এমনকি কোল্ড ড্রিংকস খেতে না দিলে পুলিশ ডাকার হুমকিও নাকি দিয়েছেন তিনি।

৮ দিনের শিশু ক্যানসারমুক্ত

বয়স তখন মাত্র আটদিন। লিভারে ধরা পড়ে বিরল ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের। আটদিনের সেই শিশুকে নেপাল থেকে নয়াদিল্লিতে নিয়ে আসেন তাঁর বাবা–মা। সেখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ছ’বার কেমোথেরাপি ও একটি জটিল অস্ত্রোপচারের পর অবশেষে ক্যানসারমুক্ত হয়েছে বর্তমানে তিন মাসের ওই দুধের শিশুটি।

ডাক্তারি পরিভাষায় এর নাম কনজেনিটাল হেপাটোব্লাস্টোমা। এত অল্প বয়সে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার উদাহরণ ১২ লাখে একটি রয়েছে।

বাংলাদেশি অভিনেত্রীর কোরিয়ান বর

বাংলাদেশের টিভি নাটকের পরিচিত মুখ আফরিন রাজিয়া তৃণ। এছাড়া মডেল হিসেবেও বেশ নাম রয়েছে তাঁর। জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী এবার বিয়ে করে ফেললেন এক কোরিয়ান যুবককে। সম্প্রতি ঢাকার একটি অভিজাত ক্লাবে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

অভিনেত্রী জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে কোরিয়া থেকে এনজিও’র কাজে আসেন জিনবো চৈ। সেখানে তৃণর সঙ্গে আলাপ, ক্রমে প্রেম। অবশেষে দুজনে পরিবারের উপস্থিতিতে বিয়েও সারলেন।

কবিতা

নতুন বাড়িতে
মেঘ বসু

সে হেসে উঠল, যেন কেউ
সকালের রোদ মেলে দিয়েছে পূবের জানালায়
কিংবা কেউ সেতার বাজাচ্ছে দূরে,আর...
কাছের উঠোনে কথা বলছে বেলিফুল
পার্শ্ববর্তিনী রজনীগন্ধার সাথে

সপ্তাহ কাটেনি,এসেছি নতুন বাড়ি
ধুলোবালি সরিয়ে ক্রমশ খুঁজছি
ঘর, ছন্দ এবং তোমাকে!

এপার–ওপার
অরণি বসু

ব্রিজে ওঠার সময় ঝকঝকে আকাশ,
নামার সময়ও তাই–
শুধু যতক্ষণ ব্রিজে ততক্ষণ দুদ্দাড় বৃষ্টি।
এপারে আলো, ওপারেও–
মাঝখানে অন্ধকার।

এপারে হাসি, ওপারেও–
মাঝখানে টলমলে চোখের জল।

পরোক্ষ কর
অমিতাভ মৈত্র

জামার বোতাম শ্বাস নিচ্ছে এখনও–
তার মানে আমি বেঁচে আছি

ঝনঝন করে ব্যাগ ঝাঁকিয়ে ডিভিডেন্ড চাইছে কনডাক্টর
আট মিনিট অনুতাপের জন্য

চোখ মুছতে মুছতে উঠে আসছে ধুলোয় সাদা হওয়া জুতো
কস্মিনকালেও যার এয়ারগান নেই

ঝনঝন করে ব্যাগ ঝাঁকিয়ে ডিভিডেন্ড চাইছে কনডাক্টর
আট মিনিট অনুতাপের জন্য

শব্দ বাজার
শুভদীপ আইচ

তিরিশের পরে একটু আরাম নিয়েছি
আমার বিকল্প আরাম ব্যবস্থাপনা
কথায় কথায় আরামের ঘৃণ্য অলসতা
তার মধ্যে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়াটা খুব কঠিন
দুয়ারে শব্দ নেমে আসে অথচ বাক্য হয়ে ওঠে না
আমাদের বাজারমুখী কবিতারা পেয়ে গেছে নির্দিষ্ট প্রচার
ঠিকঠাক এজেন্ট যারা পৌঁছে দিচ্ছে কবিতাকে নির্দিষ্ট ক্রেতার কাছে
ছোট ছোট বিক্রেতা বিকেলের হাটে বসে গেছে পসরা সাজিয়ে
এসব দেখেও আমি এক মনোহারি দোকানদার
যে নিজের কবিতা বেচতে বেরিয়েছি
বদলে নিচ্ছি ছেঁড়া চুল, ভাঙা বাসনের টুকরো আর এমন কিছু
ফেলে দেবার মতো শব্দ
যাদের কেউ কখনও ভাবেনি কবিতার কাজে লাগানো যায়
এই আমার আরাম বাজার, অলস বাগানের ফল
যেখানে ভিড় করছে আমারই মতন গুটিকয়েক লোক
যাদের কথা কোনও সিলেবাসে পাবে না

অসুখ
রামকিশোর ভট্টাচার্য

স্মৃতির ভিতর –
বৃষ্টির কথা ভাবতে ভাবতে
কখন যে মেঘ জমে জানলায়

সব অসম্পৃক্ত হাওয়ারা
সহ্যের সীমা পেরিয়ে পৌঁছে দেয়
কোনো এক লংমার্চের দিকে ...

বাঁ পাশে নুয়ে থাকে আপন খেয়াল
ডানপাশে অনটন! নির্বোধ ছক্কা
নিজেই শোভা পাই রংবদলের ছবিতে,
বজ্র–বিদ্যুতের আপ্যায়নে
লুপ্ত হয়ে যায় সমাজসংস্কার...

সেলাইয়ের প্রতি দাগে ইশারা
সমস্ত সকাল জুড়ে শুধু
শ্রেণীচরিত্রের ঝলসানো গল্প

লুডো খেলছে একদল সাপ...

চিলাপাতা
অনৈতা রক্ষিত

কচি চা পাতার স্বপ্ন ভেবে বুকের ভেতরটা কেমন মসৃণ হয়ে ওঠে–
মথুরাবাগানের পিঠ ঘেঁষা রাস্তা খুঁড়ে
ওরা তুলে আনে আমার কবি–কঙ্কাল
গাছের তলায় উঁকি দিলে–
মংলু–রাজনের গান বাজে
সঙ্গে ধামসার পায়ে মাদলের ঝিলিক
অভুক্ত জামাকাপড়ের স্তূপের সঙ্গে আমিও আটকে যাই দু'চামচ পৃথিবী
গেলার আশায়
নদীর থাবা, গাছের এঁটো, ইটের বমি–
দিন কেটে যায়!
পয়সা আসে।

সপ্তাহের সেরা ছবি

পোপ ও সন্ন্যাসিনীরা। কাজাখস্তানে পোপকে ঘিরে নানা দেশের, নানা রংয়ের সন্ন্যাসিনীরা। নুর–সুলতান শহরে। – টুইটার

আয় মন বেড়াতে যাবি

রূপবতী আলাস্কা

বিবেক গুহ

সান ফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্ট থেকে অ্যাঙ্করেজ পৌঁছে দেখলাম, ওখানে রাত ১২টায় সন্ধে হচ্ছে। পরদিন রওনা দিলাম তালকিতনার উদ্দেশে। দেখলাম মিরর লেক, একলুতনা লেক, থান্ডার বার্ড ফলস। একলুতনা লেক জঙ্গল–পাহাড়ে ঘেরা। জলপ্রপাতটিও সুন্দর। রাস্তায় দেখলাম দুটো 'মুজ'। উঠলাম হোমস্টেতে। অসংখ্য গাছ, মাঝখানে বাংলো। পাখির ডাক। রোমান্টিক এবং মনকাড়া।

'একই অঙ্গে এত রূপ', আলাস্কা যেন তাই। প্রকৃতি যেন দু'হাতে সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে। একইসঙ্গে নদী, সমুদ্র, বে, মেঘ, বৃষ্টি, নীলাকাশ, জঙ্গল, পাহাড়, লেক, তুষার, গ্লেসিয়ার, রামধনু, ট্রেইল, হাইক, বন্যপ্রাণী... সবকিছু।

দেখলাম শুশিত্না নদী। 'শান্ত নদীটি, পটে আঁকা ছবিটি'। নদীর পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটল ওপরে। শুধুই গাছ আর ফুল। ঢালু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে ঘোড়ার গাড়ি, দুটো কুচকুচে কালো ঘোড়া টানছে গাড়িটাকে। আমরা ঢুকলাম ব্রিটিশ স্টাইলে তৈরি এক রেস্তোরাঁয়। ডেনালি সাউথ ভিউপয়েন্টে কয়েকটি পর্বতশৃঙ্গ পরিষ্কার দেখা গেল। তবে মাউন্ট ডেনালি (২০,৩২০ ফুট) অদেখাই রইল। বায়ার্স লেকে একটা পাটাতন জলের ওপর অনেকটা চলে গিয়েছে। বহুদূর পর্যন্ত জল, অসীম শূন্যতা, কোলাহল নেই, আমি যেন একা এই বিরাট পৃথিবীতে।

পরদিন সকালে গন্তব্য হর্স–শু লেক হয়ে ডেনালি পার্ক। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাড়ি দিতে হবে ১৪০ কিলোমিটার। মেঘলা দিনে পর্বতশৃঙ্গ দেখার প্রশ্নই ওঠে না। তবে দেখতে পেয়েছি অনেক অজানা অচেনা পশু। আমরা লাঞ্চ করে অনেকটা নীচে নেমে শুকিয়ে যাওয়া নদী দেখলাম। একটা ক্যারিবু খুব কাছে চলে এসেছিল। পথে নেনানা নদীটা দেখা হয়ে গেল।

ডেনালি থেকে অ্যাঙ্করেজ ৩৮২ কিমি। ডেনালি থেকে তালকিতনা অবধি ট্রেনে যাব। সাড়ে চার ঘণ্টার পথ, ভাড়া ১০৪ ডলার। ট্রেনের ভেতরটা ঝকঝকে, আরামদায়ক সিট। দোতলায় চারপাশে তো বটেই, ছাদেও কাচের জানলা। নদী, ব্রিজ, জঙ্গল, পাহাড় এসব দেখতে বেশ লাগছিল, কিন্তু কোনও বন্যপ্রাণী দেখা যায়নি।

পরদিন সকালে হোমারের পথে পাড়ি দিলাম। দূরত্ব ২৭৬ কিমি। অনেকটা পথ সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে হয়, আর তখনই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। নিঃসন্দেহে রোমান্টিক।

আমরা কুপার ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছোতেই বৃষ্টি কমল। অ্যাঙ্করেজ থেকে এসে রাস্তাটা ওয়াইয়ের মতো দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। বাঁদিকে স্যুয়ার্ড আর ডানদিকে হোমার। কেনাই নদীর পাশে বেশ খানিকটা উচ্চতায় উঠে ঢুকলাম এক রেস্তোরাঁয়। বারান্দায় নানারকম ফুল। বারান্দা থেকে পাহাড়গুলোকে খুব কাছে মনে হচ্ছে। মেঘ মাঝেমধ্যেই ঢেকে দিচ্ছে সব। কেনাই নদীতে নৌকো চলছে। ওপর থেকে দেখতে ঠিক যেন ছবির মতো।

বৃষ্টি থামতেই গেলাম কেনাই নদীর পাড়ে। একটু এগোতেই দেখি নদীর অন্য পাড়ে অনেকেই জলে নেমে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। 'রাশিয়ান রিভার ফেরি'তে ৩০ সেকেন্ডে ওপারে পৌঁছোলাম। যাতায়াত জনপ্রতি এগারো ডলার। দু'তিনজন ফিশফিশ করে কথা বলছেন আর সেই সদ্য ধরা স্যামন ফিশ ছাল–কাঁটা ছাড়িয়ে ফিশফ্রাইয়ের জন্য 'ফিলে' তৈরি করে দিচ্ছেন। অগুনতি সিগাল ফেলে দেওয়া মাছের কাঁটা ইত্যাদি খাওয়ার লোভে ভিড় করেছে নদীর ধারে। জলে, গাছে এমনকি আকাশেও। এরপর গেলাম বিশপ'স বিচ–এ। এত জোরে হাওয়া বইছিল যে বেল্ট–বাঁধা টুপিও বুঝি উড়ে যায়।

হোমার স্পিটে গিয়ে দেখা গেল, একটা রাস্তা সমুদ্রের ভেতরে ঢুকে গেছে। দু'পাশেই সমুদ্র। বিচের ধারে উঁচু স্ট্যান্ডের মাথায় একটা ইগল বসে, আর বাকি সব সিগাল। কেউ মাছ ধরছে, টুরিস্টরাও রয়েছে। এরপর গেলাম হোমার ফার্মার্স মার্কেটে। চাষিরা তাজা সবজি ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এসে সরাসরি ক্রেতাদের বিক্রি করছেন। নিকোলায়েভস্ক রাশিয়ান ভিলেজে দেখা হল এক রাশিয়ান মহিলার সঙ্গে। নাম নীনা। বিক্রি করেন খাবারদাবার, চা, গিফট আইটেম। এক প্যাকেট চা কিনে, ছবি তুলে, নীনার তৈরি চা খেয়ে এক্সিট গ্লেসিয়ারের পথে গাড়ি ছোটালাম। এই প্রথম গ্লেসিয়ার দেখলাম। বেশ সুন্দর।

স্যুয়ার্ডে প্রত্যেকটা কটেজ জঙ্গলে ঘেরা। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ছে, একটানা ঝিঁঝিপোকার ডাক, সঙ্গে জমিয়ে ঠান্ডা। কমলা রঙের মাশরুম দেখে আমরা তো অবাক। পরদিন মেঘলা দিনে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছি। দেখলাম হাম্পব্যাক হোয়েল। এই তিমিরা ওপরে জল ছেটায়। পাহাড়ের গায়ে দেখলাম সি লায়ন। এরা একসঙ্গে থাকতেই ভালোবাসে। সেখানে দেখলাম অজস্র পাখি। জলের ওপর, পাথরের খাঁজে, আকাশে সর্বত্র।

ক্রুজ যাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ গ্লেসিয়ার। দু'চোখ ভরে দু'দুটো গ্লেসিয়ার দেখেছি এক্কেবারে কাছ থেকে। প্রথমে হোলগেট, প্রস্থে সিকি মাইল। আর আইয়ালিক, প্রস্থে এক মাইল। অনেকটা সময় কাটালাম এই বিশাল গ্লেসিয়ারের সামনে। বহুবার এই গ্লেসিয়ার শব্দ করে ফেটেছে আর টুকরোগুলো জলে পড়েছে। সেও এক অপূর্ব দৃশ্য। হালকা আকাশি রঙের বরফ, স্ফটিকের মতোই বটে। গ্লেসিয়ারের একেক অংশে একেক ডিজাইন, মনে হয় যেন কোনও দক্ষ শিল্পীর হাতের নিপুণ কারুকাজ। পরদিন এক বিরাট লম্বা টানেল পেরিয়ে বন্দর এলাকা হুইটিয়ার–এ গেলাম। সারি সারি লঞ্চ–নৌকো আর রেস্তোরাঁ। চমৎকার লাগে।

ফিরব। অ্যাঙ্করেজ যাবার পথে দেখলাম বেলুগা পয়েন্ট আর বেলুগা লেক। ভার্জিন ফলস ছোট হলেও সুন্দর জলধারা। হোটেলে ঢোকার আগে ট্রলিবাসে শহরটা ঘুরে দেখলাম। সত্যিই সুন্দর। আলাস্কাকে ভোলা যাবে না।

আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না

হাউ মাউ পাউ

শুভ সরকার

দীর্ঘকাল দক্ষিণবঙ্গে ঘুগনির ঝোলে পাউরুটি চুবিয়ে চুবিয়ে খেয়ে অভ্যস্ত এই আত্মারাম, কর্মসূত্রে শিলিগুড়িতে এসে ঘুগনির দোসর হিসেবে চিঁড়ে দেখে যারপরনাই চমকে উঠেছিল। এমনটাও যে হতে পারে, তা প্রথম ধাক্কায় অষ্টমীর দিন সকালে বৃষ্টির মতোই শকিং। তবে অভ্যাসে কী না হয়। আস্তে আস্তে আমিও মানিয়ে নিয়েছি। না, চিঁড়ে দিয়ে ঘুগনি খেতে মানাতে পারিনি অবশ্য। তবে রাস্তার ধারের দোকানের ঝাল ঝাল ঘুগনি পাউরুটি ছাড়াই খেতে মানিয়ে নিয়েছি এতদিনে।

ওদিকে রায়গঞ্জ থেকে এদিকে শিলিগুড়ি। উত্তরের বড় বড় বেকারিগুলো যে নরম ও গরম (আক্ষরিক অর্থেই ওভেন থেকে বের হওয়া সদ্যোজাত আর কি) পাউরুটি বানায়, সেটা ওই চকচকে প্লাস্টিকে মোড়া কোম্পানি ছাপের থেকে গুণমানে কিছু কম যায় না। তারপরেও কিন্তু এখানে পাউরুটির সেই দক্ষিণবঙ্গীয় জনপ্রিয়তা নেই। কেন? জানতে চাওয়ায় শিলিগুড়ির সহকর্মী নির্বিকার মুখে বললেন, 'অম্বলের ভয়।' কাঁচা, হাফ টোস্ট বা ফুল টোস্ট। সকলের চোয়া ঢেঁকুরের দোষ চুইয়ে চুইয়ে পড়ে নন্দ ঘোষ পাউরুটির গায়েই।

সেই পাউরুটি, যার সদ্যই দাম বেড়েছে আরেক দফা। মাসকয়েক আগেকার কথা বলছি। হাফ পাউন্ড পাউরুটির দাম কেউ তখন নিচ্ছিল পনেরো, কেউ আঠারো। দামের এই এদিক–ওদিকের কারণ জানা নেই। তখনও কিন্তু উত্তরের লোকাল বেকারির অনেকেই পাউরুটির দাম বাড়ায়নি। কথা হচ্ছিল শিলিগুড়ির জনপ্রিয় জ্যোৎস্না বেকারির সামনে দাঁড়িয়ে। সেই দোকানদার বলছিলেন, 'আমি আগেও দাম বাড়াইনি। কেন বাড়াব? খদ্দের কমে যাবে না!'

কিন্তু খদ্দের কমবে কেন? পাউরুটি তো অনেকটা রবীন্দ্রসংগীতের মতো। সর্বত্র বিরাজে। আপনি ঘুগনি দিয়ে খান। চলবে। আলুর দমে ডুবিয়ে চিবোন। দৌড়াবে। ওমলেট দিয়ে খান বা ডিম সেদ্ধ সহযোগে। জমবে। অথবা হালকা করে বাটার বুলিয়ে চিনি বা গোলমরিচ দিয়ে। স্রেফ উড়ে যাবে। লেটুস পেতে স্যান্ডউইচ বানিয়ে অথবা সুপে ডিপ করে খেলে সাহেবি। আর জ্যাম মাখিয়ে কলা সহযোগে খেলেই শীতকালীন পিকনিকের বছরভর অকালবোধন। এহেন বস্তুর কদর কমে কখনও!

উত্তরের পাউরুটি আর দক্ষিণের পাউরুটিকে আলাদা করা যায় তার মিষ্টত্ব দিয়ে। এখানকার পাউরুটি বেশি মিষ্টি। বলছিলেন বেকার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার চিফ এগজিকিউটিভ আরিফুল ইসলাম। তবে উত্তরে পাউরুটির জনপ্রিয়তা দিয়ে ব্যবসাকে মাপতে বসলে ভুল হবে। এখানে কলকাতা বা দক্ষিণের মফসসলের মতো হইহই করে পাউরুটিখাদক নাও থাকতে পারে, কিন্তু গোটা রাজ্যের হাজার তিনেক বেকারির মধ্যে উৎপাদনের বিচারে একেবারে প্রথম দিকে রয়েছে রায়গঞ্জের লীলা ফুড বেকারি। সেখানকার বেশিরভাগ মালই চালান যায় বিহারে। আর উত্তরবঙ্গের বেকারিগুলোর একটা মস্ত সুবিধাও আছে। এখানে ব্যবসার মরশুম বছরের প্রায় ৮ মাস ধরেই। কারণ আবহাওয়া ঠান্ডা। আরিফুল সাহেবের টেকনিকাল পরিভাষায়, পাউরুটির শেলফ লাইফ বেশি।

সে যাই হোক। ধরুন, কাজের চাপে খাওয়াদাওয়া হয়নি ভালো করে। পেটের মধ্যে ইস্বল–বাতাপি খলখল করছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো গুনে আপনি কী খাই কী খাই ভাবছেন। এই অবস্থায় শিলিগুড়ির রাস্তার ধারে মিনিমাম ব্যবস্থাপনায় একটা নিকষ কালো ফ্রাইং প্যানে ডিম ভেঙে তার উপর কোয়ার্টার পাউন্ড পাউরুটি দিয়ে উলটে–পালটে এটুখানি ভেজে আপনাকে কেউ তোবড়ানো স্টিলের থালায় বাড়িয়ে দেবে না। এমন দোকান, যা কলকাতার পথেঘাটে লভ্য, এখানে দেখাই যায় না। দেখবেন কী করে? এসব সুখাদ্যের যে ভিত্তি, হলদেটে কাগজের মোড়কওয়ালা সেই ওপেন টপ পাউরুটি, যাকে গঙ্গার ওপারের লোকজন ডাকেন কোয়ার্টার পাউন্ড, তার দৌড় মুর্শিদাবাদ অবধি। উত্তরবঙ্গে আসেই না।

যুগ বদলাচ্ছে। দুধ জ্বাল দিয়ে দিয়ে চায়ের দোকানের কড়াইয়ের গায়ে যে জমে ওঠা পুরু সর পাউরুটির উপর ছড়িয়ে হালকা হলুদ আস্তরণে কামড় বসানো এখন কায়দার ডেলিকেসি। প্লেটে নিয়ে তার সঙ্গে লোকে সেলফি তোলে। আধুনিক টি স্টলের মেনু কার্ডে মাথা ঝিমঝিম করা দাম লেখা থাকে। অথচ, রসিকমাত্রেই জানেন, ব্যস্ত রাস্তার পাশে পাতা বেঞ্চিতে বসে মালাই টোস্টে কামড় দিতে দিতে বিশ্বরূপ দর্শনই আসল কথা। আর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বাড়িতে বানানো হাইজিনিক ওটসের ব্রেড বা ব্যানানা পাউরুটি ইত্যাদি! বন্যেরা বনে সুন্দর, আর সেসব পাউরুটি সোশ্যাল মিডিয়ায়।

এই পাউরুটি বস্তুটি আসলে কী? ওই ময়দা, ইস্ট ইত্যাদি দিয়ে একটা জড়ামড়ি কাণ্ড বৈ আর কিছু তো নয়। পণ্ডিতরা বলছেন, হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে, না হয় পর্তুগিজদের হাত ধরেই শুরু আমাদের এই পাউ–কালচার। তবে পাউরুটির আদত সংজ্ঞাটা বলে গিয়েছিলেন লীলা মজুমদার। কতগুলো ফুটো ময়দা দিয়ে জুড়ে জুড়ে দিলেই নাকি পাউরুটি হয়ে যায়!

হ্যাঁ, সে তো বটেই। সেই কোন ছোটবেলায় বাবার হাতে করে নিয়ে আসা ফিরপোর মিল্কব্রেডের স্বাদ, টিউশনির টাকায় সস্তায় পেট ভরানো ডিম–পাউরুটি, বাসি পাউরুটি কড়া টোস্ট করে চায়ে ডোবানোর পর তা গলে পড়ার আগেই সুড়ুৎ করে টেনে নেওয়ার কসরত– এমন সব নানা নস্টালজিক ফুটো জুড়ে জুড়েই তো তৈরি হয় একেকটা সাধের পাউরুটি।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

মেঘনা চাকী, পঞ্চম শ্রেণি, ভেটাগুড়ি চৌপথি উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার।

রাহুল দুগার জৈন, নবম শ্রেণি,
হিলি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সমাদৃতা মোহন্ত, ষষ্ঠ শ্রেণি,
সুনীতিবালা সদর গার্লস হাইস্কুল, জলপাইগুড়ি।

প্রতীক বৈদ্য, দ্বিতীয় বর্ষ,
শিলিগুড়ি কলেজ।

প্রাঞ্জল সিনহা, ষষ্ঠ শ্রেণি,
দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি।

দুর্গাপুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। এডুকেশন ক্যাম্পাসের জন্য পুজো, পুজোর পরিবেশ, প্রতিমা সংক্রান্ত ছবি এবং কবিতা পাঠাও। কবিতা ইউনিকোডে এবং ওয়ার্ড ফাইলে টাইপ করে পাঠানো বাধ্যতামূলক। ই–মেল–ubsrobbar@gmail.com।

বাণিজ্য সংবাদ

কমছে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দেশের বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় নাগাড়ে কমছে। ৯ সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া সপ্তাহে দেশের বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় পৌঁছেছে ৫৫০.৮৭ বিলিয়ন ডলারে। যা গত দু'বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বিদেশি মুদ্রা সঞ্চয় কমেছে প্রায় ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম বেড়ে যাওয়া এবং মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার দাম কমে যাওয়ার কারণেই বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় নাগাড়ে কমছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৩০ ডলারে পৌঁছে গিয়েছিল। এখন তা কমে ৯০ ডলারে এসেছে। এই বাড়তি দামের কারণে বিদেশি মুদ্রা বেশি খরচ করতে হয়েছে। অন্যদিকে চলতি বছরে মার্কিন ডলারের তুলনায় টাকার দাম ৭৪ থেকে ৮০-তে পৌঁছেছে। টাকার দামে পতন ঠেকাতে ডলার বিক্রি করছে রিজার্ভ ব্যাংক। এ কারণেই সঞ্চয় কমছে। বিদেশি লগ্নিপ্রবাহ বজায় থাকায় অবশ্য ঘাটতি অনেকটাই কম হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এসিসির শীর্ষে করণ আদানি

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : অম্বুজা সিমেন্ট এবং এসিসি অধিগ্রহণের পর দুই সংস্থার শীর্ষস্তরে বড় রদবদল করলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি।

অম্বুজা সিমেন্টের চেয়ারম্যানের পদ নিজের কাছে রাখলেও এসিসির চেয়ারম্যান হিসাবে বড় ছেলে করণ আদানিকে বেছে নিয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি দুই সংস্থার পরিচালন পর্ষদে জায়গা করে নিয়েছেন ৩৫ বছরের করণ। বর্তমানে তিনি আদানি পোর্ট এবং সেজ সংস্থার সিইও'র দায়িত্বে আছেন। ১৫ মে সুইস সংস্থা হোলসিমের কাছ থেকে এসিসি ও অম্বুজা সিমেন্ট অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন গৌতম আদানি। দুই সংস্থার মিলিত উৎপাদনক্ষমতা বার্ষিক ৬৭.৫ মিলিয়ন টন। যা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম। রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানি তাঁর ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষে বসিয়ে ধাপে ধাপে ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ভাগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। গৌতম আদানিও সেই পথেই হাঁটছেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শীর্ষে রিলায়েন্স জিও

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : নয়া গ্রাহক সংযোজনে ফের শীর্ষে রইল মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স জিও।

টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'ট্রাই'-এর প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জুলাইতে ২৯.৪৯ লক্ষ নয়া গ্রাহক পেয়েছে জিও। এর ফলে জিওর গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে ৪১.৫৯ কোটি হয়েছে। ভারতী এয়ারটেলের নয়া গ্রাহকের সংখ্যা ৫.১৩ লক্ষ। এর ফলে এয়ারটেলের গ্রাহক সংখ্যা ৩৬.৩৪ কোটিতে পৌঁছেছে। অন্যদিকে ভোডাফোন-আইডিয়ার মোবাইল সংযোজন ছেড়েছেন ১৫.৪২ লক্ষ গ্রাহক। নাগাড়ে গ্রাহক সংখ্যা কমার পর বর্তমানে তাদের গ্রাহক সংখ্যা পৌঁছেছে ২৫.৫১ কোটিতে। ট্রাই জানিয়েছে, জুলাইতে দেশে মোট টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা হয়েছে ১১৭.৩৬ কোটি। জুনে এই সংখ্যা ছিল ১১৭.২৯ কোটি। জুলাইতে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.০৬ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, টেলিকম সংস্থাগুলি রিচার্জের খরচ বাড়িয়ে দেওয়ায় অনেকেই একাধিক সিম ব্যবহার করা ছাড়ছেন ফলে নতুন সংযোগ বৃদ্ধির হার কমছে। ৫ জি পরিষেবা শুরু হলে বিভিন্ন সংস্থার গ্রাহক সংখ্যায় বড় পরিবর্তন হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

জিডিপি কমার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামাল দিয়ে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালেও তা প্রত্যাশার থেকে কম বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশ-বিদেশের নামী রেটিং সংস্থা এবং বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানও দেশের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই করছে।

২০২২-'২৩ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার হয়েছে ১৩.১ শতাংশ। আশা ছিল এই হার ১৫ শতাংশ পেরিয়ে যাবে। প্রথম কোয়ার্টারের খারাপ পারফরমেন্স বার্ষিক হারে প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করা হচ্ছে। রেটিং সংস্থা ফিচ জানিয়েছে, চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি ৭ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। তাদের আগের পূর্বাভাস ছিল ৭.৮ শতাংশ। গোল্ডম্যান স্যাকসও ৭.৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্যদিকে মুডিজ জানিয়েছে, ২০২২-এ জিডিপি ৭.৭ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। তাদের আগের পূর্বাভাস ছিল ৮.৮ শতাংশ বৃদ্ধির। সিটি গ্রুপ ২০২২-'২৩ এ জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬.৭ শতাংশ করেছে। প্রায় সব সংস্থার পূর্বাভাস ছাঁটাই দেশের জিডিপি নিয়ে ফের সংশয় তৈরি করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও শুক্রবার এসসিও-এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করেছেন, জিডিপি ৭.৫ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। যা রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বাভাসের (৭.২ শতাংশ) থেকে অনেকটাই বেশি।

পতন অব্যাহত আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের দামে

অপেক্ষা দিন গোনা মূল্যবৃদ্ধি কম হওয়ার

বোধিসত্ত্ব খান

তেল এবং সোনায় যৌথ পতনে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে এমনটি মনে করা যেতে পারে। আর বিশেষত পুজোর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে বাজারে মানুষ বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে শুরু করেছেন। কেউ বাড়ি রং করাচ্ছেন, কেউ দু'চাকা বা চার চাকা বুকিং করছেন। পোশাক, ভ্রমণ, হোটেল, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি সেক্টরে আবার একটি জোয়ার আসা শুরু হয়েছে। এর ফলে এই সেক্টরগুলিতে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কেনাকাটা করা শুরু হয়েছে।

ভারতীয় শেয়ার বাজার যেন অপেক্ষা করছে বিদেশি শেয়ার বাজারগুলিতে পতন শেষ হওয়ার। একবার যদি ন্যাসড্যাকে সংশোধন বন্ধ হয়, ভারতীয় শেয়ার বাজার যে পূর্ণগতি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে তাতে সন্দেহ কম রয়েছে। এমনিতেই ন্যাসড্যাকে ৫ শতাংশ পতনের পর মনে করা হয়েছিল যে, নিফটি এবং সেনসেক্সও সেই পথই অনুসরণ করে নীচে নামবে। কিন্তু বাস্তবে চিত্রটা ঠিক উলটো। ব্যাংক নিফটির র‍্যালিতে নিফটি এবং সেনসেক্স এক সময় ১৮০০০ ও ৬০০০০ ছাড়িয়ে গেলেও কয়েকদিনের মধ্যে এখন ১৮০০০ এবং ৬০০০০-এর সামান্য নীচে ট্রেড করছে।

অন্যদিকে চেষ্টা করেও আমেরিকার মূল্যবৃদ্ধিকে দমন করা সম্ভব হচ্ছে না। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হওয়া তথ্য অনুযায়ী আমেরিকাতে মূল্যবৃদ্ধি ৮.৩ শতাংশ। অর্থাৎ বড় চিন্তার বিষয়। ভারতেও চিত্রটা খুব একটা সুখকর নয়। এইসময় আমাদের দেশে মূল্যবৃদ্ধি ৭ শতাংশ যা আমাদের সহনীয় অবস্থার থেকে অনেক বেশি। কয়েকবার সুদের হার বৃদ্ধি সত্ত্বেও কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি আয়ত্তে না আসায় এটা খুবই সম্ভব যে আরবিআই আরেক দফা সুদের হার বৃদ্ধি করতে পারে। আর আমেরিকাতে মূল্যবৃদ্ধির তথ্য প্রকাশিত হওয়ার পর ধরেই নিয়েছে যে তাদের কেন্দ্রীয় ফেডারেল ব্যাংক আরেক দফা সুদের হার বৃদ্ধি করতে পারে। তাই একমাসে ন্যাসড্যাকে পতন এসেছে ১২ শতাংশের ওপর।

তবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীরা নিরাশ হচ্ছেন না কেন? তার উত্তরটা সম্ভবত নিহিত রয়েছে জ্বালানি তেল এবং সোনার মধ্যে। আন্তর্জাতিক জ্বালানি তেলের দামে পতন অব্যাহত। প্রতি ব্যারেল তেলের দাম চলছে ৬৮২৩ টাকা। যা ভারতের পক্ষে আশীর্বাদসম। এই তেলের দাম যত কমবে, ততটাই কম খরচ হবে ভারতের। ভারতে দ্বিতীয় যে পণ্যটা সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয়, তা অবশ্যই সোনা। কিন্তু সোনার দামেও বড় পতন স্বস্তি দিচ্ছে সরকারকে। এই সময় ২৪ ক্যারাটের ১০ গ্রাম সোনার দাম চলছে ৪৯,৩১০ টাকা। প্রতি কিলো রুপোর দাম চলছে ৫৬,৩৮৫ টাকা। প্রাকৃতিক গ্যাসে বড় পতন এসেছে গত বৃহস্পতিবার। ৫.২৮ শতাংশ পতনের পর এই পণ্যের দাম চলছে ৬৭৩ টাকা প্রতি এমএমবিটিইউ। অন্যান্য ধাতুর মধ্যে জিঙ্ক এবং লেডে ১ শতাংশের কাছে পতন এলেও অ্যালুমিনিয়ামে ১.৫ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি এসেছে। ডলারের দাম অবশ্য চড়ার দিকে রয়েছে। প্রতি ডলার ট্রেড করছে ৭৯.৮৬ টাকায়।

গত সপ্তাহে নিফটি এবং সেনসেক্স খুবই সামান্য সংশোধন দেখালেও নিফটির বাইরে যে শেয়ারগুলি রয়েছে, তারা প্রায় প্রত্যেকটা সেক্টর ধরেই র‍্যালি করেছে। ফলে তেল এবং সোনায় যৌথ পতনে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে এমনটি মনে করা যেতে পারে। আর বিশেষত পুজোর কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে বাজারে মানুষ বিভিন্ন সামগ্রী কিনতে শুরু করেছেন। কেউ বাড়ি রং করাচ্ছেন, কেউ দু'চাকা বা চার চাকা বুকিং করছেন। পোশাক, ভ্রমণ, হোটেল, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি সেক্টরে আবার একটি জোয়ার আসা শুরু হয়েছে। এর ফলে এই সেক্টরগুলিতে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কেনাকাটা করা শুরু হয়েছে। তবে শুক্রবার সকালে বিভিন্ন এশীয় বাজারে পতন শুরু হওয়ায় ভারতীয় শেয়ার বাজার যে খুব সন্তোষজনক মেজাজে ছিল তেমনটি নয়। এদিন নিক্কেই-এ ০.৮ শতাংশের পতন আসে, কসপি ০.৭ শতাংশ পতন দেখে।

বিশ্বের বিভিন্ন ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি যেমন ফিচ মনে করে যে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি যতটা মনে করা হয়েছিল ততটা বৃদ্ধি নাও পেতে পারে এবং সেটা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মনে নতুন করে দ্বিধার জন্ম দিতে পারে। ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে একটি ভালো খবর হল, ভারতীয় পরিকাঠামোগত উন্নতি। গত কয়েক মাসে ভারত নিরন্তর তাদের যোগাযোগ মাধ্যম উন্নত করে তুলেছে। গত পাঁচ বছরে ভারত তাদের হাইওয়ে প্রসার করেছে গড়ে ২০ কিমির ওপর। এর ফলে লজিস্টিক্স এবং ট্রান্সপোর্টের ওপর তার একটি সদর্থক প্রভাব পড়েছে। একটি দেশের যোগাযোগমাধ্যম যত উন্নত হয় ততটাই তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে। এইসময় আমেরিকার সংকটকালে এই ধরনের বিদেশি এফআইআই এবং এফডিআই অপেক্ষা করে থাকে ভারতের মতো উদীয়মান অর্থনীতির জন্য।

তাই গত কয়েক দশকের তথ্য দেখলে বোঝা যাবে, যখনই ইউরোপ এবং আমেরিকায় সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তখনই বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভারতে। ভারতে এই ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিশ্বজুড়ে যে ক'টি হাতেগোনা দেশ অর্থনীতিতে ভালো অবস্থায় রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ভারত, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া, চিন, ফিলিপিন্স প্রভৃতি। একসময় দেখা যেত যে, ভারতে যখন এফআইআইরা শেয়ার বিক্রি করত, তখন ভারতীয় শেয়ার বাজারে ধস নামত, কিন্তু এখন চিত্র অনেক বদলে গিয়েছে। যে সময় এই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাঁদের হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করেন, ঠিক তখনই ভারতের ডিআইআইরা কেনাকাটা করা শুরু করেন। তার ফলে যতটা বড় পতন হতে পারত, বাস্তবে তা হয়ে ওঠে না।

শুক্রবার সকালের দিকে নিফটি এবং সেনসেক্সে ১ শতাংশের কাছে পতন দেখা যায়। নিফটির ৫০টি শেয়ারের মধ্যে ৪৭টিই পতনের মুখ দেখে। ব্যতিক্রম হিসেবে সিপলা, ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক, সান ফার্মা বৃদ্ধি পায়। আদানি পোর্ট, অ্যাক্সিস ব্যাংক, বিপিসিএল, কোল ইন্ডিয়া, হিরো মোটোকর্প, এইচডিএফসি, ইনফোসিস, টাটা কনজিউমার্স প্রোডাক্ট নীচে নেমে যায়। নিফটির মধ্যে অটো, ব্যাংকিং, আইটি কোম্পানি এবং মেটাল সর্বাধিক পতন দেখে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিফটির মুভমেন্ট ১৭,৫৫০ থেকে ১৮,০৫০-এর মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ একদিকে সাপোর্ট এবং অপরদিকে রেজিস্ট্যান্স। বিশ্ব বাজারে অস্থিরতা কমলে ভারতীয় বাজারের সম্ভাবনা রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার। বিভিন্ন ক্রিপ্টো কারেন্সিগুলির মধ্যে বিটকয়েনের দাম চলছে ১৫.৮ লক্ষ টাকা, ইথেরিয়ামের দাম চলছে ১.১৭ লক্ষ টাকা, কারদানো ৩৭.৩৭ টাকা, পোলকাডট ৫৫২.৫২ এবং পলিগন ৬৪.৭১ টাকা। বিশ্ববাজারে অশান্তি হেতু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি গত কয়েকদিন ধরে ঝিমিয়ে রয়েছে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে গত কয়েকদিনে সবচেয়ে চর্চিত শেয়ারগুলির মধ্যে ছিল বেদান্ত রিসোর্সেস। এই কোম্পানির বিভিন্ন ব্যবসার মধ্যে রয়েছে কয়লা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, তেল উত্তোলন, টেলি কমিউনিকেশন সলিউশনস এবং সম্প্রতি তারা চিপ তৈরির কারখানা খুলেছে ভারতে। যাঁরা গাড়ি, কম্পিউটার, মোবাইল সম্বন্ধে উৎসাহ রাখেন তাঁরা জানেন যে, গত পাঁচ বছর ধরে গোটা বিশ্বজুড়ে চিপের চাহিদা তুঙ্গে। এতটাই যে, বিশ্বের সমস্ত কারখানা মিলিয়েও এর জোগান দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এ অবস্থায় এই চিপের ব্যবহার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রিক সরঞ্জামে রয়েছে। তাই চিপ কারখানা খোলার ঘোষণায় বেদান্তর দাম দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুক্রবার বেদান্তর দাম ৬ শতাংশ কমে গেলেও গত সপ্তাহের হিসেবে তা ১০.৬ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি পেয়েছে। ওদিকে ওড়িশায় একটি কয়লা খনির বরাত পাওয়ার খবরও বেদান্তকে উজ্জীবিত করে। শুক্রবারের সংশোধন একটি প্রফিট বুকিং ধরা যেতে পারে।

বেদান্তর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি হিন্দুস্থান জিঙ্কের বিনিয়োগকারীরাও অপেক্ষা করে রয়েছেন যে কবে ভারত সরকার তাঁদের হাত থেকে ২৫ শতাংশের বেশি অংশীদারিত্ব এতে বিক্রি করে। এমনিতেই বেদান্ত এবং ভারত সরকারের মিলিত অংশীদারিত্ব এই কোম্পানিতে এত বেশি যে, এতে বিনিয়োগকারীদের জন্য ফ্রি ফ্লোট বড় কম। অর্থাৎ সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ট্রেডিং বা বিনিয়োগ করার মতো শেয়ার খোলা বাজারে কম রয়েছে। সরকার তার অংশ বেচে দিলে বাজারে ভলিউম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে এই শেয়ারটির এবং তার সঙ্গে দামবৃদ্ধির। যে একটি কারণে শেয়ার বাজার বেসুরে বাজতে পারে তা হল, আরবিআই-এর আরেকবার রেপো রেট বৃদ্ধি। এমনিতেই বিভিন্ন ব্যাংকিং, নন-ব্যাংকিং, অটো, অটো অ্যানসালারিজ, টায়ার, রিয়েল এস্টেট, সিমেন্ট, হাউস বিল্ডিং মেটেরিয়ালস প্রভৃতিতে আঁচ লেগেছে সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায়। আরও বৃদ্ধি পেলে এই সেক্টরগুলি রীতিমতো ধুঁকতে পারে। তবুও সামনের দু'মাসে অনুরূপ বিক্রিবাটা না হলে কিন্তু এই সেক্টরগুলি বিনিয়োগকারীদের নেকনজরে নাও থাকতে পারে।

তবে, এই কয়েকদিনে বহু শেয়ার তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চস্তর পেরিয়েছে। এর অর্থ হল যে, বাজারে যতই দোদুল্যমানতা থাকুক না কেন, কিছু কিছু শেয়ার অবশ্যই খুব ভালো পারফর্ম করবে। শুক্রবার ম্যাজাগন ডক, ভারত ডায়নামিক্স, কোচিন শিপইয়ার্ড, থারম্যাক্স, আদানি ট্রান্সফরমার্স ইত্যাদি কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছাড়িয়ে যায়। যত দিন যাচ্ছে, ততই পণ্যের আমদানি এবং রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে জাহাজ, যা পণ্যগুলিকে সমুদ্রে পারাপার করে তাদের ভাড়াও অসম্ভব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থায় জাহাজের অপ্রতুল সংখ্যাও দেশকে ভাবাচ্ছে। তাই নতুন জাহাজের চাহিদার ফলে ভারতের নিজস্ব জাহাজ তৈরি করা কোম্পানিগুলির প্রতিও বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং তারই নিদর্শন হল বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানির তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছাড়িয়ে যাওয়া।

ওদিকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আশঙ্কা করছে যে, বিশ্বকে পুনরায় হয়তো আরেকটি অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে। তবে ভারতের ক্ষেত্রে সেইরকম কঠিন মন্দার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। বিগত তিন বছরে বিভিন্ন হাইব্রিড এবং ব্যালান্সড ফান্ডগুলির মধ্যে এসবিআই ইকুইটি হাইব্রিড ফান্ড রিটার্ন দিয়েছে ১৬.৫২ শতাংশ, এইচডিএফসি ব্যালান্সড অ্যাডভান্টেজ ১৮.৬৫ শতাংশ এবং অন্যান্য ইকুইটি বেসড ফান্ডের মধ্যে অ্যাক্সিস ব্লু চিপ ফান্ড ১৭.২ শতাংশ, কোটাক ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড ১৮.৪ শতাংশ, এসবিআই ব্লু চিপ ফান্ড ১৯.২৪ শতাংশ, এইচডিএফসি মিড ক্যাপ অপারচুনিটিজ ফান্ড ২৭.৫৬ শতাংশ ভালো রিটার্ন দিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে বেদান্ত নয় বরং তাদের হোল্ডিং কোম্পানি ভলকান চিপ কারখানা করবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বিক্রির হিড়িক লাগিয়েছেন শুক্রবার। এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক খবরের আদানপ্রদানের বলি হন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। অবশ্য এইজন্য ব্যাপক শেয়ার বিক্রির মুখে পড়েছে এই কোম্পানি।

তেলের দাম কমছে পুজোর মরশুমে। এইসময় পেন্টস কোম্পানিগুলি পুনরায় বিনিয়োগকারীদের চোখের মণি হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। যাঁরা নতুন বিনিয়োগকারী, তাঁদের বিশেষজ্ঞদের মতামত না নিয়ে হঠাৎ করে ঝুঁকি নেওয়া কাম্য নয়। তাঁরা কত বছরের জন্য বিনিয়োগ করতে চান, এসআইপি কেন গুরুত্বপূর্ণ, মার্কেট সংক্রান্ত ঝুঁকি নিতে তাঁরা প্রস্তুত কি না প্রভৃতি বিচার না করে কেবলমাত্র বন্ধুরা করছে বলেই বিনিয়োগ করতে হবে, এমনটি না করাই ভালো। তবে বিভিন্ন সম্পদে বিনিয়োগ করার আগে তাদের কয়েক বছরের রিটার্ন, কে বেশি দেয় বা কে কম দেয়, কোনটার ঝুঁকি বেশি বা কম, এইসব দেখেই বিনিয়োগের কথা ভাবা ভালো।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ এই লেখাটিতে লেখকের বক্তব্য নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা ঃ bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

এই মুহূর্তে নিফটির সাপোর্ট লেভেল ১৭৪১৫, ১৭৩৮৭, ১৭১৩৩, ১৭০৫২ এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ১৭৬৬৪, ১৭৭০০, ১৭৮৪৩, ১৭৯৯৩। এই লেভেলের কথা মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। শেয়ার নির্বাচনেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে।

আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের হাত ধরে ফের ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৫৮৮৪০.৭৯ এবং ১৭৫৩০.৮৫ পয়েন্টে। বিগত সপ্তাহের তুলনায় সূচক নেমেছে ৯৫২.৩৫ এবং ৩০২.৫০ পয়েন্ট। এতেই শেষ নয়। আগামীদিনে আরও নীচে নামতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

সূচকের এই পতনের নেপথ্যে একাধিক কারণ আছে- (১) মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে সেপ্টেম্বরে সুদের হার ০.৭৫ শতাংশ বাড়াতে পারে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। এতেই শেষ নয়। নভেম্বরে আরও ০.৭৫ শতাংশ এবং ডিসেম্বরে আরও ০.৫ শতাংশ সুদের হার বাড়ানো হতে পারে।

এই আশঙ্কায় মার্কিন মুলুক সহ সারা বিশ্বের প্রায় সব শেয়ার বাজার ধাক্কা খেয়েছে। যার প্রভাব পড়েছে এদেশে। (২) জুলাইয়ের তুলনায় মূল্যবৃদ্ধির হার অগাস্টে বাড়ায় রিজার্ভ ব্যাংকও রেপো রেট বাড়ানোর পথে হাঁটতে পারে। অক্টোবর এবং ডিসেম্বরের ঋণ নীতিতে কমপক্ষে ০.৫ শতাংশ রেপো রেট বাড়ানো হতে পারে। (৩) একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং রেটিং সংস্থা জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই করেছে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চিন সহ একাধিক দেশে মন্দার আশঙ্কা ঘনীভূত হওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে। (৫) সূচকের সাম্প্রতিক পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে প্রথমসারির তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি। ইনফোসিস, টিসিএস, এইচসিএল টেকনলজিস, টেক মাহিন্দ্রা, উইপ্রোর শেয়ারদরে বড় পতন সূচকের পতন ত্বরান্বিত করেছে।

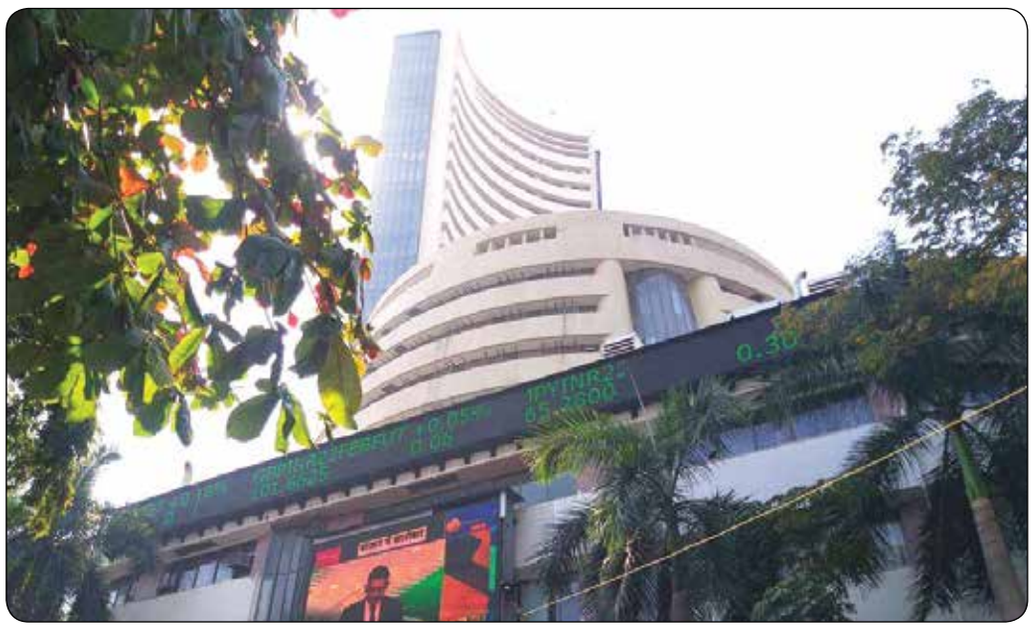

আশঙ্কার পাশাপাশি ইতিবাচক ইস্যুও কম নেই। বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম কমে যাওয়া, বিদেশি লগ্নিকারীদের ফের ভারতের শেয়ার বাজারে লগ্নি বড় পতনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে শেয়ার বাজারকে। এখন উৎসবের মরশুম চলছে। ফলে চাহিদা বাড়বে। যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এর পাশাপাশি, এবার বর্ষা ভালো হওয়ায় শস্যোৎপাদন ভালো হতে পারে। যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে। তাই দীর্ঘমেয়াদে লগ্নি করলে এখনও ভারতীয় শেয়ার বাজার থেকে মুনাফা করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে নিফটির সাপোর্ট লেভেল ১৭৪১৫, ১৭৩৮৭, ১৭১৩৩, ১৭০৫২ এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল ১৭৬৬৪, ১৭৭০০, ১৭৮৪৩, ১৭৯৯৩। এই লেভেলের কথা মাথায় রেখেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। শেয়ার নির্বাচনেও বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। দাম কমলে গুণগত মানে ভালো শেয়ারে অল্প অল্প করে লগ্নির কথা ভাবতে পারেন লগ্নিকারীরা। অন্যদিকে দাম বাড়লে ধাপে ধাপে মুনাফা ঘরে তোলা যেতে পারে। যা পরে কম দামে ফের কিনে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে।

সোনা-রুপোর দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে বিয়ের মরশুম শুরু হলে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে সোনা। আগামীদিনে সোনার থেকেও রুপোয় লগ্নি বেশি লাভজনক হতে পারে।

এ সপ্তাহের শেয়ার

১) টাটা কেমিক্যাল : বর্তমান মূল্য-১১০৫.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৯৪/৪৪১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১০৫০-১০৮৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮১৬৯, টার্গেট-১৪২০।

২) কোল ইন্ডিয়া : বর্তমান মূল্য-২৩১.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪০/১৩৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২২২-২৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪২৩৮৯, টার্গেট-২৮৬।

৩) রিলায়েন্স : বর্তমান মূল্য-২৪৯৯.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৮৫৬/১৯০৬, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৪৪৫-২৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৯০৯০৩, টার্গেট-২৯০০।

৪) আরবিএল ব্যাংক : বর্তমান মূল্য-১২৪.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২২৬/৭৪, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১১৪-১২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৪৫৪, টার্গেট-১৬৫।

৫) ন্যালকো : বর্তমান মূল্য-৭৭.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৩/৬৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৭২-৭৬, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪১৫১, টার্গেট-১২৭।

৬) বাজাজ হেলথ : বর্তমান মূল্য-৩৬৯.৭৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৬/৫, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩৪৫-৩৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১০২০, টার্গেট-৫১০।

৭) স্টারলাইট টেকনো : বর্তমান মূল্য-১৭৮.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩১৮/১২৯, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-১৬৫-১৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭০৯৬, টার্গেট-২৬২।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ ঃ উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

বৃষ্টি আরও ক'দিন, পুজো শুকনোই

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : আয় বৃষ্টি ঝেঁপে...

প্যাচপেচে আবহাওয়ায় আবার বৃষ্টির আহ্বান, কারও মনপসন্দ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যদি বলা হয়, সেপ্টেম্বরের চতুর্থ সপ্তাহে যদি বৃষ্টি হয়, তবে পুজোর সময় আবহাওয়া থাকবে পরিষ্কার, তাহলে?

আবহাওয়া দপ্তর বলছে, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে বৃষ্টি হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সেই সম্ভাবনা যদি বাস্তবের মুখ দেখে, তবে পুজোর দিনগুলি হয়ে উঠবে রৌদ্রোজ্জ্বল। আর তাই, শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, আপাতত শেষ সেপ্টেম্বরের বৃষ্টির ভরসায় বুক বাঁধছেন পুজো উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে আমবাঙালি।

আবহাওয়াবিদরা বলছেন, উত্তরবঙ্গে বর্ষার শেষলগ্নে বা শরৎকালে সচরাচর টানা ১০-১২ দিন বৃষ্টি হয় না। মাঝে অন্তত ৭ থেকে ১০ দিন বিরতি ঘটে। ফলে বৃহস্পতিবার থেকে বঙ্গোপসাগর থেকে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটে, তবে তখন তিন-চারদিন অন্তত বৃষ্টি হবে কিন্তু পুজোর দিনগুলি থাকবে শুকনো।

বিশ্বকর্মাপুজো ভিজলেও দুর্গাপুজোয় এই ছবি বদলের সম্ভাবনা।-সংবাদচিত্র

আশার কথা

- শরৎকালে উত্তরে টানা বৃষ্টি হয় না
- যদি এমাসের শেষ সপ্তাহে বৃষ্টি হয়, তবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ শুকনো থাকবে
- এই আশায় বুক বাঁধছেন পুজো উদ্যোক্তারা

গণেশপুজোর পর বিশ্বকর্মাপুজোর সকালেও বৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুজোর দিনগুলি বৃষ্টিতে পণ্ড হবে কি না, এই আলোচনাই শুরু হয়েছে। তবে শনিবার সকালে বৃষ্টি হলেও বিশ্বকর্মাপুজোর দিন বরুণদেব কিন্তু এদিন একেবারে বিরূপ ছিলেন না। বেলা যত বেড়েছে, আকাশ পরিষ্কার হয়েছে ততই। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, বঙ্গোপসাগরে মেঘ সৃষ্টি না হলে রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই। সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বঙ্গোপসাগরে মেঘ সৃষ্টির জেরে বৃষ্টি হলেও তা হবে স্থানীয় এলাকাতেই। যাকে বলা হয় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাত। অন্যথায় আগামী চারদিন সাধারণত উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে অনুকূল।'

শনিবার সকালের পর বৃষ্টি না হলেও গত ২৪ ঘণ্টার বর্ষণে কিন্তু পাহাড়ের অনেক এলাকাতেই জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক নতুন করে বন্ধ না হলেও সিকিম পাহাড়ের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। পশ্চিম এবং দক্ষিণ সিকিমে শনিবারও প্রবল বর্ষণ হয়েছে। যার জেরে সোরেন, ভার্সে, নামচির মতো জায়গাগুলিতে ধস নামে। তবে প্রশাসনিক তৎপরতায় সন্ধের মধ্যে ধসের মাটি-পাথর সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তবে ভারী বৃষ্টির জন্য লাচুং এবং ইয়াংথাংয়ের মধ্যে সংযোগস্থাপনকারী রাস্তাটির থেকে বালি-পাথর সরিয়ে নেওয়ার কাজে এদিনও ব্যাঘাত ঘটে। ধসের জেরে ওই রাস্তাটি ১০ দিন ধরে বন্ধ রয়েছে।

সিকিমের হোটেল ব্যবসায়ী কল্পক দে'র বক্তব্য, 'প্রতি বছরই বর্ষার সময় এমন ঘটনা ঘটে। তবে এবার যেন একটু বেশি ধস নামছে। আশা করি পুজো পর্যটনের দিকে নজর রেখে প্রশাসন পদক্ষেপ করবে।'

কালিম্পং জেলাতেও কয়েকটি জায়গায় ছোট ধস নামে। তবে তার জন্য সেই অর্থে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়নি। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক আর বিমলার বক্তব্য, 'ধস নামার সঙ্গে সঙ্গেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হলে তেমন কোনও সমস্যা দেখা দেবে না।' এদিন ধস নামে দার্জিলিং জেলার তিনধারিয়া এবং রংটংয়ের মধ্যে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কেও। যার জেরে টয়ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

আট মাস ধরে গ্রন্থাগারিক নেই

পরিষেবা মেলে না এডওয়ার্ড লাইব্রেরিতে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৭ সেপ্টেম্বর : ব্রিটেনের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিতে আলিপুরদুয়ারে তৈরি হয়েছিল সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল লাইব্রেরি। সেটা ১৯১৭ সাল। পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের মর্যাদা পায় এই লাইব্রেরি। যদিও লোকের মুখে এখনও 'এডওয়ার্ড লাইব্রেরি' নামটাই প্রচলিত। পাঠক সংখ্যা কয়েক হাজার। এহেন শতবর্ষ পুরোনো গ্রন্থাগারের এখন বেহাল দশা। প্রায় আট মাস আগে অবসর নিয়েছেন গ্রন্থাগারিক। তারপর থেকে নিয়োগ করা হয়নি কাউকে। পরিস্থিতি এমন যে, নৈশপ্রহরী ও লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট মিলে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের কাজ সামলাচ্ছেন। কোনওদিন একজন অনুপস্থিত থাকলেই আর কোনও পরিষেবা পান না পাঠকরা। গ্রন্থাগারিক না থাকায় প্রশাসনিক ও অর্থসংক্রান্ত কাজগুলিও থমকে গিয়েছে। হাজার হাজার পাঠককে প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

তবে সমস্যার কথা মানতে চাননি জেলা গ্রন্থাগারিক শিবনাথ দে। এডওয়ার্ড লাইব্রেরিতে সব পরিষেবা ঠিকঠাক চলছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এমনকি স্কুল পড়ুয়া পাঠকের সংখ্যাও বেড়েছে বলে দাবি করেছেন শিবনাথবাবু। তিনি জানান, কর্মীসমস্যা দূর করতে অতিরিক্ত কর্মী রোটেশন হিসেবে কাজ করছেন। এতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দ্রুত সমস্যা মিটবে বলে আশা দিয়েছেন জেলা গ্রন্থাগারিক।

ঐতিহ্য হারিয়েছে আলিপুরদুয়ারের এডওয়ার্ড লাইব্রেরি। -সংবাদচিত্র

গ্রন্থাগারে বই নেওয়া ও দেওয়া ছাড়াও গ্রন্থাগারিকের বিভিন্ন কাজ থাকে। বিভিন্ন বইয়ে নম্বর দেওয়া, গ্রন্থাগারে যে সব বই ও পত্রপত্রিকা আসে, তার দাম দেওয়া, আরও নানা খরচের হিসেব রাখতে হয় তাঁকে। বিভিন্ন অনুদানের টাকা নির্দিষ্ট খাতে খরচ করে গ্রন্থাগারের পরিষেবা বজায় রাখাও গ্রন্থাগারিকের কাজ। এছাড়া সময়মতো গ্রন্থাগার খোলা-বন্ধ করা ও পাঠকের সুবিধার বিষয়েও নজর রাখতে হয় তাঁকে। পূর্ণ সময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত কর্মী না থাকায় এডওয়ার্ড লাইব্রেরিতে এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সুমন সাহা নামে এক চাকরিপ্রার্থী জানান, চাকরির পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ও নতুন বইয়ের অভাব রয়েছে। এছাড়া সাধারণ পরিষেবাও মেলে না। এডওয়ার্ড লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে উঠুক। দীপক নামে এক কলেজ পড়ুয়ার কথায়, 'এডওয়ার্ড লাইব্রেরিতে এখন তেমন কেউ আসে না। পাঠ্যবইয়ের অভাবও রয়েছে। তাই লাইব্রেরিতে আসার প্রতি আগ্রহ ক্রমশ কমছে।'

সম্প্রতি এডওয়ার্ড লাইব্রেরিকে জেলা গ্রন্থাগার করার দাবি উঠেছিল। জেলা গ্রন্থাগারের সাইনবোর্ডও লাগানো হয়েছিল। তবে তা এখন খোলা হয়েছে। তবে গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতিতে জেলা গ্রন্থাগারিককে সভাপতি নির্বাচিত করে আর্থিক লেনদেনজনিত সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রন্থাগারের নামে এতদিন নিজস্ব জমি ছিল না। তবে সম্প্রতি গ্রন্থাগারের নামে নিজস্ব জমির কাগজপত্র তৈরি করে নতুন ভবন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে আধিকারিকদের কার্যালয় ও কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে বলে জেলা গ্রন্থাগারিক জানান। এরপর কর্মী নিয়োগ করা হলে সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে আশা করছেন জেলা গ্রন্থাগারিক। পাঠকদের দাবি, দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে সব রকমের পরিষেবা চালু করা হোক। তবে সমস্যা দূর করে গ্রন্থাগারের সবরকম পরিষেবা চালুর দাবি পাঠকদের।

ফেসবুকে ছবি দেখে ডুয়ার্সে বাংলাদেশি পর্যটকরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্সের দুয়ার বাংলাদেশের ভ্রমণপিপাসুদের কাছেও খুলে দিতে শনিবার ঝালং-জলঢাকা পরিদর্শন করল সেদেশের পর্যটন ব্যবসায়ীদের ১৬ সদস্যর একটি দল। এদিন দুপুরে তাঁরা জলদাপাড়া থেকে ঝালং-এ আসেন। সেখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। মোহিত হয়ে পড়তে দেখা যায় তাঁদের। বাংলাদেশের দলটির সঙ্গে ছিলেন ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্তা ও ঝালংয়ের পর্যটন ব্যবসায়ী সম্পত আগরওয়ালা।

প্রতিবেশী দেশের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ডুয়ার্স টুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও টুর অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই ডুয়ার্সের পর্যটন নিয়ে আলোচনা চলছিল। এরপরই বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবসায়ীরা এখানে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তাঁরা ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখছেন। ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় ডুয়ার্সের নানা স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিডিও ও ছবি আপলোড করাও শুরু করে দিয়েছেন। তা দেখে বহু বাংলাদেশি পর্যটক এখানে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করছেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

ওপার বাংলার পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষে, সেখানকার টুরিজম গভর্নিং বডির সদস্য মহম্মদ রাফিউজ্জামান বলেন, 'পর্যটনে ডুয়ার্সের সম্ভাবনা অপার। আমাদের দেশের পর্যটকরা যাতে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর এই এলাকাতেও আসেন, সেই প্রচেষ্টাই করা হবে। এই সফরের পর দু'দেশেরই পর্যটনশিল্প উপকৃত হবে বলেই মনে করি।' সম্পতবাবু বলেন, 'ঝালং ও জলঢাকা দেখে অতিথিরা অত্যন্ত খুশি। বাংলাদেশের পর্যটকদের স্বাগত জানাতে আমরা মুখিয়ে আছি।'

রবিবার লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে ইন্দো-বাংলাদেশ টুরিজম প্রোমোশনাল নামে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের ওই পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতের আদানপ্রদান হবে। ডুয়ার্সকে কীভাবে পাকাপোক্তভাবে পর্যটন মানচিত্রে নিয়ে আসা যায় তার উপর ওপার বাংলার পরামর্শ নেবেন এখানকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এদিন ঝালং-জলঢাকা পরিদর্শন করার পর সন্ধ্যায় বাংলাদেশের পর্যটন ব্যবসায়ীরা মূর্তিতে আসেন। সেখানে তাঁদের আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়।

যন্ত্রের আরাধনা...

এনবিএসটিসির আলিপুরদুয়ার ডিপোতে বাসের সামনে পুজো। শনিবার বিশ্বকর্মাপুজোয়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নতুন সাজে অম্বিয়ক, বসল সেলফি সাইনেজ

অম্বিয়ক, ১৭ সেপ্টেম্বর : এখানকার সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছেও পরিচিত। সবুজ চা বাগান, পাহাড়ের বাঁক, ফুলের বাগান নিয়ে সকলকে আমন্ত্রণ জানাতে প্রস্তুত অম্বিয়ক। গরুবাথান থেকে লাভাগামী পথে অনেকেই অম্বিয়কে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ান।

এলাকাটিকে পর্যটকদের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে 'আই লাভ অম্বিয়ক' সেলফি সাইনেজ বসাল স্থানীয় একটি ক্লাব। শনিবার কোঠি দাড়া এলাকায় ওই সাইনেজটির উদ্বোধন হয়। সাইপাতি ক্লাবের উদ্যোগে এই বোর্ড বসানো হয়েছে। জিটিএ'র স্থানীয় সদস্য রতন থাপা এদিন এই সেলফি সাইনেজ উদ্বোধন করেন। উদ্যোগীদের আশা পর্যটকদের কাছে এই বোর্ড জনপ্রিয় হবে। অনেকেই এখন এখানে সময় কাটাবেন। আশপাশের দোকানগুলিতে বিক্রিও বাড়বে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে।

ক্লাব সম্পাদক গঙ্গারাম ব্লোন বলেন, 'আমাদের এলাকা দিয়ে প্রচুর পর্যটক যাতায়াত করেন। তাঁদের কাছে অম্বিয়ককে জনপ্রিয় করে তুলতেই এই সাইনেজ বসানো হল।' উদ্বোধন উপলক্ষ্যে এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৃষ্টি কমতেই অনেকে সেলফি সাইনেজের সামনে দাঁড়িয়ে সেলফি তোলেন।

'আই লাভ অম্বিয়ক' সেলফি সাইনেজ। ছবি : বিদেশ বসু

নয়া ১৭৭টি জলপ্রকল্প

তপনকুমার বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ২০২৪ সালের মধ্যে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ১৭৭টি পানীয় জলপ্রকল্প গড়বে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। জেলার ৯টি ব্লকের ৯৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে নলবাহিত পানীয় জল।

২০১৯ সাল থেকে জল জীবন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে খবর, জেলায় ৬ লক্ষ ১৫ হাজার বাড়িতে নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ১ লক্ষ ২০ হাজার বাড়িতে ইতিমধ্যে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুর জেলায় আরও ১৭৭টি পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি করার প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে।

চোপড়া ব্লকে ২১টি পানীয় জলপ্রকল্প, গোয়ালপোখর-১ ব্লকে ১৭টি, গোয়ালপোখর-২ ব্লকে তৈরি হবে ২৫টি, হেমতাবাদ ব্লকে ১০টি পানীয় জলপ্রকল্প তৈরি হবে। ইসলামপুর ব্লকে তৈরি হবে ২২টি এবং কালিয়াগঞ্জ ব্লকে ১৬টি পানীয় জলপ্রকল্প। করণদিঘি ব্লকে ২৮ এবং রায়গঞ্জ ব্লকে ২৭ ও ইটাহার ব্লকে ১১টি পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ হবে। ওই ১৭৭টি প্রকল্পের জন্য ৪৩০টি প্লট প্রয়োজন। জমির বিষয়ে সহযোগিতা করছে জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ৯০ শতাংশ জমির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি পানীয় জলপ্রকল্পে কোথাও ২টি, আবার কোথাও ৩টি করে পাম্প বসানো হবে। এরপর বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে জল।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জেলা প্রশাসন পানীয় জলপ্রকল্পের কাজের গতিপ্রকৃতিতে নিয়মিত নজর রাখছে। উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি ফারহাত বানু বলেন, 'প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা পরিষদ সমন্বয় রেখে চলেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সঙ্গে।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলি নিয়ে উদ্বেগ

সময় বাড়লেও ভর্তিতে সাড়া নেই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : স্নাতকস্তরে ভর্তির সময়সীমা নতুন করে বাড়ানো হলেও, তাতে সাড়া মিলল না। ভর্তির নির্দিষ্ট সময় পেরোনোর পর দেখা যায়, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা একটা বড় অংশের কলেজে প্রায় ৫০ শতাংশ আসন ফাঁকা। এই ছবিতে স্বভাবতই উদ্বেগ ছড়িয়েছিল শিক্ষামহলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে উদ্যোগী হয় উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ভর্তির আবেদনের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১২ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিটি কলেজের ভর্তির পোর্টাল খোলা ছিল। কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হল না। কোথাও ২০টি আবেদন জমা পড়েছে। আবার কোথাও সংখ্যাটি ৫০।

ওই আসন ফাঁকা রেখেই কী তবে পঠনপাঠন শুরু করতে হবে? সেটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুনাম রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এমন কয়েকটি কলেজ ছাড়া বাকিদের পরিস্থিতি এক। গত বছরের তুলনায় ভর্তির সংখ্যাটা অনেকটা কম। এপ্রসঙ্গে অল বেঙ্গল প্রিন্সিপালস কাউন্সিলের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের সেক্রেটারি তথা নকশালবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সমীরেন্দ্র সরকারের বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার আশা করেছিল, সময়সীমা বাড়ালে হয়তো পড়ুয়া ভর্তির সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু নতুন করে যে খুব একটা আবেদন জমা পড়বে না, তা আমরা বুঝে গিয়েছি।'

গত বছর নকশালবাড়ি কলেজে প্রথম সিমেস্টারে ১০৩৪ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছিলেন। এবছর ভর্তির সংখ্যা মাত্র ৬০০। ঘোষপুকুর কলেজে ১০০০টি আসনে এখনও পর্যন্ত ৪৪০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন। মুন্সী প্রেমচাঁদ কলেজে আসনের তুলনায় এখনও পর্যন্ত ভর্তির সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। ১০৭০টি আসনে ভর্তি হয়েছেন ৪১১ জন। গত বছর এই কলেজে ভর্তির হয়েছিলেন ৯৬০ জন। শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ে ৭০০ আসনের মধ্যে ৩৫০ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্বেগ

- প্রথম পর্যায়ে ভর্তির পর অধিকাংশ আসন ফাঁকা ছিল
- আবেদনের সময়সীমা বাড়িয়েও সাড়া মিলল না
- হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ ছাড়া সবক'টির অবস্থা এক
- সাধারণ স্নাতকের পর কাজের সুযোগ কম মিলছে
- তাই টেকনিকাল কোর্সে ঝুঁকছে নতুন প্রজন্ম

প্রথমে বলা হয়েছিল, ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ক্লাস শুরু করতে হবে। নতুন করে আবেদনের সময়সীমা বাড়ানোয় ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করার সময়ও বেড়েছে। সেক্ষেত্রে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করতে বলা হয়েছে। তবে পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে আগামী সোমবার থেকে প্রতিটি কলেজে ক্লাস শুরু হয়ে যাচ্ছে।

এবার যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কোনও কারণবশত আগে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেননি। আবার কেউ কলেজে পালটাতে চান, তাই নতুন করে আবেদন করেছেন।

ভর্তির ক্ষেত্রে এই অনীহার কারণ কী? শিক্ষক মহলের মতে, অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের এমন কোর্সে ভর্তি করতে চাইছেন, যেখান থেকে বেরিয়ে খুব সহজেই কাজের সুযোগ মেলে। আর বর্তমান সময়ে সাধারণ স্নাতক ডিগ্রিতে সেই সুযোগ নেই বললেই চলে। এমন পরিস্থিতিতে টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা দিন-দিন বাড়ছে।

মোদির জন্মদিন পালন

ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : শনিপুজো দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গলকামনা করে নরেন্দ্র মোদির ৭৩তম জন্মদিন পালন করলেন ইসলামপুর শহরের ব্লকপাড়ার সুজন পাল। শনিবার সন্ধ্যায় ইসলামপুর শহরের নেতাজিপল্লি শনি মন্দিরে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর মঙ্গলকামনা করে শনিপুজো করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ৭২টি প্রদীপ মন্দির প্রাঙ্গণে জ্বালানো হয়েছিল।

সমাবর্তনে স্মারক উপহার

ওদলাবাড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাল ব্লকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সরকারি নির্দেশ মেনে দেশজুড়ে শনিবার বিশ্বকর্মাপুজোর দিন আগামীদিনের বিশ্বকর্মার কারিগরদের হাতে শংসাপত্র ও স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটের টিচার ইনচার্জ তনুময় মিত্র জানান, ২০২২ সালে এই ইনস্টিটিউট থেকে মোট ১১০ জন ছাত্রছাত্রী চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছিল। শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রীদের সামনে একাধিক পরিকাঠামোগত সমস্যা দেখা দিলেও এবারের ফাইনাল পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০২ জন। কারিগরি বিদ্যায় সফলভাবে উত্তীর্ণ সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে আগামী কর্মজীবনের সাফল্য কামনা করে শংসাপত্র ও স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। এদিনের সমাবর্তনে যোগদান করতে পেরে খুশি রাহুল তরফদার, বিষ্ণু রায়ের মতো সফল ছাত্ররা।

রিজার্ভেশন ফর্ম নেই, টিকিট বুকিংয়ের আবেদন সাদা কাগজে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : মিলছে না ট্রেনের সংরক্ষিত টিকিট বুকিংয়ের নির্দিষ্ট ফর্ম (রিজার্ভেশন ফর্ম)। স্টেশনগুলির বুকিং কাউন্টার থেকে দেওয়া সাদা কাগজে লিখে টিকিট বুকিং করতে হচ্ছে। রেলের তরফে এভাবে সাদা কাগজে ফর্ম পূরণ করতে অনেক যাত্রীকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। অনেক যাত্রী নিজে পূরণ করতে না পেরে অন্যের সাহায্য নিচ্ছেন। জলপাইগুড়ি শুধু নয় উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ স্টেশনে এই সমস্যা রয়েছে। অভিযোগ, রিজার্ভেশন ফর্ম পাওয়া না গেলেও রেলের কোনও হেলদোল নেই। কবে ছাপানো ফর্ম আসবে স্টেশন থেকে কিছুই জানানো সম্ভব হচ্ছে না।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের জুন মাসে দার্জিলিং পাহাড়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার আন্দোলন ও বনধের সময় ক্ষতি হয় রেলের কার্সিয়াংয়ের ছাপাখানাটির। সেই সময় থেকে ছাপানো টিকিটের রিজার্ভেশন ফর্মের দেখা নেই।

রেল সূত্রে খবর, ২০১৭ সালের আন্দোলনের পর কিছু মজুত থাকা ছাপানো ফর্ম বেশ কয়েক মাস যাত্রী পরিষেবায় দেওয়া হয়েছিল। তারপর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অধিকাংশ টিকিট বুকিং কাউন্টার থেকে সাদা কাগজে সিলমোহর দেওয়া ফর্ম দেওয়া হচ্ছিল। এর আগে কয়েক মাস অন্য এলাকা থেকে ছাপানো ফর্ম বিলি করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ছাপানো ফর্ম দীর্ঘদিন ধরে দেওয়া বন্ধ আছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সিলমোহর দেওয়া সাদা কাগজের ফর্ম দেওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার বুকিং কাউন্টার থেকে কেবলমাত্র সাদা কাগজ দেওয়া হচ্ছে।

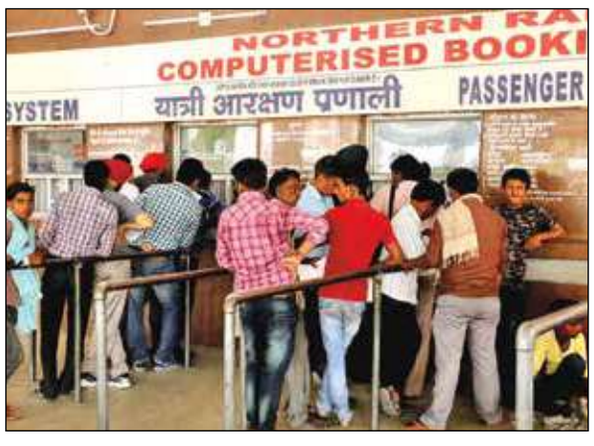

জলপাইগুড়ি শহরের এক যাত্রী প্রলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সিলমোহর দেওয়া সাদা কাগজ নয়। এখন সাদা কাগজ দেওয়া হচ্ছে। তাতেই আবেদন করতে হচ্ছে।'

এদিন টিকিট কাটতে আসা সুভাষ কর্মকার হাতে সাদা কাগজ পেয়ে হতাশ হয়েছেন। তিনি বলেন, কাউন্টারে জিজ্ঞেস করতেই সাদা কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হয়। তাতে আগের ছাপানো ফর্মের ফর্ম্যাটে পূরণ করতে বলা হয়। এটা কি সম্ভব?

সমস্যা যেখানে

- সাদা কাগজে ফর্ম পূরণ করতে যাত্রীদের হিমসিম খেতে হচ্ছে
- সিলমোহর দেওয়া সাদা কাগজের ফর্ম দেওয়াও বন্ধ
- ছাপানো ফর্মে রিটার্ন টিকিটের জন্য ফর্ম পূরণের আলাদা কাগজ
- আন্দাজে ফর্ম পূরণ করতে হচ্ছে
- রেলের কার্সিয়াংয়ের ছাপাখানাটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সমস্যা

ছাপানো ফর্মে রিটার্ন টিকিটের জন্য ফর্ম পূরণের আলাদা জায়গা থাকে। সাদা কাগজে সেসব তো কিছুই নেই। যাত্রীরা তাই কীভাবে লিখবেন বুঝতে না পেরে আরেকটি সাদা কাগজ চেয়ে নিচ্ছেন। এতে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

আরেক যাত্রী সুবীর মোহন্ত বলেন, 'কীভাবে রিটার্ন টিকিট কাটব আমরা তো বুঝতে পারছি না। খুবই সমস্যা হচ্ছে।' শিলিগুড়ির বাসিন্দা রতন কর্মকার বলেন, 'টাউন স্টেশনের বুকিং কাউন্টারে গিয়েছিলাম টিকিট কাটতে। কাউন্টার থেকে জানাল রির্জাভেশন ফর্ম নেই। সাদা কাগজ দেওয়া হল। তাতেই আবেদন করতে হবে। এটা খুবই সমস্যার। কবে ছাপানো ফর্ম পাওয়া যাবে রেল কর্তৃপক্ষ কিছুই বলতে পারছে না।'

জলপাইগুড়ি নাগরিক মঞ্চের মুখপাত্র প্রাক্তন বিধায়ক গোবিন্দ রায় বলেন, কখনও ট্রেনের স্টপেজ তুলে দেওয়া হচ্ছে, কখনও সংরক্ষিত কামরার রির্জাভেশন ফর্মের বদলে সাদা কাগজ দেওয়া হচ্ছে। এটা কি স্কুলে ক্লাস পরীক্ষা চলছে না কি? নাগরিক হয়রানি এতে আরও বাড়ছে।

জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনের সিনিয়ার কমার্সিয়াল ক্লার্ক পার্থ রায় বলেন, 'ছাপানো ফর্ম না এলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' রেলের মেটিরিয়াল বিভাগের এক পদস্থ কর্তা জানান, ছাপাখানা বন্ধ হওয়ার পরেও অন্য জায়গা থেকে ছাপানো ফর্ম আনা হয়েছিল। ফের আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১৯৪৭ এবং ২০২২

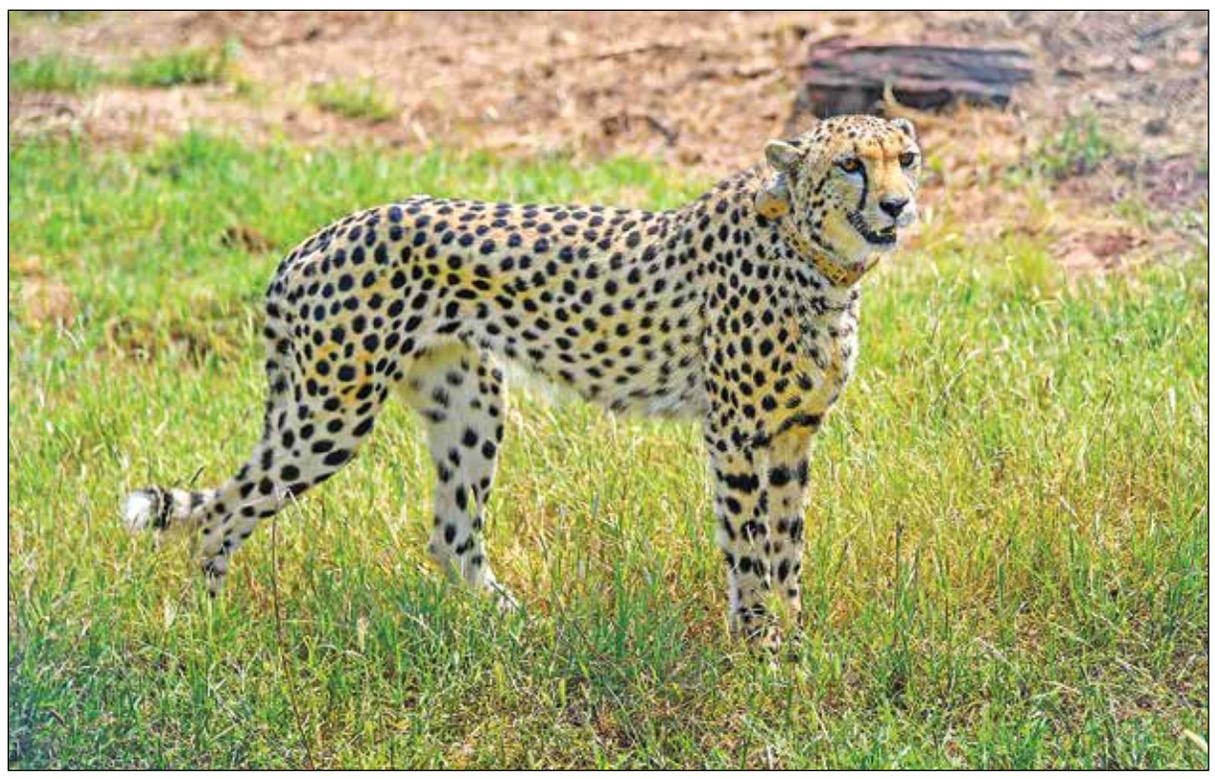

রামানুজ প্রতাপ সিং ১৯৪৭ সালে তিনটি চিতা শিকার করেছিলেন ছত্তিশগড়ে। নামিবিয়া থেকে ৮টি চিতা আসার পর সেই পুরোনো ছবি ভাইরাল। ভারতে চিতার এটিই শেষ ছবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চিতার দলকে মুক্তি দেওয়ার পর প্রথমে তারা হতচকিত হয়ে পড়ে। হাজার হোক, এ তো হাজার হাজার মাইল দূরে অন্য মহাদেশ! তারপর আস্তে আস্তে তারা থিতু হয় মুক্ত পরিবেশে। চিতার ছবিগুলি সব প্রধানমন্ত্রীর টুইটার থেকেই পাওয়া।

খাঁচামুক্ত অষ্টচিতা ফুরফুরেই

ভুপাল, ১৭ সেপ্টেম্বর : দেশজুড়ে সেবা কার্যক্রম, মিষ্টিমুখ করে যখন তাঁর জন্মদিন পালন চলছে, তখন মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে হাজির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার ভারতে চিতা প্রজাতির 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' হল তাঁর হাতেই। এজন্য সুদূর নামিবিয়া থেকে ৮টি চিতাকে আনা হয়েছে। গোয়ালিয়র থেকে চিতাগুলিকে কুনো জাতীয় উদ্যানে পৌঁছে দিয়েছিল বায়ুসেনার হেলিকপ্টার। খাঁচাবন্দি চিতাদের মুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হাতল ঘুরিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিচ্ছেন মোদি। একের পর এক খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসছে চিতা। সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করছেন তিনি। চিতাগুলি খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার পর হাততালি দিতে দেখা যাচ্ছে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রীকে।

তিনি বলেন, 'কয়েকদশক আগে জীববৈচিত্র্যের একটি যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল। আজ আমরা সেটি যুক্ত করার সুযোগ পেয়েছি।' মোদি আরও বলেন, 'চিতারা আবার আমাদের দেশে ফিরে এসেছে। এই ঐতিহাসিক দিনে আমি ভারতবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। নামিবিয়া সরকারকে ধন্যবাদ। তাঁদের সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।' ভারতে চিতার আবির্ভাব দিবস হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে বেছে নেওয়া শাসক শিবিরের প্রচার পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করছে বিরোধী শিবির। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের টুইট, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। যেভাবে তিনি বিলুপ্ত চিতাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, সেভাবেই যেন লুপ্ত হয়ে যাওয়া সাংবিধানিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে নজর দেন।

গত শতকের শুরুতেও ভারতের জঙ্গলে চিতার দেখা মিলত। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল ছিল তাদের বিচরণক্ষেত্র। ঔপনিবেশিক আমলে ব্যাপক শিকারের জেরে চিতার সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকে। ১৯৫২-য় ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যায় চিতা। গত ৭ দশকে আফ্রিকা থেকে চিতা এনে এখানকার জঙ্গলে ছাড়ার একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কোনও চেষ্টা সফল হয়নি। নামিবিয়ার চিতা এদেশের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিলে তাদের বংশধররা ভারতীয় প্রজাতি হিসাবে গণ্য হবে। সদ্য আসা চিতাগুলির নতুন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কয়েকদিন সময় লাগবে। এইসময় তাদের জঙ্গলের একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে বিচরণ করতে দেওয়া হবে। এজন্য ওই এলাকাকে জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। চিতাগুলির গলায় বাঁধা রয়েছে বিশেষ ধরনের রেডিও কলার। যার সাহায্যে তাদের চিহ্নিত করা যাবে। পরবর্তীকালে তাদের জঙ্গলের কোর অঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, প্রজেক্ট চিতার মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে আফ্রিকা থেকে আরও ৫০টি চিতাকে ভারতে আনা হবে। পরিকল্পনা সফল হলে অদূর ভবিষ্যতে চিতার স্থায়ী ঠিকানা হবে ভারত।

জটিলতা উত্তরবঙ্গের তিন বিমানবন্দর নিয়ে

জ্যোতিরাদিত্যকে নালিশ জানাবে তৃণমূল

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের তিন বিমানবন্দর নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতার মীমাংসা খুঁজতে এবার সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হতে চলেছে তৃণমূল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০টায় দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে দেখা করে এই বিষয়ে নালিশ জানাবেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। তৃণমূলের লোকসভা দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওইদিন সিন্ধিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন দলের তিন বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সুখেন্দুশেখর রায়। মঙ্গলবার দিল্লির সফদরজং এয়ারপোর্টে রাজীব গান্ধি ভবনে উপস্থিত হয়ে রাজ্যের বকেয়া বিমান পরিবহণ প্রকল্প তথা নব্য প্রস্তাবিত উত্তরবঙ্গের তিন বিমানবন্দর নিয়ে সৃষ্টি হওয়া কেন্দ্রীয় জটিলতার সুরাহা খুঁজবেন মমতা ব্রিগেডের চার বর্ষীয়ান সাংসদ।

বৃহস্পতিবার টাটা মেটালিক্স সম্প্রসারিত কারখানার উদ্বোধনে খড়গপুর স্টেডিয়ামে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেখান থেকেই হেলিপ্যাড এবং বিমানবন্দর সম্পর্কে বিরাট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নালিশ করেন, 'কোচবিহার, বালুরঘাট, মালদায় বিমানবন্দরের জন্য জমি তৈরি আছে। কিন্তু কেন্দ্র অনুমতি দিচ্ছে না।' তিনি এও বলেন, সরকারের উদাসীনতার জন্য রাজ্যে পর্যাপ্ত হেলিপ্যাড তৈরি করা যাচ্ছে না। বাংলায় মোট ২৬ হেলিপ্যাড তৈরি করেছে তৃণমূল সরকার। এবার পুরুলিয়াতেও বিমানবন্দর হবে। কিন্তু কেন্দ্র এসব বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে আছে। রাজ্য নিয়ে কোনও হেলদোল নেই তাদের। মমতার এই ঘোষণার পরেই তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এরপর, তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশে সরাসরি দিল্লিতে এসে মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদীয় প্রতিনিধিরা। কেন্দ্রের স্বল্পদূরত্বে ছোট বিমান যাত্রাপথের জন্য প্রস্তাবিত 'উড়ান' প্রকল্পের অধীন উত্তরবঙ্গের এই তিন বিমানবন্দর নির্মাণ দীর্ঘদিন ধরেই বকেয়া পড়ে আছে। রাজ্যের এই তিন প্রস্তাবিত বিমানবন্দর নিয়ে সৃষ্টি হওয়া জটিলতা কাটিয়ে ওঠার জন্যই উদ্যোগী তৃণমূল।

জমি দেওয়া সত্ত্বেও সক্রিয় হচ্ছে না রাজ্যের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই মর্মে বারবার অভিযোগ আনলেও কেন্দ্রের বয়ান ছিল ঠিক উলটো। দমদমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ওপর চাপ কমাতে কলকাতার কাছেই দ্বিতীয় বিমানবন্দরের জন্য জমি খুঁজছে বলে জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। ভাঙড়েও জমি দেখার কাজ নাকি শুরু হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই গত ফেব্রুয়ারিতে বোমা ফাটান কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তাঁর দাবি, কলকাতায় দ্বিতীয় এয়ারপোর্টের জন্য জমি দিচ্ছে না রাজ্য। সিন্ধিয়া বলেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতায় দ্বিতীয় এয়ারপোর্ট তৈরি করার জন্য আগ্রহী। এতে বাংলার সঙ্গে বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে গোটা দেশের। কিন্তু রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণে সেই প্রকল্প বিশ বাঁও জলে।

হিজাব না পরার শাস্তি মৃত্যু

তেহরান, ১৭ সেপ্টেম্বর : দোষের মধ্যে, হিজাবে মাথা ঢাকা ছিল না বছর বাইশের তরুণী মাশা আমিনির। এই অভিযোগে তাঁকে আটক করে ইরানের নীতি পুলিশ। শুক্রবার পুলিশি হেপাজতে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় ওই তরুণীর।

খবরটি প্রথম জানা যায় ইরানের একটি সংবাদ সংস্থার কাছ থেকে। এরপর সমালোচনা শুরু হতেই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি।

বৃহস্পতিবার পরিবারের সঙ্গে গাড়িতে ইরানের কুর্দিস্তান থেকে তেহরানে এক আত্মীয়ের বাড়ি আসছিলেন মাশা। সেই সময় তাঁদের

ইরানের মাশা আমিনি : যাঁর মৃত্যু নিয়ে বিশ্ব তোলপাড়।

গাড়ি আটকায় নীতি পুলিশ। ইসলামি রীতি মেনে মহিলারা পোশাকপরিচ্ছদ পরছেন কি না, সেসব দেখার দায়িত্ব এই নীতি পুলিশের।

পুলিশের অভিযোগ, সেদিন গাড়িতে মাশার মাথায় হিজাব ছিল না। কিন্তু মৃতার পরিবারের পালটা বক্তব্য, হিজাব ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের সামনেই মাশাকে গাড়ি থেকে জোর করে নামিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়।

মাশার ভাই কিয়ারাশ জানিয়েছেন, তাঁর বোনকে ঘণ্টাখানেকের জন্য স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল পুলিশ। কারণ, তাঁর নাকি নীতিশিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু এরপর মাশার পরিবার থানায় গিয়ে দেখে, একটি অ্যাম্বুল্যান্স সেখানে দাঁড়িয়ে। তারপর থানা থেকে তাঁদের জানানো হয়, হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় মাশাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ পরেই জানানো হয়, মাশার মৃত্যু হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান এই ঘটনায় টুইট করে জানিয়েছেন, ইরানি তরুণীর মৃত্যু ও তার পরবর্তী ঘটনাবলির দিকে নজর রয়েছে ওয়াশিংটনের। ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। মাশার মৃত্যুকে পুলিশি হেপাজতে মৃত্যু বলে দাবি করেছেন ইরানি মানবাধিকারকর্মীরা। তাঁদের বক্তব্য, ইসলামি মৌলবাদের বলি হতে হল মাশাকে।

চিনের জন্য জঙ্গি তকমা এড়াল সাজিদ

নিউ ইয়র্ক, ১৭ সেপ্টেম্বর : চিনের বাধায় ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী লস্কর-ই-তৈবার সদস্য সাজিদ মিরকে 'কালো তালিকাভুক্ত' করার প্রস্তাব পাশ হল না রাষ্ট্রসংঘের সভায়। প্রস্তাবটি এনেছিল আমেরিকা, যাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল ভারতের।

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ আল কায়দা নিষেধাজ্ঞা কমিটিতে সাজিদকে 'আন্তর্জাতিক জঙ্গি' তকমা দেওয়ার দাবি তুলেছিল আমেরিকা। ভারত এই প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। প্রস্তাব পাশ হলে সাজিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারত। সেইসঙ্গে রাশ টানা যেত তার অবাধ গতিবিধিতেও। সাজিদের মাথার দাম ৫০ লক্ষ ডলার ঘোষণা করেছিল আমেরিকা। কিন্তু ওয়াশিংটনের প্রস্তাবে আপত্তি করে বেজিং।

তবে কেবল সাজিদ নয়, পাকিস্তানে ঘাঁটি গাড়া এমন বহু জঙ্গি রয়েছে, যাদের নাম আন্তর্জাতিক জঙ্গি তালিকায় তোলার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে চিনের।

আসল না নকল

ব্রাজিলের সৈকতে লক্ষ লক্ষ কুমির ঘুরে বেড়াচ্ছে, গত কদিন ধরে বিশ্বে এই ছবি ভাইরাল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা কুমির নয়। অ্যালিগেটর জাতীয় প্রাণী। সৈকত বলতে যা বলা হচ্ছে, তাও ঠিক নয়। এটা আসলে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ট্রপিক্যাল ওয়েটল্যান্ড অঞ্চল। যা গিয়েছে বলিভিয়া ও পেরু পর্যন্ত। ছবি আসল কিনা তা নিয়ে অনেকে সন্দিহান।

জামিয়ায় নিষিদ্ধ সাফুরা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : এমফিল করার সুযোগ আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তাঁর। এবার জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে গেলেন নয়া নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ সাফুরা জারগর। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকতে পারবেন না সাফুরা।

জামিয়া মিলিয়া কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞাসূচক বিবৃতির বয়ানে লেখা হয়েছে, 'সাফুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করেছিলে। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' কয়েকদিন আগে সাফুরার এমফিলে ভর্তি আবেদনও বাতিল করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ডিসার্টেশন জমা না দেওয়ায় এমফিলে ভর্তির আবেদন বাতিল করা হয়েছিল সাফুরার।

২০২০-র এপ্রিলে দিল্লি হিংসার ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। বেআইনি কার্যকলাপ নিবর্তক আইন (ইউএপিএ)-এর একাধিক ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। গত জুনে মানবিকতার খাতিরে আদালত তাঁকে জামিন দেয়। সেই সময় সাফুরা ছিলেন সন্তানসম্ভবা।

সম্প্রতি সাফুরার এমফিলে ভর্তি বাতিলের প্রতিবাদে জামিয়া মিলিয়ার বহু পড়ুয়া প্রতিবাদী সমাবেশে যোগ দেন। বিক্ষোভ সমাবেশে ছিলেন সাফুরা নিজেও। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের অনেককেই শো কজ নোটিশ ধরানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।

সাফুরার সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত নির্দেশে বলা হয়েছে, সাফুরার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে প্রতিবাদী সমাবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ। সাফুরা সাধারণ পড়ুয়াদের প্ররোচিত করে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করছেন বলেও অভিযোগ কর্তৃপক্ষের।

মায়ের কাছে যেতে না পেরে আক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার ৭২-এ পদার্পণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিলেন তাবড় বিজেপি নেতা-মন্ত্রী। তবে শুধু শাসক শিবিরই নয়, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির বিরোধী দলগুলিও। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালও প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন।

এদিন মধ্যপ্রদেশে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের একটি সম্মেলনে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তিনি বলেন, 'প্রতিবছর জন্মদিনে আমি মায়ের কাছে যাই। এবার ওঁর কাছে যেতে পারলাম না। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের লক্ষ লক্ষ মায়ের থেকে আমি আজ যে আশীর্বাদ পেলাম তা দেখে আমার মা নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন।'

তবে জন্মদিনের শুভেচ্ছার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে কটাক্ষও ধেয়ে এসেছে বিরোধীদের তরফে। চিতাবাঘের দিকে নজর দেওয়া ছেড়ে তিনি কবে দেশের বেকারত্ব সমস্যার সমাধান করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল গান্ধি। তাঁর টুইট, ৮টি চিতাবাঘ তো এসে গিয়েছে। এবার বলুন, ৮ বছরে ১৬ কোটি চাকরি কেন এল না।

মোদির মন্তব্যে খুশি আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারতীয় নেতার বার্তাকে ইতিবাচক বলে মনে করছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম। শুক্রবার সেখানকার অধিকাংশ সংবাদপত্রে গুরুত্ব পেয়েছে রুশ প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে করা প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য। পুতিনকে মোদি বলেছিলেন, 'এটা যুদ্ধ করার সময় নয়।' সেই কথার রেশ ধরেই যুদ্ধ বন্ধের ইঙ্গিত দেন পুতিন।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে আপনার অবস্থান জানি। ভারতের উদ্বেগের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছি। আমরা চাই দ্রুত এইসব কিছু শেষ হোক। ওখানে (ইউক্রেন) যা হচ্ছে সেবিষয়ে আপনাকে অবগত রাখব।' নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যুদ্ধ বন্ধের দাবিতে জোরাল সওয়াল করেছেন মোদি। ভারতের মতো রাশিয়ার বন্ধু দেশের শীর্ষনেতা ইউক্রেনে রক্তপাত বন্ধের পক্ষে প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখায় পুতিনের ওপর চাপ বাড়বে।

শা-কেসিআর কাজিয়া

হায়দরাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : ইট ছুড়লেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পাটকেল দিয়ে তার জবাব দিলেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। শনিবার সেকেন্দরাবাদে হায়দরাবাদ স্বাধীনতা দিবস পালন করেন অমিত শা। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তিনি সেখানে যাননি। রাজ্য সরকারের তরফে পৃথকভাবে আয়োজিত তেলেঙ্গানা জাতীয় সংহতি দিবসে উপস্থিত থাকেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনিও জাতীয় পতাকা তোলেন। মাত্র ৭ কিলোমিটারের ব্যবধানে একই ইস্যুতে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শা অভিযোগ করেন, ভোটব্যাংকের রাজনীতির জন্যই দীর্ঘ ৭৫ বছর হায়দরাবাদ স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তোপের জবাবে রাজ্য সরকারের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে তাঁকে পালটা নিশানা করেন কেসিআর। কেন্দ্রের তরফে হায়দরাবাদ স্বাধীনতা দিবসের পালনের অনুষ্ঠানকে বিভাজনের অ্যাজেন্ডা বলে তোপ দাগেন তিনি।

টুকরো খবর

জয়ী কংগ্রেস

লে, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিজেপির নেতৃত্বাধীন লাদাখ অটোনমাস হিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের উপনির্বাচনে জয়ী হল কংগ্রেস। তিমিসগাম আসনের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী তাসি টুন্ডুপ বিজেপির দোরজে নামগিয়ালকে ২৭৩ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়েছেন। টুন্ডুপ পেয়েছেন ৮৬১টি ভোট। নামগিয়াল পেয়েছেন ৫৮৮টি ভোট।

বাতিল জনসন

মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বর : জনসন অ্যান্ড জনসন-এর তৈরি শিশুদের ট্যালকম পাউডারের লাইসেন্স বাতিল করল মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন (এফডিএ)।

শুক্রবার সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জনসন অ্যান্ড জনসন পাউডার সদ্যোজাত শিশুদের ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগস ল্যাবরেটরির রিপোর্টের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহারাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন।

চার্লস অস্বস্তিতে

লন্ডন, ১৭ সেপ্টেম্বর : রানি এলিজাবেথের শেষকৃত্য সোমবার। তার আগে ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করছেন রাজা তৃতীয় চার্লস। প্রায় সব জায়গায় নতুন রাজাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানিয়েছে জনতা। সুর কাটল ওয়েলসে এসে। শনিবার সেখানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন চার্লস। সেইসময় ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠেন, 'আমরা ঘর গরম রাখার জন্য পরিশ্রম করছি। আর আমাদের করের টাকায় আপনার সম্মানে কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেন করদাতারা আপনার জন্য ১০০ মিলিয়ন ডলার (৭৯৬ কোটি টাকা) খরচ করবে?' ব্রিটেন থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দাবি করেন ওই ব্যক্তি।

ক্ষুব্ধ আপ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ওয়াকফ বোর্ড দুর্নীতির অভিযোগে ওখলার দলীয় বিধায়ক আমানাতুল্লা খানের গ্রেপ্তারির তীব্র বিরোধিতা করল আপ। গুজরাটে ভোটের প্রসঙ্গ টেনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল কটাক্ষ করেছেন।

স্থানীয় ভাষা নিয়ে ব্যাংককে নির্দেশ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ব্যাংকিং পরিষেবার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারে জোর দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শনিবার এক ব্যাংককর্মী সম্মেলনে তিনি জানান, শাখাগুলিতে এমন কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে যাঁরা গ্রাহকদের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে পারেন। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে ব্যাংকের কাজ যে শুধু হিন্দি বা ইংরেজির মাধ্যমে চলতে পারে না কার্যত সেই বার্তা দিয়েছেন সীতারামন।

তিনি বলেন, 'ব্যাংকের কোনও কর্মী যদি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে না পারেন এবং হিন্দি না জানা গ্রাহকের দেশভক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, আমার মতে তা ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে একেবারেই ভালো নয়। আপনারা ব্যবসা করতে এসেছেন। নাগরিকদের মধ্যে মূল্যবোধ প্রসারের দায়িত্ব আপনাদের নয়।' ব্যাংকিং পরিষেবা নিয়ে গ্রাহকদের ভূরিভূরি অভিযোগ জমা পড়ে। স্থানীয় ভাষা না জানা কর্মীর পক্ষে গ্রাহকদের সমস্যা বুঝতে না পারার অভিযোগও নতুন নয়। ভাষাগত সমস্যার কারণে দু'পক্ষের মধ্যে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি হয়। এবার সেই সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করলেন অর্থমন্ত্রী।

তাঁর মতে, কোনও ব্যাংককর্মী স্থানীয় ভাষা না জানলে তাঁকে এমন কাজ দেওয়া উচিত যাতে গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলতে না হয়। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। নির্মলার যুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সীতারামন ঠিক বলেছেন। ব্যাংককর্মীদের উচিত গ্রাহকদের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলা।' বিমা, বিমান, মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিতেও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। চিদম্বরম বলেন, 'পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দিতে কথা বলেন। এটা সমর্থনযোগ্য নয়। ভারত যে বহুভাষী দেশ সেটা খেয়াল রাখতে হবে।'

বিক্ষোভে স্তব্ধ মোদির রাজ্য

আহমেদাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে দেশে নানা আয়োজন হলে কী হবে, তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটই অস্বস্তি বয়ে আনল। সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে শনিবার অচল হয়ে থাকল মোদি-রাজ্য। পুরোনো পেনশন প্রকল্প কার্যকর করার দাবিতে গণছুটি নিয়েছিলেন সরকারি কর্মীরা। রাজধানী গান্ধিনগরের পুরোনো সচিবালয় ছিল মিছিলে উত্তাল। শুক্রবারই গুজরাট সরকার ঘোষণা করেছিল, ২০০৫-এর পরে নিযুক্ত কোনও সরকারি কর্মী বা শিক্ষক পেনশন বা প্রভিডেন্ট ফান্ড পাবেন না।

ওই ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে গেল গুজরাটের জেলায় জেলায়। অথচ দেশজুড়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন ঘিরে ছিল নানা কর্মসূচি। তাঁর জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে মোদির হাত দিয়ে শনিবার নামিবিয়া থেকে আনা ৮টি চিতা ছাড়া হয় মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে। বিজেপি এদিন থেকে সেবাপক্ষ পালন শুরু করেছে। তার মাঝে মোদির রাজ্যে সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের অসন্তোষ বিজেপিকে চাপে ফেলে দিল।

তৃণমূলকে নিশানা জয়রামের

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : মজবুত কংগ্রেস ছাড়া বিরোধী ঐক্য সম্ভব নয়। কলকাতায় এসে শনিবার এমনই জানালেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। কংগ্রেস দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'কংগ্রেস মরে যাওয়া দল নয়, বড় হাতি। তাই ধীরে চলে। কংগ্রেসকে কোনও মতেই নির্মূল করা যাবে না।'

এর পাশাপাশি এদিন নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেসকেও নিশানা করেন তিনি। জয়রাম বলেন, 'অনেকেই আমাদের পিছন থেকে ছুরি মেরেছে। অনেক দল আমাদের নামেই বেঁচে রয়েছে, কংগ্রেস থেকে জন্ম হয়েছে। কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করে চলছে।'

দুয়ারে গিয়ে

প্রথম পাতার পর

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের ধান ক্রয়কেন্দ্রে ধান দিলে কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা করে বোনাস পাওয়া যাবে। এবার গোটা রাজ্যে খাদ্য দপ্তরের নিজস্ব ধান ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা গতবারের ৪৬৯ থেকে বেড়ে ৫৬৯টি হতে চলেছে।

এর পাশাপাশি, মোবাইল ধান ক্রয়কেন্দ্রও থাকছে। এই ব্যবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষকদের কাছে গিয়ে সরকারিভাবে ধান কেনা হবে। তবে প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকদের জন্যই এই ব্যবস্থাটি করা হচ্ছে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের জেলা নিয়ামকরা এই বিষয়টি পরিচালনা করবেন। রাজ্যের প্রত্যেক জেলার জন্য আলাদা আলাদা ফোন নম্বর থাকবে। প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দা হওয়ায় তাঁরা এই ব্যবস্থায় ধান বিক্রি করতে চান বলে ওই নম্বরে ফোন করে কৃষকদের জানাতে হবে। পরে মোবাইল ধান ক্রয়কেন্দ্রের নির্দিষ্ট গাড়ি গিয়ে ওই ধান কিনে নিয়ে আসবে।

চলতি মাসের পুজোর ছুটির আগে রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলায় ধান কেনার নতুন নিয়মাবলি ও যাবতীয় নির্দেশিকা পাঠানো হবে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন। রেজিস্ট্রেশনের জন্য কৃষকদের আধার কার্ড নিয়ে আসতে হবে। খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরে দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন হবে। পোর্টালেও রেজিস্ট্রেশন হবে। যাঁদের আগে রেজিস্ট্রেশন রয়েছে তাঁদের আর নতুন করে করতে হবে না। রথীন বলেন, '১ নভেম্বর থেকে ধান কেনা শুরু করতে হবে। তাই পুজোর ছুটির পর অক্টোবর মাসে সমস্ত প্রস্তুতিই সেরে ফেলতে হবে।'

পিষে দেওয়া হল

প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত সংস্থাটির মুখ্য কার্যনির্বাহী অনীশ শাহ অবশ্য মহিলার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা এবং পুলিশি তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন তিনি।

নিহত মহিলার বাবা বিশেষভাবে সক্ষম। তিনি ওই বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে ধার করে ট্র্যাক্টর কিনেছিলেন। কিন্তু সময়মতো ঋণ শোধ করতে পারেননি। অভিযোগ, শুক্রবার তাঁর বাড়িতে চড়াও হন ঋণদাতা সংস্থার কর্মীরা। কিছুক্ষণ কথা বলে তাঁরা বুঝতে পারেন, ওই কৃষকের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তারপরই তাঁরা ট্র্যাক্টর উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে ওই বিপত্তি হয়।

মৃতার এক আত্মীয়ার দাবি, ঋণ প্রদানকারী সংস্থার কর্মীরা আগে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ বাড়িতে এসে হম্বিতম্বি শুরু করেন। কিস্তি দেওয়ার জন্য কিছু সময় চাওয়া হলেও কোনও কথাই কানে তোলেননি তাঁরা।

আবহাওয়া
রবিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩৩.০	২৬.০
শিলিগুড়ি	৩৪.০	২৬.০
জলপাইগুড়ি	৩৫.০	২৬.০
কোচবিহার	৩৫.০	২৭.০
আলিপুরদুয়ার	৩৫.০	২৭.০
মালদা	৩৪.০	২৭.০
রায়গঞ্জ	৩৫.০	২৭.০
গ্যাংটক	২৮.০	১৭.০

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিল্পীর তুলিতে প্রাণ পাচ্ছেন মা। মালদা ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম।

বালকের হাতে মৃন্ময়ী রূপ পাচ্ছে দেবী দুর্গা

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : পঞ্চম শ্রেণি থেকেই দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে তাক লাগাচ্ছে ইসলামপুরের অতনু। প্রতিভার কাছে বয়সকে হার মানিয়েছে ইসলামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকার দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা অতনু মুখোপাধ্যায়। এখন সে ইসলামপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। কোনও প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজের বাড়িতে চার ফুট উচ্চতার দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছে ১২ বছরের অতনু। পুজোর তিনমাস আগে থেকেই শুরু হয় তার এই মূর্তি তৈরির কাজ। খড়, মাটি দিয়ে তৈরি হয় দুর্গা মায়ের মূর্তি। সঙ্গে থাকে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীও।

অতনুর বাবা চঞ্চল মুখোপাধ্যায় ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রির কাজ করেন। কোনওরকমে সংসার চলে। কিন্তু ছেলের আবদারে ইসলামপুর থেকে শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে গিয়ে প্রতিমা সাজানোর জন্য যেসব সরঞ্জামের প্রয়োজন সব কিনে আনেন চঞ্চলবাবু। এরপর ছেলের ইচ্ছে পূরণ করতে নিজেই পুরোহিত সেজে বাড়িতে ছেলের তৈরি দুর্গা প্রতিমার পুজো করেন তিনি। একদিকে চলছে অতনুর পরীক্ষা অন্যদিকে সামনেই দুর্গোৎসব। কিন্তু নিজের শখের দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে কোনও খামতি রাখতে নারাজ অতনু। পড়ার ফাঁকে সময় পেলেই প্রতিমা তৈরি করে চলেছে সে। এত ছোট্ট বয়সে নিষ্ঠার সঙ্গে তৈরি অতনুর ওই দুর্গা প্রতিমার পুজোকেই সর্বজনীন করে নিয়েছেন প্রতিবেশীরা। সেখানেই অঞ্জলি দেন তাঁরা। চঞ্চলবাবু বলেন, 'বাড়ি বাড়ি ইলেক্ট্রিকের কাজ করে কোনওরকমে সংসার চালাই। ছোটবেলা থেকেই ছেলের এই প্রতিভা দেখে আসছি। ছেলের প্রতিমা তৈরিতে যেসব সরঞ্জামের প্রয়োজন সব জোগাড় করে আনি। ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে হয়েও কোনওদিন অন্যের বাড়িতে পুজো করিনি। কিন্তু ছেলের আবদার ফেলতে পারি না। তাই তিন বছর ধরে নিজের বাড়িতে ছেলের তৈরি দুর্গা প্রতিমাকেই পুজো করে আসছি।'

অতনু বলে, যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়তাম তখন পাড়ার এক বাড়িতে পড়তে যেতাম। সেই বাড়ির পাশেই মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা তৈরি করতেন। সেখানে গিয়ে তাঁদের কাজ দেখে বাড়িতে এসে নিজে প্রতিমা বানানোর চেষ্টা করতাম। তিন বছর আগে একটি ছোট্ট প্রতিমা তৈরি করেছিলাম। এবার একটু বড় প্রতিমা বানাচ্ছি। বাবা ওই মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে মাটি এবং প্রতিমা সাজাতে সেসব সরঞ্জামের প্রয়োজন সেগুলি শিলিগুড়ি থেকে এনে দেন। বড় হয় মৃৎশিল্প নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই।

দুর্গা প্রতিমা বানাচ্ছে অতনু। শনিবার ইসলামপুরে। -সংবাদচিত্র

নোডাল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবে ইউনিসেফ

বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর : পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ানো, স্কুল সাজিয়ে তোলার সঙ্গে এবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। সরকারের তরফে জেলার বাছাই করা ৪৩টি হাইস্কুলকে ইনোভেটিভ বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে ভোল বদলে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সরকারি স্কুলগুলিকে বেসরকারি স্কুলের ধাঁচে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু ঝাঁ চকচকে স্কুলই নয়, পঠনপাঠন সহ পরিকাঠামোগত একাধিক পরিবর্তনও আনা হচ্ছে। এতদিন এই স্কুলগুলিতে সেভাবে শিশুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকলেও এই প্রকল্পের পাইলট প্রোজেক্টের আওতায় থাকা স্কুলগুলিতে এবার পড়ুয়াদের সুনিশ্চিত করতে চাইছে সরকার। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে এই স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা ও পড়ুয়াদের প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের একটি স্কুলে তালিকাভুক্ত ৪৩টি স্কুলের নোডাল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবে খোদ ইউনিসেফ।

ইনোভেটিভ বাংলা শিক্ষা প্রকল্পের পাইলট প্রোজেক্টের জন্য গোটা রাজ্যে ১৩১৩টি স্কুলকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে রয়েছে ৪৩টি স্কুল। স্কুল ভবন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে এই স্কুলগুলিকে ইতিমধ্যেই ছ'লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। ওই অর্থেই স্কুল ভবনের রং, মূল গেট তৈরি ও অন্যান্য কাজ করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এবার ওই স্কুলগুলিতে নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হতে চলেছে।

বাংলামাধ্যমের সরকারি স্কুলে উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্যেই এই প্রকল্প বলে জানিয়েছেন সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা প্রকল্প আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন। তিনি বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরের ৪৩টি স্কুলকে ইনোভেটিভ বাংলা প্রকল্পে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্কুলগুলির শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও স্কুল ভবন সংস্কারে অর্থ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই স্কুলগুলিতে নিরাপত্তার বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইউনিসেফের প্রশিক্ষকরা তাঁদের এই প্রশিক্ষণ দেবেন। ওই শিক্ষকরা পরে পড়ুয়াদের এনিয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন।'

ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা

ল্যাবগুলিকে ন্যায্যমূল্য নিতে নির্দেশ প্রশাসনের

নাগরাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার পরীক্ষানিরীক্ষায় স্বাস্থ্য দপ্তর বেসরকারি হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরিগুলিকে ন্যায্যমূল্য নেওয়ার কথা জানাল। শনিবার অনলাইনে রাজ্যের বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল ও ল্যাবরেটরির পরিচালকদের সঙ্গে স্বাস্থ্য ভবনে একটি বৈঠক হয়। সেখানে টেস্টিংয়ের খরচের পাশাপাশি ডেঙ্গি চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত বেসরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসক ও নার্সদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতেও বলা হয়। ওই সংক্রান্ত মডিউল ও গাইডলাইন স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে দেওয়া হবে। ডেঙ্গি আক্রান্তদের প্লেটলেট দেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম ও সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

> "ডেঙ্গির টেস্টিং বাবদ যে খরচটুকু না নিলেই নয় ততটুকুই নিতে বেসরকারি হাসপাতাল, ল্যাবরেটরিগুলিকে বলা হয়েছে।
>
> -ডাঃ সুশান্ত রায়
> *অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (জনস্বাস্থ্য), স্বাস্থ্য দপ্তর*

ডেঙ্গির পরীক্ষায় বেসরকারি হাসপাতাল বা ল্যাবরেটরিতে খরচ নিয়ে অভিযোগ নতুন কিছু নয়। একেকটি স্থানে একেকরকম খরচ রোগীর বাড়ির লোককে দিতে হয় বলে অভিযোগ। ন্যায্যমূল্য নিতে বলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য দপ্তর চড়া দর নেওয়ার প্রবণতায় রাশ টানতে চাইছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে নতুন করে বেশি সংখ্যক ডেঙ্গি রোগীর সন্ধান মেলার তালিকায় উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নাম এখনও রয়েছে। এর আগে বেশ কয়েকদিন জলপাইগুড়ি ওই তালিকায় ছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী শনিবার গোটা রাজ্যজুড়ে নতুন করে ৬১৬ জন ডেঙ্গি রোগীর সন্ধান মেলে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীন ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৬৯৬। স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (জনস্বাস্থ্য) ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, 'ডেঙ্গির টেস্টিং বাবদ যে খরচটুকু না নিলেই নয় ততটুকুই নিতে বেসরকারি হাসপাতাল, ল্যাবরেটরিগুলিকে বলা হয়েছে।'

শরীরে গুলি নিয়ে ফিরলেন মণিরুল

করণদিঘি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ছবির মতো সুন্দর কাটাপোরায় সবজি চাষের কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেই যে জঙ্গিদের গুলি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি করণদিঘির মণিরুল ইসলাম। গ্রামেরই জনাকয়েক যুবকের সঙ্গে পেটের দায়ে ছুটে গিয়েছিলেন ভূস্বর্গে। ভেবেছিলেন, কিছু বাড়তি টাকা উপার্জন করে পরিবারের মুখে হয়তো একটু হাসি ফোটাতে পারবেন। কিন্তু বিধি বাম। চলতি মাসের ২ তারিখ জীবনটাই যেন ওলট-পালট হয়ে যায় মণিরুলের।

ঘরের দালানে চেয়ারে বসে স্মৃতি হাঁতরাচ্ছিলেন মণিরুল, 'ওই দিনটা ছিল জুম্মাবার। আলতাফ হোসেন নামে এক সবজি ব্যবসায়ী জমিতে ওলকপি কাটতে নিয়ে যান। আমরা যেখানে থাকতাম, সেখানে থেকে ওই জায়গাটা ছিল প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে। কাটাপোরায় আমি ছাড়া আরও দুজন কাজ করছিলেন। রাস্তার ধার ঘেঁষে চাষের লম্বা একফালি জমি। হঠাৎ দেখি, দুই যুবক মুখে নাকাব পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। দুজনের হাতেই বন্দুক। তখনই মনটা কেমন করে উঠল। বুঝতে দেরি হয়নি ওরা সন্ত্রাসবাদী। তবে ভেবেছিলাম আমাদের তাতে কী! আমরা তো সামান্য মজুর।'

তবে অচিরেই ভুল ভাঙে মণিরুলের। আচমকাই মণিরুলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় নাকাবপোস যুবকরা। একটা গুলি মণিরুলের বুকে লাগে। ওটা অপারেশন করে বের করা গিয়েছে। আরেকটা গুলি বাম পায়ের মাংস ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তৃতীয় গুলিটা হাঁটুর নীচে বাঁ পায়ে এখনও রয়ে গিয়েছে। ওটা অপারেশন করে বের করা যায়নি। হাসপাতাল থেকে ৮ অগাস্ট রিলিজ করার পরে পুলওয়ামার কাটাপোরায় ভাড়াবাড়িতেই ছিলাম।'

গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর বাড়িতে পৌঁছানোর পরে মণিরুলের দাদা ও কাকা তাঁকে কাশ্মীর থেকে প্লেনে চাপিয়ে নিয়ে আসেন। ১২ সেপ্টেম্বর বাড়িতে পৌঁছান। কিন্তু বাড়ি ফিরেও স্বস্তি নেই।

পায়ের গুলিটা বের করতে যে অনেক টাকার প্রয়োজন! অপারেশনের অত টাকা কোথা থেকে জোগাড় হবে, বুঝতে পারছেন না মণিরুল।

পুজোয় আরও ট্রেন

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর দিনগুলিতে যাত্রীর ভিড় সামাল দিতে আরও কয়েক জোড়া পুজো স্পেশাল চালানোর সিদ্ধান্ত নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। একইসঙ্গে দিনসংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সামার স্পেশাল হিসেব চলতে থাকা ট্রেনগুলির।

নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) এবং হাওড়ার মধ্যে চলাচলকারী সাপ্তাহিক সামার স্পেশাল আরও কিছুদিন চালানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই ট্রেনটি নতুন করে এনজেপি থেকে ২০ এবং ২৭ সেপ্টেম্বরের পাশাপাশি চলবে ৩, ১০, ১৭ ও ২৪ অক্টোবর। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়বে ১৯, ২৬ সেপ্টেম্বর এবং ২, ৯, ১৬, ২৩, ৩০ অক্টোবর। এছাড়াও এনজেপি থেকে ৫ অক্টোবর এবং হাওড়া থেকে ৬ অক্টোবর একটি পুজো স্পেশাল ছাড়বে। শিয়ালদা থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর এবং কামাখ্যা থেকে ১ অক্টোবর একটি পুজো স্পেশাল ছাড়বে। এছাড়াও এনজেপি থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে চালু হওয়া সাপ্তাহিক সামার স্পেশালটি ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং সাঁতরাগাছি থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর চালু হওয়া ট্রেনটি ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। নিউ তিনসুকিয়া-বেঙ্গালুরুর মধ্যে সাপ্তাহিক একটি পুজো স্পেশাল দেওয়া হয়েছে।

শিয়ালদা ও কামাখ্যার মধ্যে চলাচলকারী সামার স্পেশালের দিনও বাড়ানো হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, 'আরও কয়েকটি পুজো স্পেশাল চালানোর ব্যাপারে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

একটা ফোনও নেই

প্রথম পাতার পর

পরে পুরভোটে তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই টক টু মেয়র চালু হয়। প্রথমদিকে ওই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ নানা সমস্যা নিয়ে ফোন করেছেন। অনেকে শহরের বাইরে থেকেও ফোন করে তাঁর কাছে সাহায্য চেয়েছেন। তৃণমূলের অন্দরে গৌতমের এই জনসংযোগ নিয়ে বেশ সাড়া পড়েছিল। কারণ, একদিকে গৌতমের উপর সাধারণ মানুষের আস্থার ছবিটা যেমন ধরা পড়ছিল, তেমনই দলের সঙ্গে শহর ও শহরতলির মানুষের যোগাযোগও নিবিড় হচ্ছিল।

ছয় মাসেই কিন্তু ছবিটা ফিকে হতে শুরু করেছে। দলের মধ্যেই কেউ কেউ তার কারণ খুঁজতে শুরু করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আশঙ্কা, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার কথা জানিয়ে তা সমাধান হওয়ার বদলে ভোগান্তি বেড়েছে আমজনতার। যেমন, গত এপ্রিলে লক্ষ্মী সরকারের ঘটনা। ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের ওই গৃহবধূ কাউন্সিলারের আত্মীয়ের অবৈধ নির্মাণ নিয়ে মেয়রকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অভিযোগ জানানোর পর তাঁর প্রতিবেশী পুরনিগমের বাস্তুকার প্রথমে তাঁকে শাসান বলে অভিযোগ। এরপর পুরনিগম থেকে ওই গৃহবধূকেই নোটিশ দিয়ে নিজের বাড়ির কাগজপত্র জমা করতে বলা হয়। একাধিকবার তাঁকে পুরনিগমে ডেকে কার্যত নাজেহাল করা হয়। এরপরেও বারবার ফোন করে তিনি মেয়রের কাছে সমস্যা সমাধানের আবেদন জানিয়েছিলেন। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ, শেষে মেয়রের কাছেই কড়া ধমক খান ওই গৃহবধূ।

একইভাবে পানীয় জল, রাস্তা খারাপ, নিকাশি নিয়ে অনেকে ফোন করেছেন। কিন্তু সমাধান পাওয়ার পরিবর্তে তাঁদেরও ধমক খেতে হয়েছে বলে অভিযোগ। কাউকে বলা হয়েছে, 'বাম পুরবোর্ড থাকার সময়ই এই সমস্যা ছিল। এত তাড়াতাড়ি সমাধান হবে না।' রাস্তা সারানোর আর্জি জানানোয় কাউকে বলা হয়েছে, 'টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। কবে সারানো হবে, তা বলা যাবে না।' মেয়রকে ফোন করে কতজনের সমস্যার সমাধান হয়েছে, তা পুরনিগমের কোনও আধিকারিকই জানেন না।

দিঘা অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর'-এই বার্তা দিয়ে দিঘার সমুদ্রসৈকতে বড় ডাস্টবিন বসালেন সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট (২)-এর সদস্যরা। ইন্টারন্যাশনাল কোস্টাল ক্লিনআপ ডে উপলক্ষ্যে শনিবার দিঘার সমুদ্রসৈকত পরিষ্কারও করেন এনএসএস সদস্যরা। পাশাপাশি সমুদ্রসৈকত পরিচ্ছন্ন রাখার উপরে বিভিন্ন বার্তা দিয়ে এলাকাবাসী ও পর্যটকদের সচেতন করা হয়। এই কর্মসূচির জন্য সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় থেকে ১৮ জন সদস্য যান। প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ববিতা প্রসাদ জানান, ১০০ কেজির মতো আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে।

মোদির ছবি তোলা নিয়ে ব্যঙ্গে বিতর্ক

নিউজ ব্যুরো

১৭ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফোটোগ্রাফি প্রীতির বিষয়টি সবাই জানেন। শনিবার মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় পার্কে প্রধানমন্ত্রী চিতা ছাড়ার পর তাঁকে ক্যামেরা হাতে ছবি তুলতে দেখা যায়। আর এরপরই এনিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। ঢাকনা লাগানো একটি ক্যামেরা দিয়ে মোদি ফোটো তুলছেন, এমন একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়াতে শুরু করে। সেই ছবি তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ জহর সরকার শেয়ার করেন। সঙ্গে একটি জুতসই ক্যাপশনও জুড়ে দেন, 'ঢাকনা লাগানো অবস্থায় ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা দূরদৃষ্টিই বটে।' বিজেপি জবাব দিতে দেরি করেনি। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের চটজলদি জবাব, 'তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ যে ছবিটি শেয়ার করেছেন তাতে নিকনের ক্যামেরায় ক্যাননের ঢাকনা লাগানো আছে। এডিট করা এমন একটি ছবি দিয়ে আমাদের বদনামের চেষ্টার কোনও মানেই নেই। সাধারণ জ্ঞান রয়েছে এমন কাউকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাড়া করা উচিত।'

থানা ঘেরাওয়ে বিধায়ক হুমায়ুন

মুর্শিদাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার থানার সামনে জমিতে পাঁচিল তোলাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের ভরতপুর। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা, এমনকি বিধায়ক হুমায়ুন কবীরও। বিধায়কের নেতৃত্বে এদিন ভরতপুর থানা ঘেরাও করলেন দলীয় কর্মীরা।

এদিন সন্ধ্যায় জমি ঘেরার কাজ চলাকালীন দলবল নিয়ে তাতে বাধা দেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম। পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় বচসা, তা গড়ায় ধস্তাধস্তিতে। তারপরেই ঘটনাস্থলে হাজির হন ভরতপুরের বিধায়ক। থানার সামনে কাঁথি-কাটোয়াগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন দলীয় কর্মীরা। পুলিশ অবরোধ তোলার চেষ্টা করতেই শুরু হয় ধস্তাধস্তি। পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'ওসিকে অপসারণ করতে হবে।' পুলিশের বিরুদ্ধেই জবরদখলের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। তবে পুলিশ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

কূর্তি চা বাগানে সারাবছর পূজিত হন দেবশিল্পী

নাগরাকাটা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নির্দিষ্ট একটি দিনে নয়। এখানে সারা বছরই হয় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনা। এজন্য মন্দিরে রয়েছে আলাদা উপাসনাকক্ষ। যা ডুয়ার্সের আর কোথাও নেই বলেই জানাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল। কূর্তি চা বাগানের বিশ্বকর্মাপুজো যে কারণে ফি বছরই চা বলয়ের আকর্ষণ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এবারও এর কোনও অন্যথা হয়নি। বাগানের ম্যানেজার রাজেশকুমার রুংটা বলেন, 'আর পাঁচটা দিনের মতোই এদিন বিশ্বকর্মার আবাহন হয়েছে। বাগান যাতে ভালোমতো চলে সেই প্রার্থনাই বিশেষ দিনটিতে দেবতার কাছে করেছি।'

কূর্তি চা বাগানের যে মন্দিরে ব্রহ্মারূপী বিশ্বকর্মার অধিষ্ঠান, সেই মন্দিরটিও পর্যটকদের কাছে একটি দ্রষ্টব্য স্থান। ডুয়ার্সে বেড়াতে এলে যে কোনও টুর অপারেটার কূর্তির মন্দিরে একবার হলেও পর্যটকদের নিয়ে আসেন। অপূর্ব প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপে তৈরি মন্দিরটি ১৯৯৪ সালে তৈরি। সেখানে বিশ্বকর্মা ছাড়াও ৪টি আলাদা উপাসনাকক্ষে রয়েছে রাম-সীতা, শিব-পার্বতী, দুর্গা ও লক্ষ্মী-নারায়ণ। অন্যান্য দেবদেবীর মতো বিশ্বকর্মাপুজো প্রতিদিন ৪ বার করে হয়। বাগানের পক্ষ থেকে এজন্য স্থায়ী দুজন পুরোহিতও নিয়োগ করা আছে। বনস্পতি ঝা ও রাজেশ পাঠক নামে দুই পুরোহিত পুজোর সময় একটুও নড়চড় হতে দেন না।

এদিন বিশ্বকর্মাকে বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়। অঞ্জলি দেন বাগান ম্যানেজার সহ অন্য পরিচালকরা। শ্রমিকদেরও অনেকে পুজো দেখতে আসেন। মন্দিরটির পরিচালন খরচের পুরোটাই বাগান কর্তৃপক্ষের। এজন্য বছরে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করেন তাঁরা। প্রতিদিন মন্দির চত্বর ও আশপাশ সাফাই করা হয়। চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা বলেন, 'সারাবছরই বিশ্বকর্মা পূজিত হন, এখানকার কোনও মন্দিরে এমন আর দৃষ্টান্ত নেই।'

কূর্তি চা বাগানের মন্দিরের বিশ্বকর্মার মূর্তি। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

অপহরণে অভিযুক্ত বংশীবদন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : অন্যের স্ত্রী ও ছেলেকে অপহরণ করে আটকে রাখার গুরুতর অভিযোগ উঠল রাজ্য সরকারের দুই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা রাজবংশী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ এবং রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান বংশীবদন বর্মনের বিরুদ্ধে। কোচবিহারের পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে এই অভিযোগ জানিয়েছেন কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা সুজিতকুমার রায়। তাঁর দাবি, সাত মাস ধরে স্ত্রী ও ছেলেকে জোর করে আটকে রেখেছেন বংশীবদন। নিয়মিত তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রভাব খাটিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগও জানাতে দেওয়া হচ্ছে না। একাধিকবার অভিযোগ জানাতে গেলেও কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি। শেষপর্যন্ত ডাকযোগে পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছেন তিনি। পুলিশ পদক্ষেপ না করলে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন সুজিত।

অন্যদিকে যাবতীয় অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই দাবি করেছেন বংশীবদন। তাঁর বক্তব্য, 'কেউ অভিযোগ করলেই সেটা সত্য হয় না। অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' যদিও কে বা কারা কেন তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে তার কোনও উত্তর মেলেনি বংশীবদনের কাছ থেকে।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক শোরগোল পরেছে রাজনৈতিক মহলে। বংশীবদন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। সংগঠনের সভাপতি অমল দাসের বক্তব্য, 'লোকমুখে কিছু কথা শুনেছি। তবে বিস্তারিত কিছু জানা নেই। অনেকদিন বংশীবদনের বাড়িতেও যাই না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে দেখব।' পুলিশের কোনও আধিকারিক বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। কোচবিহারের পুলিশ সুপার সুমিত কুমারকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। মেসেজ পাঠালেও উত্তর দেননি।

সুজিত জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর নিজের দিদির সঙ্গে বংশীবদনের দাদার বিয়ে হয়েছে। সেইসূত্রে তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তাই তাঁদের বাড়িতে বংশীবদনের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। বংশীবদন রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদে গ্রুপ-ডি পদে তাঁর স্ত্রীকে চাকরিও পাইয়ে দিয়েছিলেন। ফলে ঘটনার পেছনে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের রসায়ন আছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সুজিতের বক্তব্য, 'আমার সঙ্গে স্ত্রী, ছেলেকে কথা বলতেই দিচ্ছেন না বংশীবদন। তাঁর বাড়িতে গেলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছি। ভয়ে এতদিন কিছু বলতে পারিনি। কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়িতে থাকা আমার বাড়িটিও জোর করে দখল করে রেখেছেন বংশীবদন। সরকারি পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেআইনি এইসব কাজকর্ম করছেন তিনি। আমি তাঁর শাস্তি চাই।'

কোচবিহার বার অ্যাসোসিয়েশনের বিশিষ্ট আইনজীবী রাজু রায়ের কথায়, 'যে অভিযোগ উঠেছে সেটা গুরুতর। ভারতীয় ফৌজদারি কার্যবিধি আইন অনুসারে পুলিশের উচিত ছিল অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত করে দেখা।'

রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদের সদস্যরা অবশ্য বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। বংশীবদনের সঙ্গে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের ঘনিষ্ঠতার কথা কারও অজানা নয়। এর সুবাদেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদ পেয়েছেন তিনি। ফলে বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়ের বক্তব্য, 'বংশীবদন বর্তমানে বকলমে তৃণমূলেরই সদস্য। তাই তৃণমূল নেতাদের মতনই তাঁর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে। উনি যা করছেন সবই তৃণমূলের প্রত্যক্ষ মদতে। আমরা গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। কীভাবে বংশীবদনের ওই আত্মীয় চাকরি পেলেন সেটাও আলাদা করে তদন্ত করে দেখা হোক। ঘটনা সত্যি হলে বংশীবদনকে আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।'

তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন অবশ্য বিজেপির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, 'ঘটনার কথা জানা নেই। প্রথম শুনলাম। তবে আইন আইনের পথেই চলুক। যদি বংশীবদন কোনওরকম বেআইনি কাজ করে থাকেন তাহলে আইন অনুসারেই তাঁর বিচার হোক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে সত্য-মিথ্যা যাচাই করুক। বিস্তারিত খোঁজ নেব। তবে এসবের সঙ্গে তৃণমূলের নাম জড়ানো একেবারেই অনুচিত।' সবমিলিয়ে বংশীবদন ইস্যুতে সরগরম কোচবিহারের রাজনীতি।

SHISHU CHILD CARE CLINIC
Renowned Newborn & Child Specialist
www.shishuchildclinic.com
DR. ANKIT AGARWAL MBBS, MD, FIN, PGPN
NEWBORN CARE | DIET | GROWTH | ALLERGY | BED WETTING | GAS | HEART AND NERVE
ALL VACCINATIONS ARE DONE DAILY
For Appointments – 90935-90936
Pakurtala More, Hakimpara, Siliguri

মহালয়ার ভোরে ৪৬টি মোড়ে বাজবে মহিষাসুরমর্দিনী

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের আয়োজনে মহালয়ার ভোরে শহরের ৪৬টি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে একসঙ্গে বাজবে মহিষাসুরমর্দিনী। ভোর ৪টা থেকে মাইক্রোফোনে বাজানো হবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী। ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট সংস্থাগুলিকে ডেকে আলোচনা করে কাজ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। অন্যদিকে, পুজো কার্নিভালের জন্যে রবিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হাসমি চক থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত এলাকা ঘুরে দেখবেন মেয়র। কোথায় কোথায় ছোট ছোট স্টেজ তৈরি করা হবে, প্রধান স্টেজ কোথায় হবে সেই সমস্ত বিষয় রবিবারই চূড়ান্ত করা হবে বলে জানা গিয়েছে। মেয়রের বক্তব্য, 'কলকাতার কার্নিভাল যেমন হয় সেরকমভাবে আমরা করার চেষ্টা করছি। রবিবার এলাকা দেখতে যাব।'

Sunetra'z Vision Redefined
Unit of Maya Sanyal Clinic and Nursing Home
এখানে উন্নতমানের মেশিন ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চোখের সমস্ত চিকিৎসা এবং পরীক্ষা করা হয়
Dr. Amitabha Chakraborty
7031532499/9002280804
Ashrampara, Near Pakurtala More, Siliguri
BRANCH ADDRESS : Radhika Market Complex Near Champasari More

শনিবার সকালে পুরনিগমে শহরের সমস্ত থানার আইসি, ওসি, ডিসিপি (সদর) এবং ডিসিপি (ট্রাফিক)-কে নিয়ে বৈঠক করেন মেয়র। সেখানে পুরকর্তাদের পাশাপাশি বরো চেয়ারম্যান এবং মেয়র-পারিষদরাও ছিলেন। কোন এলাকা থেকে কত ক্লাব কার্নিভালে আসবে, কার্নিভালের রুট কী হবে, সে রুটে পুলিশি ব্যবস্থা কেমন থাকবে সেইসমস্ত বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা হয়।

পুরনিগম সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে প্রায় ৩০টি ক্লাবের নাম ঠিক করে ফেলা হয়েছে। এই ক্লাবগুলির সঙ্গে পুরনিগমের পক্ষ থেকে এক-দু'দিনের মধ্যেই যোগাযোগ করা হবে। তাদের প্রত্যেককে কলকাতার পুজো কার্নিভালের ভিডিও পেনড্রাইভে দিয়ে দেওয়া হবে। সেভাবেই যাতে ক্লাবগুলি আয়োজন করে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। অন্যদিকে, গ্রামের চারটি ব্লক থেকে চারটি এবং পাহাড় থেকে একটি সাংস্কৃতিক দল থাকবে এই কার্নিভালে। থাকবে গ্রামের কয়েকটি পুজো। যে এলাকাগুলিতে স্টেজ তৈরি করা হবে সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। কার্নিভাল শুরু হবে হাসমি চক থেকে এবং শেষ হবে এয়ারভিউ মোড়ে লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাটে। হাসমি চক থেকে এয়ারভিউ পর্যন্ত মাঝের রাস্তায় ক্লাবগুলি নিজেদের প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ পাবে। তাই পুর আধিকারিক থেকে জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টি নিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র।

রোগনির্ণয়ে অগ্রগন্য ভূমিকায়..
বি.এস.ডায়গনস্টিক সেন্টার
বিধান রোড, শিলিগুড়ি, ফোন: 9733305372
পাকুড়তলা মোড়, শিলিগুড়ি, ফোন: 9733305672
www.bsdcsig.com B S Diagnostic Bsdc

বৃষ্টির মধ্যেই শিল্পের দেবতার আরাধনা

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। কিন্তু তাতে পুজো উদ্যোক্তারা মোটেও দমে যাওয়ার পাত্র নন। শনিবার তাই বৃষ্টির মধ্যেই বিশ্বকর্মাপুজোর অয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁরা। প্রচুর দোকানে ব্যবসায়ীরা সাধ্যমতো পুজোর আয়োজন করেছেন। অধিকাংশ বাসিন্দা বাড়িতে থাকা বাইক, স্কুটার, সাইকেল, গাড়িকেই পুজো করেছেন।

এসএফ রোডের দমকলের অফিসে এদিন দেবশিল্পীর আরাধনার আয়োজন করা হয়। শুক্রবার রাতেই প্রতিমা আনার পরিকল্পনা থাকলেও বৃষ্টির কারণে তা হয়নি। তাই সকাল সকাল মূর্তি এনে পুজো শুরু করেন সুবীর রায়, উদয় সাহারা। শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিশ্বকর্মাপুজোর। প্রসাদ বিতরণ করা হয় সাধারণ মানুষের মধ্যে। বৃষ্টির মধ্যেই শুরু হয় জাতিয়তাবাদী ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়নের পুজোর।

অজয় দাস, সুভাষ সাহার মতো অনেকেই সকালে গাড়ি ধুয়ে নিয়ে এসেছেন জংশন সংলগ্ন এলাকায়। সব গাড়ির চালকরা পাশাপাশি গাড়িগুলিকে দাঁড় করিয়ে পুজো করেন। পর্যটক সহায়ক এনজেপি রিকশা, ভ্যানচালক ইউনিয়নের তরফে আয়োজিত হয় বিশ্বকর্মাপুজোর। সকাল থেকেই তাই চূড়ান্ত ব্যস্ত ছিলেন দুখু, সুবীরের মতো চালকরা। ফুলেশ্বরীতে নির্মাণকর্মী লেবার ইউনিয়নের তরফেও শিল্পের দেবতার আরাধনার আয়োজন করা হয়।

নানা নিয়ম মেনে শিলিগুড়ির খালপাড়ায় বিশ্বকর্মা মন্দিরে পুজোর আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই পুণ্যার্থীদের আনাগোনা শুরু হয়ে যায় মন্দিরে। অন্যবারের তুলনায় এবছর মন্দিরে ভিড় অনেকটাই বেশি ছিল।

এনবিএসটিসির শিলিগুড়ি ডিপোতেও আয়োজন হয় পুজোর। এয়ারভিউ মোড় টোটোস্ট্যান্ডে সমস্ত টোটোচালক একসঙ্গে দেবশিল্পীর আরাধনায় মেতে ওঠেন। শিলিগুড়ি দার্জিলিং মেইন লাইন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন বিশ্বকর্মাপুজো করে। শিলিগুড়ি জংশনেও এদিন জংশন ড্রাইভার্স অ্যান্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, বর্ধমান রোডের জামিয়া ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের তরফেও পুজোর আয়োজন করা হয়।

উৎসব মানেই আনন্দ। তাই তো এদিন বিভিন্ন জায়গায় নাচগানে মেতে উঠলেন সাধারণ মানুষ।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডেঙ্গিতে রক্তের সংকট যাতে না হয়, তার জন্য এগিয়ে এলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অখিল ভারতীয় তেরাপন্থ যুবক পরিষদ এবং নিষ্কাম খালসা সেবার সহযোগিতায় শনিবার হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে রক্তদান শিবির করে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক। শিবিরে ৪০ জন রক্তদান করেন। উদ্যোক্তাদের তরফে সম্রাট সান্যাল বলেন, 'কিছুদিনের মধ্যে আমরা আরও একটি মেগা ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

অন্যদিকে, পুজোর আগে রক্তসংকট দূর করতে শনিবার ইসলামপুর জৈন ভবনে তেরাপন্থ যুবক পরিষদ রক্তদান শিবির করে। শিবিরে ৬১ ইউনিট সংগৃহীত রক্ত হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগারওয়াল সহ সংগঠনের কর্মকর্তারা।

কেন্দ্র উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বদলির আগে শনিবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা পুলিশকর্মীদের মানসিক সুস্থতার জন্য মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন। মাল্লাগুড়ির পুলিশ লাইনে তৈরি মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা কেন্দ্রে পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের সদস্যরা বিনামূল্যে পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। ওই কেন্দ্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত বসবেন। সেইসঙ্গে একটি ধ্যান করার ইউনিট চালু করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কমিশনার ছাড়াও পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বেগে বাসিন্দারা

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অলিগলিতে চুরির ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এলাকার বাসিন্দারা। শনিবার ওয়ার্ডের উন্নয়ন সমিতির ক্লাবে পাড়ায় মিটিং পর্বে শিলিগুড়ি থানার এক আধিকারিকের সামনে নিজেদের এই উদ্বেগের কথা জানান তাঁরা। পুলিশের আশ্বাস, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডে কাউন্সিলার কুন্তল রায়।

বাজারে ভিড়ের জন্য হাপিত্যেশ

রণজিৎ ঘোষ

ক্রেতার আশা

- শিলিগুড়ির বাজারে এখনও প্রত্যাশিত ক্রেতার দেখা নেই
- এর জন্য করোনা, জিএসটি এবং মূল্যবৃদ্ধিকে দায়ী করা হচ্ছে
- রবিবার থেকে ভিড় বাড়বে বলে আশায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা
- পুজো বোনাস হাতে এলে বাজার চড়বে বলে আশা করা হচ্ছে

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর বাকি মাত্র ১৩ দিন। কিন্তু এখনও শিলিগুড়ির বাজারে প্রত্যাশিত ক্রেতার দেখা নেই। বিধান মার্কেট থেকে হকার্স কর্নার, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, গৌরীশংকর মার্কেট সর্বত্রই এক ছবি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, 'এমন অবস্থা আগে কোনও বছর হয়নি। পুজোর ২০-২৫ দিন আগে থেকে নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকত না। কিন্তু এখন বসে বসে মাছি মারছি।'

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, করোনা পরবর্তী সময়ে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই খারাপ হয়েছে। পাশাপাশি জিএসটি এবং মূল্যবৃদ্ধিও মন্দা বাজারের অন্যতম কারণ। তবে, রবিবার থেকে বাজারে ভিড় বাড়বে বলে আশায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

শিলিগুড়িতে বরাবরই মহকুমার বিভিন্ন এলাকার মানুষের পাশাপাশি দার্জিলিং এবং কালিম্পং পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মানুষ বাজার করতে আসেন। বিশেষ করে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমা, জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স এলাকা এবং রাজগঞ্জের মানুষও শহরে পুজোর বাজার করতে আসেন। কিন্তু ২০২০ থেকেই পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে।

শনিবার বিকেলে হকার্স কর্নারে গিয়ে দেখা গেল কোনও দোকানেই কেনাকাটার ভিড় নেই। দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দোকানদার লক্ষ্মণ দত্ত বললেন, আসুন কী নেবেন? পরিচয় দিতেই তিনি বললেন, 'বাজারের অবস্থা খুব খারাপ। এত খারাপ অবস্থা করোনার আগে কোনওদিন দেখিনি। পুজোর এক মাস আগে থেকেই দোকানে কেনাকাটার ভিড় পড়ত। দোকানে তিন-চারজন কর্মচারী রাখতে হত। এবার একজনকেই নিয়েছি। তবুও কোনও কাজ নেই।' ব্যবসায়ী তাপস পাল বললেন, 'বেলা দুটোর আগে বউনিই হচ্ছে না। ক'দিন পর যে পুজো তা আমরা বুঝতেই পারছি না। লক্ষ লক্ষ টাকার পুজোর জামাকাপড় নিয়ে এসেছি। আশা করছি রবিবার থেকে ভিড় বাড়বে।'

একই ছবি দেখা গেল বিধান মার্কেটেও। এমনিতে বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে প্রচুর ভিড় চোখে পড়লেও জামাকাপড় কেনাকাটার ভিড় নেই। ব্যবসায়ীরাও কার্যত হতাশ। সুমিত দাসের মতো অনেক ব্যবসায়ীই বললেন, 'বিক্রি নেই, তার উপরে বৃষ্টি আরও ক্ষতি করে দিল।' একই অবস্থা হিলকার্ট রোডের ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের। বিপিন বর্মন, রতন পালের মতো ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা বললেন, 'কেন এবার মানুষ কেনাকাটা করছেন না বুঝতে পারছি না। তবে, চা বাগান সহ বেসরকারি সংস্থায় পুজোর বোনাস হলে আমাদের বিক্রি বাড়বে এই আশায় বসে রয়েছি।'

বৃষ্টির জন্য কেনাকাটা জমেনি বিধান মার্কেটে। শনিবার তপন দাসের তোলা ছবি।

একই ছবি গৌরীশংকর মার্কেটেও। এখানেও পাইকারি কিছু ক্রেতা এলেও সাধারণ মানুষের আনাগোনা দেখা যায়নি।

তুলনায় কিছুটা হলেও শপিং মলে কেনাকাটা হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও দামি পোশাক কেনার ঝোঁক কম বলেই মলের কর্তারা জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, একটার সঙ্গে একটা ফ্রি, ৫০ শতাংশ ছাড় দেখেই মানুষ বাজার করছেন। ব্র্যান্ডের পোশাকের বিক্রি একেবারেই নেই।

বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের বক্তব্য, ছোট-বড় অধিকাংশ চা বাগানেই এখনও পুজো বোনাস হয়নি। এছাড়া বেসরকারি সংস্থায় যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও সকলে বোনাস পাননি। ২১-২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সর্বত্রই পুজো বোনাস হয়ে যাবে। তারপরেই ভিড় বাড়বে বলে আশাবাদী ব্যবসায়ীরা।

সম্প্রীতির পুজো সুভাষপল্লিতে

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ির ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লির লিচুবাগান এলাকার মানুষ সম্প্রীতির নজির গড়ে তুলেছেন। বিশ্বকর্মাপুজোর প্যান্ডেলের ঠিক পাশেই রাখা মহরমের তাজিয়া। হঠাৎ করে দেখলে দুটিকে আলাদা করা কঠিন। মহরমের তাজিয়ায় যেমন সঞ্জয়-সুভাষরা পা মেলান, ঠিক একইভাবে যে কোনও পুজোয় আয়োজকদের পাশে থাকেন আখতার-জাহাঙ্গিররা।

ওই এলাকায় শনিবার ম্যাক্সিক্যাব ড্রাইভার্স ইউনিয়নের তরফে বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়েছে। আবার উলটো দিকে বাস মালিক ও চালক সংগঠনের তরফেও পুজো করা হয়। সব মিলে এলাকায় এদিন সাজোসাজো রব ছিল। গোটা রাস্তা সাজিয়ে তোলা হয়। সঙ্গে বেজেছে পুজোর গান। সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় খিচুড়ি বিতরণ। সকলের সঙ্গে সেই প্রসাদ নিয়েছেন সাদ্দাম হুসেনের মতো অনেকেই। সাদ্দাম বলেন, 'যেখানে এখন পুজো হচ্ছে, সেখানেই আমরা মহরমের তাজিয়া বানাই। নিয়ম মেনে কিছুদিনের জন্য তাজিয়া রাখা রয়েছে। সারাবছর সবাই একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিই। পুজোর সময় আমরাও এগিয়ে আসি। কোনও ধরনের ভেদাভেদ এখানে নেই।'

বিশ্বকর্মাপুজো কমিটির সদস্য সঞ্জীবন দাস বলেন, 'সবাই একসঙ্গে প্রতিটি অনুষ্ঠানে আনন্দ করি। চারদিকে যেভাবে ধর্মের নামে ভেদাভেদ হচ্ছে, তা ঠিক নয়। সম্প্রীতি বজায় রাখাটা প্রয়োজন। যেমনটা এখানে হয়। আমরা সকলে একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে রয়েছি।'

এর আগে শিলিগুড়ি শহর বারবার সম্প্রীতির মেলবন্ধন দেখিয়েছে। রামনবমীর মিছিলে শামশের আলম, শেহনওয়াজ হুসেনের মতো অনেককেই জল, ঠান্ডা পানীয়, চকোলেট বিলি করতে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের হেল্প ডেস্কও ছিল। গেরুয়া পতাকা পরে মিছিলে হাঁটা ভক্তদের সঙ্গে শেহনওয়াজদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রীতির এই দৃশ্যকে কুর্নিশ জানিয়েছিল গোটা দেশ।

সুভাষপল্লির লিচুবাগান এলাকায় বিশ্বকর্মাপুজোর প্যান্ডেল ও তাজিয়া।

জঞ্জাল, আগাছা, জমা জল সাফাইয়ের নির্দেশ মেয়রের

হাসপাতালে হবে মা ক্যান্টিন

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে শীঘ্রই মা ক্যান্টিন চালু হবে। এই ক্যান্টিনে পাঁচ টাকায় রোগী, রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ খাবার পাবেন। তবে বর্তমানে হাসপাতালে যে ক্যান্টিন চলছে, তার গুণমান নিয়েও শনিবার প্রশ্ন তুলেছেন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান গৌতম দেব। তিনি হাসপাতালের ক্যান্টিনকে আরও স্বাস্থ্যকর করে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। শিলিগুড়ির মেয়র জানিয়েছেন, প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে হাসপাতালের বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শনিবার সকালে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান গৌতম। শহরের ডেঙ্গি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে হাসপাতালের কোথাও জমা জল, আবর্জনার স্তূপ যাতে না থাকে, সেই ব্যাপারে হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষকে নির্দেশ দেন। হাসপাতালে মা ক্যান্টিন তৈরির জন্য বেশ কয়েকটি জায়গা ঘুরে দেখেন গৌতম। বর্তমান ক্যান্টিনের পাশাপাশি প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরি নতুন একটি ভবনও ঘুরে দেখেন। পরে স্থির হয়, বর্তমান ক্যান্টিনটি নতুন ভবনে স্থানান্তর করে ওই ক্যান্টিনের জায়গায় মা ক্যান্টিন তৈরি হবে। গৌতম জানিয়েছেন, কালীপুজোর আগেই মা ক্যান্টিন চালু হয়ে যাবে। এদিন মেয়র বর্তমানে চালু থাকা ক্যান্টিনে যান। সেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না হচ্ছে দেখে তিনি ভর্ৎসনাও করেন। পরে ওই ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য হাসপাতাল সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ক্যান্টিনের স্থান পরিদর্শন। -সংবাদচিত্র

এদিন বাস্তুকারদের নিয়ে হাসপাতালের পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবাও ঘুরে দেখেন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। তাঁর বক্তব্য, হাসপাতালের ডাক্তারদের গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং জোনে জলের একটি রিজার্ভার এবং পাম্পরুম রয়েছে। কিন্তু সেটি যে কোনও কারণেই হোক, সঠিকভাবে কাজ করছে না। আয়রনযুক্ত জল মিলছে। এর চেয়ে পুরনিগমের জলের গুণমান ভালো। সেই জল যাতে এখানে দেওয়া যায়, সেটা দেখা হচ্ছে। তার কারণ, অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ডেও পরিশ্রুত জল প্রয়োজন। এই জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পুরনিগমকে নিয়ে বৈঠক করে ব্যবস্থা করতে হবে বলে তাঁর মতামত।

হাসপাতালের যেখানে-সেখানে জঞ্জাল, আগাছা, জমা জল সাফাই করতে সোমবার থেকেই কাজ শুরু করার কথাও বলেছেন মেয়র। তিনি বলেন, 'একাধিকবার কায়াকল্প প্রকল্পে প্রথম হয়েছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। এই হাসপাতালের পরিষেবার মান আরও উন্নত করার চেষ্টা চলছে। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক আসছেন। মা এবং শিশুর চিকিৎসার জন্য পৃথক চিকিৎসা ব্লক চালু করা হবে।' তাঁর কথায়, 'কায়াকল্প প্রকল্পে প্রথম হওয়ায় ৩০ লক্ষ টাকা পুরস্কারমূল্য পাওয়া গিয়েছে। এই টাকায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে।' মেয়রের দাবি, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন জেলা হাসপাতালের রোগী পরিষেবার মানোন্নয়নে বেশ কিছু কাজ করেছিলাম। আবার প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে এই হাসপাতালের উন্নয়নের কাজ করব।'

আগাছাপূর্ণ জমি সাফাইয়ের দাবি

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় আগাছাপূর্ণ একটি জমি পরিষ্কার করার জন্য কাউন্সিলার থেকে বরো অফিসে আবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডে। এমনই অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা।

দুর্গা দাস বন্দ্যোপাধ্যায় রোডের এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, স্নেহাশিস চক্রবর্তী নামে এক বাসিন্দা জমির কিছুটা অংশ বাগান করে তা পরিষ্কার না রাখার জন্য মশার উপদ্রব বেড়েছে। যার ফলে আশেপাশের বাড়িতে মশার উপদ্রব অনেকটা বেড়েছে। এই অবস্থায় বাগানের মালিককে বিষয়টি জানানো হলেও তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি। কাউন্সিলার ও ৫ নম্বর বরো চেয়ারম্যানের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হয়। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও কোনও কাজ হয়নি।

আজ শহরে

দামামা নাট্যগোষ্ঠীর সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে বিকেল ৫টায় শিলিগুড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হলে নাট্য সেমিনার। 'বাংলা থিয়েটারের বর্তমান প্রবণতা : সংকট ও সম্ভাবনা' নিয়ে বক্তব্য রাখবেন বিশিষ্ট নাট্য গবেষক ও সমালোচক অংশুমান ভৌমিক।

পুজো পাবে শ্রীনিতা

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : দু'বছর আগেই তার কুমারীরূপে পূজিতা হওয়ার কথা থাকলেও বাদ সেধেছিল করোনা। তবে দু'বছর পর সেই অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় এবার শিলিগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ সোসাইটির (রামকৃষ্ণ আশ্রম) পুজোয় অষ্টমীর দিন কুমারীপুজো হবে। আর সেই কুমারী হচ্ছে বছর আটের শ্রীনিতা মজুমদার। জ্যোতিনগরের এই বাসিন্দা স্থানীয় একটি স্কুলে বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। শ্রীনিতার বাবা হেমন্ত মজুমদার বলছেন, 'রামকৃষ্ণ আশ্রম এখনও এই রীতিটা যে ধরে রেখেছে, সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ।'

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক কমল মজুমদার বলছিলেন, 'কুমারীপুজোর জন্য কুমারী নির্বাচনে বেশ কয়েকটা বিষয় দেখা হয়। কুমারীর পরিবার কতটা আধ্যাত্মিক তাও দেখা হয়। শ্রীনিতা এবং তার পরিবারের মধ্যে বিষয়গুলি রয়েছে।' ছবি আঁকার প্রতি শ্রীনিতার অগাধ ভালোবাসা। নাচেও উৎসাহ বাড়ায় এক মাস ধরে ভরতনাট্যমের ক্লাসও করছে সে। জন্মের পর থেকেই বাবা আর মা রেটিনা চৌধুরী মজুমদারের সঙ্গে পাড়ার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটিতে শ্রীনিতার যাওয়া-আসা। পাড়ায় আশ্রম থাকায় ছোটবেলা থেকে হেমন্তবাবুও আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। বাড়িতেও আধ্যাত্মিক আলোচনা হয়। তিনি বলছিলেন, 'দু'বছর আগেই মেয়ের কুমারীপুজো হওয়ার কথা থাকলেও অতিমারির জেরে হয়নি। এবার মাসখানেক আগে পুজোর বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়।'

মেয়েকে আলাদা করে কি কিছু শেখানো হচ্ছে? হেমন্তবাবুর কথায়, শ্রীনিতা এমনিতেই শান্ত ও মিশুকে। আঁকা শুরু করলে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকে। শুধু এটাই বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের বসবাস। তাই অহংকারের কোনও ব্যাপার নেই। ঠাকুর চেয়েছেন ওখানে বসে কর্ম করতে। কর্ম হল, সকল মানুষের জন্য শুভ চিন্তা করা।

সবমিলিয়ে, দু'বছর পর শিলিগুড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটির আশ্রমে কুমারীপুজো দেখতে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। তৈরি হচ্ছে শ্রীনিতাও।

এক মালায় গেঁথে গেলেন বিজয় ও আজমুল্লা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোকে কেন্দ্র করে মুজফফরপুরের সঙ্গে বাঁধা পড়ল শিলিগুড়ি। আর এই দুই জায়গাকে একসূত্রে বাঁধলেন মহম্মদ আজমুল্লা, মহম্মদ আজহাররা। ওরা এই শহরে কাপড়ের ফুল বিক্রি করেন।

আজমুল্লার কথায় জানা গেল তিরিশ বছর আগে কাপড়ের ফুলের মালার এই কাজ করা শুরু করেছিলেন। মালার দাম নিয়ে দরকষাকষিতে ব্যস্ত ছিলেন মহম্মদ আজহার। শেষে ৪০ টাকায় মালা বিক্রি করার পর সেই মালার কথা শোনালেন। আজহার বলেন, 'সেসময় গ্রামের কয়েকজন মিলে কলকাতায় কাজ করতে গিয়েছিলাম। কাপড়ের ফুল তৈরির কারখানায় কাজ শেখা শুরু করি। তারপর সে কাজটা গ্রামে শুরু করি।' মহম্মদ আজমুল্লা বলছিলেন, 'আমার বাবা বছর কুড়ি আগে শিলিগুড়িতে এসেছিলেন।

মেলালেন বিশ্বকর্মা

ভালো লাভ হওয়ার পর বাকিরা আসতে শুরু করেন।'

সাদিক আলি বলছিলেন, 'গত দুই বছর সেরকম ব্যবসা হয়নি। এবারে অবশ্য সকাল থেকে মালা বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে।'

ঘুরেফিরে এল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা। সাদিক অকপট বললেন, 'আসলে এখন অনেকেই সম্প্রদায়ের নাম শুনলে বিশেষ করে পুজোর জিনিস কিনতে চান না। তাই কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে ভয় করে।' মালা কিনতে সাদিকের কথাগুলো শুনছিলেন শহরের বাসিন্দা বিজয় দাস। আশ্বস্ত করলেন, 'আমাদের শহর আগের মতোই আছে। সম্প্রীতি, ঐক্য মেলবন্ধনের শহর।' আজমুল্লা-রা বললেন, সে ভরসাতেই তো রীতিকে ধরে রাখা।' সবমিলিয়ে, বিশ্বকর্মাপুজোর আনন্দের মধ্যেই সম্প্রীতির ঐক্য অটুট রাখল মুজফরপুরের বিন্দিপুর ও শহর শিলিগুড়ি।

বিশ্বকর্মাপুজোর উপলক্ষ্যে চম্পাসারি মোড়ে মালার দরদাম।

মা তারা মেটাল স্টোর্স
এখানে কাঁসা, পিতল, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল ইত্যাদি পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা হয় এবং পুরানো বাসন বদল করা হয়।
DIAMOND PLAZA, S.F. ROAD, MAHABIRSTHAN, SILIGURI
MOB.: 9434563424, 8695338990

চক্ষুদান।। বীরভূমের নলহাটির একটি ক্লাবের প্রতিমা। শনিবার। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

নবান্ন অভিযানের রিপোর্টে দাবি পুলিশকর্তাদের

প্ররোচনা ছিল বিজেপির

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নবান্ন অভিযানে বিজেপি নেতৃত্ব প্ররোচনামূলক আচরণ করেছিল বলে রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে রিপোর্ট পাঠালেন পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপাররা। নবান্ন অভিযান নিয়ে পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে আগামী সোমবার স্বরাষ্ট্রসচিবকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশ সুপার এবং কমিশনারদের ওই রিপোর্ট স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাঠাবেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। ওই রিপোর্টই কলকাতা হাইকোর্টে পেশ করবে রাজ্য সরকার। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারী, লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নেতৃত্বে সেদিন পুলিশের গার্ডরেল ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন বিজেপি কর্মীরা। হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে পুলিশের ওপর হামলা চালানোর জন্য আগে থেকেই ইট মজুত করে রাখা হয়েছিল। পুলিশ গুলি চালালে বড় কোনও ঘটনা ঘটে যেতে পারত।

বিজেপির নবান্ন অভিযানে পুলিশের 'অতিসক্রিয়তা' নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। তারপরই ওইদিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপার এবং পুলিশ কমিশনারদের কাছে রিপোর্ট তলব করে নবান্ন। শুক্রবার রাতে এই সম্পর্কিত রিপোর্ট রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে জমা পড়েছে। ওই রিপোর্ট এবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নবান্ন অভিযান চলাকালীন কলকাতার এমজি রোডে কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেবজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে ধাওয়া করেছিল বিজেপি কর্মীরা। তাঁর ওপর বাঁশ ও লাঠি নিয়ে হামলা চালানো হয়। তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছে। তাঁর মাথার হেলমেটেও লাঠি দিয়ে আঘাত করার ছবি সিসিটিভি ফুটেজে পেয়েছে পুলিশ। তিনি এখন কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন। এই ঘটনায় রাজকুমার মাইতি নামে পূর্ব মেদিনীপুর থেকে একজনকে কলকাতা পুলিশের গুন্ডাদমন শাখা গ্রেপ্তার করেছে। দমদমের বাসিন্দা রাজকুমার পেশায় শিক্ষক। তবে এলাকায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। এছাড়াও মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার এক বিজেপি নেত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে। তাঁর খোঁজেও শনিবার কলকাতা পুলিশের অফিসাররা বেলডাঙায় তল্লাশি চালান। যদিও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুলিশ সূত্রে খবর, ওইদিন পুলিশের পক্ষ থেকেই একাধিক ক্যামেরাম্যান নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া ভিডিও ফুটেজ লালবাজারের কর্তারা খতিয়ে দেখে পুলিশের ওপর হামলাকারী ও গাড়ি জ্বালানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেছেন। প্রয়োজনে ওই ভিডিও ফুটেজ আদালতেও পেশ করতে পারে রাজ্য। ওইদিন যে বিজেপি নেতৃত্ব প্ররোচণামূলক আচরণ চালিয়েছিলেন, তা প্রমাণ করার জন্য যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করছেন নবান্নের কর্তারা।

তথ্য সংগ্রহ

- নবান্ন অভিযানের দিন পুলিশ একাধিক ক্যামেরাম্যান নিয়োগ করেছিল
- সেই ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ অভিযুক্তদের চিহ্নিত করেছে
- প্রয়োজনে ওই ভিডিও ফুটেজ আদালতেও পেশ করতে পারে রাজ্য

কেষ্ট-সুকন্যাকে মুখোমুখি জেরার পরিকল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : সিবিআইয়ের নজরে এবার অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ে সুকন্যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। কয়েকদিন আগেই বীরভূমের বোলপুরের ত্রিশূলাপট্টিতে ভোলে বোম রাইস মিলে তল্লাশি চালিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেখান থেকে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি তারা সংগ্রহ করে। শুক্রবার বোলপুরের রেজিস্ট্রি অফিসে যান তদন্তকারীরা। সেখান থেকেই বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাঁদের হাতে আসে। তারপরই সুকন্যার আয়কর রিটার্ন খতিয়ে দেখা শুরু করেন তাঁরা। সূত্রের খবর, সুকন্যাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজাম প্যালেসে ডাকতে পারেন তদন্তকারীরা। অনুব্রতর সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনাও রয়েছে। যদিও এই মুহূর্তে অনুব্রত ওরফে কেষ্ট জেল হেপাজতে রয়েছেন। তাঁকে ফের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেপাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানাতে পারে সিবিআই।

সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে ধন্দ

সূত্রের খবর, শুক্রবার সিবিআইয়ের তরফে সুকন্যাকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার বেশিরভাগই উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' বলে ছেড়ে দিয়েছেন। সম্পত্তি হিসাব সংক্রান্ত প্রশ্ন তাঁকে করা হলে তিনি জানিয়ে দেন, এই ব্যাপারে অনুব্রতর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মণীশ কোঠারি সমস্ত কিছু বলতে পারবেন। মণীশ কোঠারিকেও এর আগে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা। তাঁর কাছ থেকেও অনুব্রতর গত পাঁচ বছরের আয়কর রিটার্ন সংক্রান্ত সমস্ত নথি তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু আয়কর রিটার্নের সঙ্গে তাঁর সম্পত্তির হিসাব মেলানো যাচ্ছে না। বাস্তবে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ অনেক বেশি বলেই তদন্তকারীরা মনে করছেন। এই নিয়ে সিবিআইয়ের আধিকারিকরা আয়কর দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন। তবে সুকন্যার সম্পত্তির হিসাবকেই আতশকাচের তলায় রেখেছেন তদন্তকারীরা।

মীনাদেবীর সঙ্গে কথা বিজেপির কেন্দ্রীয় দলের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নবান্ন অভিযানে জখম বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের দেখতে এবং ওইদিন পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা কেমন ছিল তা জানতে এরাজ্যে ৫ সদস্যের তথ্য অনুসন্ধান কমিটি পাঠালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। ওই দলের সদস্যারা শনিবার হাসপাতালে গিয়ে জখম বিজেপি কাউন্সিলার মীনাদেবী পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজ নেন এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাঁর কাছে জানতে চান। এদিন প্রতিনিধি দলের তরফে বলা হয়, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন ও ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলের অপশাসনের যোগ্য জবাব দেবেন। অপরদিকে রবিবার কলকাতায় আসছেন এ রাজ্যে বিজেপির নবনিযুক্ত পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে ও তাঁর সঙ্গী আশা লাক্রা। তাঁরা রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন।

নবান্ন অভিযানে মাথায় আঘাত পেয়ে জখম হয়েছিলেন কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার মীনাদেবী পুরোহিত। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বর্তমানে তিনি বাড়িতেই চিকিৎসাধীন। শনিবার দিল্লি থেকে আসা ৫ সদস্যের তথ্য অনুসন্ধান কমিটির সদস্যরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। ওই কমিটিতে আছেন অলিম্পিক পদকজয়ী প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, রাজ্যসভার সাংসদ ব্রিজলাল ও সমীর ওঁরাও, লোকসভার সাংসদ অপরাজিতা সারেঙ্গি ও সুনীল জাখর। মীনাদেবীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁরা এদিন দুপুরে বিজেপির হেস্টিংস অফিসে আসেন। সেখান থেকেই কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন। রাজ্যবর্ধন বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের কথা ভেবে কাজ করে চলেছে। এদেশের আইন মেনে সকলকে চলতে হবে। কেন্দ্র সরকারকে রাজ্য যা বলবে তাই করা হবে বলে যেন না ধরে নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ রাজ্য সরকারকে বুঝিয়ে দেবে যে সঠিক কাজ করে তাঁকে যেন দায়িত্ব দেওয়া হয়।'

রাজ্যের সমালোচনা অলিম্পিক পদকজয়ীর

> কেন্দ্র সরকারকে রাজ্য যা বলবে তাই করা হবে বলে যেন না ধরে নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষ রাজ্য সরকারকে বুঝিয়ে দেবে যে সঠিক কাজ করে তাঁকে যেন দায়িত্ব দেওয়া হয়।
>
> -রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর

ওই দলের অন্য নেতৃত্বের তরফে প্রশ্ন করা হয়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন প্রতিবাদ করা যাবে না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন কেন করা যাবে না? একইসঙ্গে ক্ষোভপ্রকাশ করে বিজেপি নেতৃত্ব বলেন, 'পুলিশ মহিলাদের ওপর বাহাদুরি দেখাচ্ছে। এ ধরনের আক্রমণ, জুলুমবাজি চলবে না। আগামী পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে যথাযথ শিক্ষা দেবে রাজ্যের সাধারণ মানুষ।' ওই দলের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। তাঁরা এদিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জখম বিজেপি কর্মী সমীর হালদারকে দেখতে যান।

রবিবার এরাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলতে আসছেন রাজ্যের নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক মঙ্গল পান্ডে ও আশা লাক্রা। নবান্ন অভিযানে রাজ্য বিজেপির ভূমিকায় খুশি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর পরেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে নামবে দল।

কার নির্দেশে নিয়োগ, জানতে চায় সিবিআই

পার্থ-কল্যাণ-শান্তিকে একত্রে জেরার ভাবনা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহাকে শনিবার আবারও হেপাজতে নিল সিবিআই। ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আলিপুরের সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত।

শনিবার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে পৃথকভাবে জেরা করেন সিবিআই আধিকারিকরা। সকাল থেকে দু'দফায় তাঁদের জেরা করা হয়। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালে গ্রুপ-সি পদে যে ৪০০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, সেখানে মন্ত্রী হিসেবে পার্থবাবুর কী ভূমিকা ছিল তা জানতে চান সিবিআই কর্তারা। বিশেষ করে 'অযোগ্য' ওই ৪০০ জন প্রার্থীর তালিকা কার নির্দেশে এবং কীভাবে তৈরি করা হল।

কল্যাণবাবুকে প্রশ্ন করা হয়, ওই ৪০০ জনের নিয়োগপত্রে যে তাঁর সই রয়েছে তা তিনি জানতেন কি? এ বিষয়ে কল্যাণবাবু জানিয়েছিলেন, স্ক্যান করে তাঁর সই নিয়োগপত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কল্যাণবাবু এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ জানিয়েছিলেন কিনা তা এদিন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে দু'জনকে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের একসঙ্গে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এদিন শান্তিপ্রসাদকে ফের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদনের সময় সিবিআই আধিকারিকরা বলেন, মোটা টাকার দুর্নীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত। এসএসসি দুর্নীতির অন্যতম ষড়যন্ত্রী তিনি। তদন্তে সিবিআইকে তিনি কোনও সহযোগিতা করছেন না বলেও অভিযোগ জানান সিবিআই আধিকারিকরা।

এই নিয়ে বিচারপতি পালটা প্রশ্ন তোলেন, একজনের কাছ থেকে তথ্য বের করতে এত সময় লাগছে কেন? কেন তথ্য বের করতে পারছেন না? আপনারা বারবার নিজেদের হেপাজত চাইবেন আর আদালত অনুমতি দেবে, তা হয় না। সিবিআইয়ের আইনজীবী ওইসময় তাঁর প্রভাবশালী যোগের কথা বলেন। এরপরই শান্তিপ্রসাদকে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

টিটাগড়ে স্কুলের ছাদে বোমা বিস্ফোরণ

সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার টিটাগড়ের একটি স্কুলে ক্লাস চলাকালীন জোরালো বোমা বিস্ফোরণ হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও রাত অবধি বিস্ফোরণের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। কেউ গ্রেপ্তারও হয়নি। কোনও হতাহতের খবরও পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টিটাগড় স্টেশন রোড এলাকার ফ্রি ইন্ডিয়া হাইস্কুলের ছাদে প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। তার তীব্রতা এতটাই ছিল যে, অনেক দূর পর্যন্ত তার শব্দ পাওয়া যায়। বিস্ফোরণের সূত্র খুঁজতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাদে উঠলে দেখতে পান পুরো ছাদ জুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে বোমার সুতলি।

আতঙ্কে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে স্কুলেই বোমা মজুত ছিল নাকি বাইরে থেকে কেউ বোমা ছুড়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এক পুলিশকর্তা জানান, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ বিস্ফোরণের কারণ খুঁজবেন।

স্কুলের এক শিক্ষক বলেন, 'আমি দেখলাম বিকট শব্দে ক্লাসরুমের বাইরে ধোঁয়া উঠছে। ছাদে গিয়ে বোমার সুতলি দেখতে পাই। এই বোমা ছাদে না পড়ে স্কুলমাঠে বা অন্য কোথাও পড়লে শিশুদের আহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।' স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

পুজোতে বৃষ্টির আশঙ্কা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার পর শনিবার বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দক্ষিণবঙ্গের আকাশ ছিল মেঘলা। বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতও হয়। যার জেরে এদিন পুজোর বাজার অনেকটাই মার খায়। রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি চলবে বলে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। সব মিলিয়ে বৃষ্টির জন্য এ বছর পুজোর আনন্দে বাগড়া পড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আগামী ৫ দিন উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ২০ সেপ্টেম্বরও আরেকটি নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বঙ্গোপসাগরে। মৎস্যজীবীদের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।

বৃষ্টিভেজা সকালে চলছে গাড়িপুজো। শনিবার কলকাতায়। -কৌশিক দত্ত

রাস্তা মেরামত করতে হিমসিম অর্থ দপ্তর

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : সারা রাজ্যের শহর ও গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের বেহাল দশায় ক্ষোভ বাড়ছে। প্রায় প্রতিবছরই পুজোর আগে শহর ও মফসসল এলাকায় কাজ চলার মতো রাস্তাঘাট মেরামতির কাজ হয়। এবার সেই কাজ হওয়া প্রায় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের কাছে। বেহাল রাস্তা মেরামতি করার মতো টাকা রাজ্যের ভাঁড়ারে নেই। শহর তো বটেই, রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তা নিয়েও ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের। এই অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে অবস্থা সামাল দিতে বাড়তি অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা শুরু করেছে অর্থ দপ্তর। ওই দপ্তরের খবর, এমনিতেই সরকারের অর্থাভাব চলছে। তার ওপর শুধু একশো দিনের কাজ নয়, গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে কেন্দ্রীয় প্রকল্পেরও টাকা দেওয়া বন্ধ করেছে দিল্লি। বন্ধ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ অর্থ। দিল্লি থেকে রাজ্যের বকেয়া আসার আপাতত কোনও আশাই দেখছে না অর্থ দপ্তর।

পুজোয় রাতভর বাস-মেট্রো কলকাতায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো মানেই কলকাতায় রাতভর প্যান্ডেলে ঘুরে ঠাকুর দেখা। শুধু কলকাতার বাসিন্দারাই নন, গ্রামগঞ্জ থেকেও বহু মানুষ এখানে ঠাকুর দেখতে আসেন। এবার দর্শনার্থীদের কথা মাথায় রেখে প্রায় সারারাত বাস এবং মেট্রো চলবে কলকাতায়। মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পঞ্চমী থেকে একাদশী পর্যন্ত অতিরিক্ত মেট্রো চালানো হবে।

নতুন সূচি মেনে পঞ্চমী থেকেই মেট্রো চলাচল শুরু করবে। পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে আপ ও ডাউন মিলে ২৮৮টি মেট্রো চলবে। সপ্তমী থেকে নবমী ২৪৮টি এবং একাদশী থেকে ত্রয়োদশী ২৩৪টি মেট্রো যাতায়াত করবে। পঞ্চমী ও ষষ্ঠী দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়ার মেট্রো সকাল আটটায় ছাড়বে কবি সুভাষ স্টেশন থেকে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার মেট্রো সকাল ৮টা ১০ থেকে চালু হবে। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাওয়ার মেট্রো রাত ১০টা ৩৮ পর্যন্ত চলবে। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার মেট্রো রাত ১০টা ৪০ মিনিটে এবং দমদম থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার মেট্রো রাত ১০টা ৫০ পর্যন্ত চলবে। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী শেষ মেট্রো চলবে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ভোর ৩ টে ৪৮ মিনিট পর্যন্ত। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত শেষ মেট্রো ছাড়বে ভোর ৩ টে ৫০ মিনিটে।

তৃতীয়া থেকেই রাতে অতিরিক্ত বাস

তবে শুধু মেট্রো নয়, পুজোর সময় তৃতীয়া থেকেই রাতে অতিরিক্ত বাস চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। কলকাতার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগম রাত আড়াইটা পর্যন্ত বাস চালাবে। ফের ভোর ৪ টে থেকে বাস চলবে প্রতিটি রুটে।

কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা সহ আটক মহিলা

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (সংবাদ): শুক্রবার রাতে ইডির গোয়েন্দারা কলকাতা বিমানবন্দরে হানা দিয়ে আবার বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করেন। উদ্ধার হওয়া টাকার পরিমাণ এক কোটিরও বেশি। কলকাতা বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইডি আধিকারিকরা বিমানবন্দরে গিয়ে সঙ্গীতা দেবী নামে ওই যাত্রীর কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রা উদ্ধার করেন। ওই যাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার ইন্ডিগোর ৬ই-৮২২ ইম্ফলগামী বিমানে ওঠার কথা ছিল অভিযুক্ত সঙ্গীতাদেবীর। দমদম বিমানবন্দরে চেকিং করার সময় তাঁর লাগেজ পরীক্ষা করা হয়। তখনই স্ক্যানারে ব্যাগের মধ্যে বেশকিছু প্যাকেট দেখা যায়। লাগেজ খুলতেই ১৩টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। সেই প্যাকেটগুলির মধ্যে ১ লক্ষ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার পাওয়া যায়। ভারতীয় মুদ্রায় এর আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা।

ইডি আধিকারিকরা সঙ্গীতার কাছে জানতে চান এই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মুদ্রার উৎস। কিন্তু জবাবে ইডি আধিকারিকদের সন্তুষ্ট করতে পারেননি তিনি। ইডি আধিকারিকরা জেরা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে চলতি মাসের ৮ তারিখ ভারতীয় নাগরিক গৌতম রবিশংকরের ব্যাগে ৪১টি খামের সন্ধান মেলে।

নাম না করে কটাক্ষ মমতাকে

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও জোটই কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। বিজেপি বিরোধী সরকার গড়তে বা আন্দোলনের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব থাকবে কংগ্রেসেরই হাতে। শনিবার এরাজ্যে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে এই দাবি করে গেলেন এআইসিসি নেতারা। তৃতীয় ফ্রন্ট বলে যে কিছু হয় না, অতীতে তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রবীণ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।

রাহুল গান্ধির 'ভারত জোড়ো' যাত্রার প্রচারে এদিন কলকাতায় আসেন জয়রাম রমেশ ও দিগ্বিজয় সিং। বিধানভবনে এক বৈঠকে তৃণমূলকে নাম না করে কটাক্ষ করে জয়রাম বলেন, 'কংগ্রেস ভেঙে অনেক দলই তৈরি হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নামটি তারা ছাড়তে পারেনি। তাদের দলের সঙ্গেও কংগ্রেস নামটি যুক্ত করতে হয়েছে।' তিনি মন্তব্য করেন, নেহরু যদি পেটেন্ট নিতেন যে, কংগ্রেস নামটা কেউ যুক্ত করতে পারবে না, তাহলে বোধহয় ভালো করতেন। অনেকে মনে করেন, কংগ্রেস শেষ, কিন্তু কংগ্রেস নিজেদের ঐতিহ্য নিয়েই আছে।

এআইসিসি নেতাদের দাবি, রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে যে 'ভারত জোড়ো' যাত্রা হচ্ছে তা কোনও দল করার সাহস দেখায়নি। পশ্চিমবঙ্গেও এই যাত্রা হবে। কবে এই যাত্রা হবে তা ঠিক করবে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

জয়রাম রমেশদের মন্তব্যের পালটা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে জোটের কথা কোনওদিনই বলেনি তৃণমূল। মমতা বলেছেন, যৌথ মেকানিজম হোক। জমিদারি মানসিকতা না দেখিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে দেখান। তৃণমূল তার কর্তব্য পালন করছে।'

চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া পরিস্থিতি ক্রমেই স্বাস্থ্যভবনের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে শনিবার বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বৈঠক করেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম ও স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাক্তার সিদ্ধার্থ নিয়োগী।

ডাঃ নিয়োগী জানিয়েছেন, শুক্রবার নতুন করে আরও ৫৬৬ জনের শরীরে ডেঙ্গি জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। সরকারি হাসপাতালে ৫৮৪ জন ডেঙ্গি রোগী ভর্তি রয়েছেন। জেলার কিছু হাসপাতালের আউটডোরে বিশেষ 'ফিভার ক্লিনিক' খোলা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিকেও এই ধরনের ক্লিনিক খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, আউটডোরের লাইন এড়াতে আরবান হেলথ সেন্টার থেকে রেফার করা রোগীরা সরাসরি সরকারি ল্যাবরেটরিতে রক্তের নমুনা দিতে পারবেন। আশা ও এএনএম কর্মীদের প্রতিটি বাড়ি গিয়ে ডেঙ্গি রোগীর সন্ধান করার কথা বলা হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্যকর্তারা বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া রোগীদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকার কথা বলেছেন। ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার উপসর্গ দেখা দিলে এলাইজা ও এনএস-১ পরীক্ষা অবশ্যই করাতে হবে বলে হাসপাতালগুলিকে জানিয়ে দিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তার আশঙ্কা, অক্টোবরের শেষ বা নভেম্বরের প্রথম পর্যন্ত এই দুই রোগ রাজ্যে দাপিয়ে বেড়াবে।

আত্মীয়তা দৃঢ় করতে জাম্বো জিলিপির আদানপ্রদান

কার্তিক ঘোষ

সিমলাপাল, ১৭ সেপ্টেম্বর : আত্মীয়তার বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে বাঁকুড়ার তিনটি শিল্প গ্রামের কর্মকার সম্প্রদায়ের মধ্যে জাম্বো জিলিপি আদানপ্রদানের রীতি রয়েছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, জিলিপি হল লাটসাহেবের গাড়ি। এই লাটসাহেবের গাড়িকে লোকশিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন বাঁকুড়ার সিমলাপালের পুখুরিয়া, লক্ষ্মীসাগর এবং বাঁকুড়া সদর থানার কেঞ্জাকুড়া গ্রামের শিল্পীরা। এই জাম্বো জিলিপির একেকটির ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে ৭ কেজি পর্যন্ত হয়। শনিবার পুখুরিয়া গ্রামে গিয়ে দেখা গেল, মিষ্টান্ন শিল্পী সুকুমার কর্মকার, সত্য কর্মকার, আশিস কর্মকার, রাধারমণ কর্মকাররা এখন জাম্বো জিলিপি তৈরিতে ব্যস্ত। এখানে খদ্দেরদের চাহিদা অনুযায়ী এক থেকে তিন কেজি সাইজের জিলিপি তৈরি করছেন। দাম ১০০ টাকা কেজি। শুধু তাই নয়, জিলিপির উপরে হরেক নকশা করছেন হাতের কৌশলে।

জাম্বো জিলিপি তৈরিতে ব্যস্ত মিষ্টিশিল্পী। শনিবার বাঁকুড়ায়। -সংবাদচিত্র

গ্রামের অশীতিপর দুই বৃদ্ধ মহাদেব ও গুরুপদ কর্মকারের থেকে জানা গেল, প্রায় দেড়শো বছর ধরে আত্মীয়দের মধ্যে জাম্বো জিলিপির আদানপ্রদান রীতি চলে আসছে। শুধু বাঁকুড়া জেলাতেই নয়, যেসব আত্মীয় ভিনরাজ্যে থাকেন তাঁদের কাছেও দু'দিন আগে থেকে জিলিপি পাঠানো শুরু হয়েছে। প্রতিবছর ভাদ্র মাসের ২৭ তারিখ থেকে আশ্বিনের ৫ তারিখ পর্যন্ত জাম্বো জিলিপ তৈরি করেন দোকানদাররা। এক সপ্তাহে প্রায় ১৬ থেকে ২০ কুইন্টাল জিলিপি বিক্রি হয়।

তবে কেঞ্জাকুড়া গ্রামের জিলিপি তৈরি হয় ময়দা এবং বিরির বেসন দিয়ে, ফলে ওখানের জিলিপি প্রায় এক মাস পর্যন্ত একই রকম থাকে। কেঞ্জাকুড়া গ্রামে সব থেকে বেশি ওজনের জিলিপি তৈরি হয়। অন্যদিকে, পুখুরিয়া এবং লক্ষ্মীসাগর গ্রামের জিলিপি চালগুঁড়ি এবং বিরির বেসন দিয়ে তৈরি হয়। খেতে সুস্বাদু হলেও এক সপ্তাহের বেশি থাকে না।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রী দেবাচার্য্য 9434317391

মেষ : এ সপ্তাহে সামান্য ভুলের জন্য বড় কোনও ক্ষতি হতে পারে। সতর্ক থাকুন। চলতি ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে পারেন। মা ও বাবাকে নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে মানসিক আনন্দ লাভ। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয়।

বৃষ : হঠাৎই কোনও প্রিয়জনের চিকিৎসায় অত্যধিক ব্যয় করতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধিদীপ্ততা সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠায় জনপ্রিয়তা লাভ করবেন। সন্তানের জন্য গর্বিত হবেন। সামান্য কারণে মেজাজ হারিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন। সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পাবেন।

মিথুন : বাবার পরামর্শে কোনও জটিল কাজ সম্পন্ন করে তৃপ্তিবোধ। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে গর্বিত হবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। পথে চলতে এ সপ্তাহে খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হারানো মূল্যবান দ্রব্য ফেরত পেয়ে স্বস্তি লাভ। নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকলে কার্যসিদ্ধি হবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ।

কর্কট : প্রিয়জনের মেধার বিকাশ লক্ষ্য করে তৃপ্তি। হঠাৎ ক্রোধ এ সপ্তাহে আপনার ক্ষতি করবে। শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কোনও প্রতারকের কথায় বিশ্বাস করে সমস্যায়ও পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে অবিশ্বাস করলে সমস্যায় পড়বেন। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব থাকলেও তা দ্রুতই স্বাভাবিক হবে।

সিংহ : এ সপ্তাহে নিজের ভুলে বা চরম উদাসীনতায় অহেতুক অর্থব্যয় হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তি হলে শুধু নিজের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে কোনও কাজ করতে যাওয়া উচিত হবে না। পারিবারিক শান্তি ফিরে আসবে। অংশীদারি ব্যবসায় ভালো লাভ হবে। চিকিৎসায় সাফল্য মিলবে।

কন্যা : নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য আনন্দ দেবে। ব্যবসার জন্য দূরস্থানে যেতে হতে পারে। জমি ও বাড়ি ক্রয়ের সুযোগ আসবে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমনে আনন্দ লাভ।

তুলা : এ সপ্তাহে ব্যবসার ক্ষেত্রে নানারকম বাধা আসতে পারে। নতুন কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে গেলে অবশ্যই অভিজ্ঞের পরামর্শ নেবেন। পরিবারের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ দিকটুকু কাটিয়ে আনন্দ লাভ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

বৃশ্চিক : নিজের বুদ্ধির ভুলে অর্থের অপচয় হবে। প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকেও শামিল করুন। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের জটিলতা কাটিয়ে স্বস্তিলাভ। সংগীত ও অভিনয়ের ব্যক্তিগণ নতুন সুযোগ পাবেন। মায়ের সঙ্গে হঠাৎ সামান্য ব্যাপারে মতানৈক্য।

ধনু : ব্যবসায়িক কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বাবার সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ। সন্তানের জন্য মানসিক চিন্তা থাকবে। কোনও বিপন্ন পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। নতুন এক আয়ের পথ প্রশস্ত হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ।

মকর : এ সপ্তাহে দীর্ঘদিনের কোনও আশার পূরণ ঘটবে। নতুন আয়ের পথ পাবেন। পরোপকার করে মানসিক তৃপ্তি। সন্তানের সৃজনশীল কাজের সাফল্যে আনন্দ লাভ। অতি আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

কুম্ভ : নতুন কোনও কাজ এ সপ্তাহে শুরু হলেই সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরোধীপক্ষ আপনার সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। সম্পত্তি নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মতানৈক্য। প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন। ভাইবোনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ লাভ। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন।

মীন : নতুন কোনও আয়ের পথ খুলবে। ঋণ এই সপ্তাহে পরিশোধ করতে হবে। প্রতিযোগিতায় সাফল্য মেলায় তৃপ্তিলাভ। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। আপনার উদাসীনতায় কোনও কাজ সমস্যায় পড়তে পারে। কপট ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। মূল্যবান দ্রব্য চুরি হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

মারিনের তির মনপ্রীতকে, দলবেঁধে প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : সচরাচর এমনটা হয় না। ভারতীয় পুরুষ হকি দলের ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিংয়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন প্রাক্তন কোচ শোয়ের্ড মারিন। তাঁর বিরুদ্ধে দলবেঁধে প্রতিবাদ জানালেন মহিলা দলের খেলোয়াড়রাও।

'উইল পাওয়ার' নামে আত্মজীবনী লিখেছেন মারিন। সেখানে একটি অংশে তিনি উল্লেখ করেছেন, বন্ধুকে জাতীয় দলে সুযোগ করে দিতে সতীর্থকে খারাপ খেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মনপ্রীত। বইয়ের অন্য একটি অংশে আবার মারিন বলেছেন, মনপ্রীত সেটা মজা করে বলেছিল কিনা সেটা আমি বুঝতে পারিনি।

জাতীয় দলের ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে প্রাক্তন কোচের এমন অভিযোগ মানতে পারেননি বাকিরা। এদিন দুই দলের

চর্চায় এখন মনপ্রীত সিং।

সদস্যারা যৌথ বিবৃতি দিয়ে মারিনের সব অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, বইয়ের বিক্রি বাড়াতে খেলোয়াড়দের সম্মান নিয়ে খেলছেন মারিন। এমন চলতে থাকলে কোচদের সঙ্গে এরপর আর খোলাখুলি কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই ভয় পাবেন অ্যাথলিটরা। দীর্ঘমেয়াদে যার পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

এত বড় একটা ঘটনা যদি ঘটেই থাকে, তাহলে তখন কেন মারিন হকি ইন্ডিয়া বা সাইকে বিষয়টি জানাননি সেই প্রশ্নও তুলেছেন খেলোয়াড়রা। এই দুই সংস্থার কাছেই বিষয়টি নিয়ে জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা। সেখান থেকে জানানো হয়েছে এমন কোনও ঘটনার কথা মারিন কখনও জানাননি। এরপরই বিষয়টি অন্যদিকে মোড় নেয়। মারিনকে কোনওভাবেই ছাড়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন হকি খেলোয়াড়রা। একইসঙ্গে প্রকাশকের বিরুদ্ধেও আইনের পথে হাঁটবেন বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁরা।

বিষয়টি ঘোরালো হচ্ছে দেখেও মাথা নোয়াননি মারিন। সংবাদসংস্থাকে এদিন তিনি বলেছেন, 'কারও সম্মানহানি করার জন্য আত্মজীবনীতে কথাগুলো লিখিনি। সবাইকে বোঝাতে চেয়েছি একজন কোচ হিসেবে কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আমাদের। একইসঙ্গে পর্দার আড়ালে যেসব ঘটনা হয় সেগুলো তুলে ধরেছি।'

প্রথমে পুরুষ হকি দলের দায়িত্বে ছিলেন মারিন। পরে তাঁকে মহিলাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। টোকিও অলিম্পিকে তাঁর প্রশিক্ষণেই মেয়েরা চার নম্বরে শেষ করেছিল। সেই কোচের এমন কাণ্ডে হতবাক খেলোয়াড়রাই।

সচিব নিয়োগে আপত্তি, আলোচনা চান বাইচুং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় উপস্থিত না থাকলেও সোমবার কলকাতার সভায় থাকছেন বাইচুং ভুটিয়া। শুধু তাই নয়, সভাপতি নির্বাচনের পর এবার সচিবের নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিলেন দেশের ফুটবল আইকন।

রবিবারের টেকনিকাল কমিটি ও ১৯ সেপ্টেম্বরের কার্যনির্বাহী সমিতির সভার জন্য ইতিমধ্যেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কর্তারা কলকাতায় আসতে শুরু করেছেন। তারইমধ্যে বিতর্ক তৈরি হল বাইচুং ভুটিয়ার এক মন্তব্যকে ঘিরে। এর আগেই তিনি সভাপতি নির্বাচনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যা নিয়ে তেমন আলোড়ন তৈরি হয়নি। এদিন আবার সংবাদ সংস্থার কাছে মুখ খোলেন তিনি। বাইচুংয়ের বক্তব্য, 'একজন ভোটারকে বেতনভুক কর্মী হিসাবে বাছাই করাটা অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত।' তাঁর এই মন্তব্য সাজি প্রভাকরণকে সচিব হিসাবে বেছে নেওয়া নিয়েই। দিল্লি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন সাজি। দিল্লির প্রতিনিধি হিসাবে কল্যাণ চৌবে বনাম বাইচুংয়ের সভাপতিত্বের লড়াইয়ে ভোট দিয়েছেন সেসময়। গত ৬ সেপ্টেম্বর তিনি দিল্লি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন থেকে পদত্যাগ করেন। পরদিন দায়িত্ব নেন এআইএফএফ সচিব পদে। এই ঘটনাকে অনিয়ম বলে চিহ্নিত করে বাইচুংয়ের মন্তব্য, 'সভাপতি নির্বাচনে সাজি ভোটার ছিলেন। তারপরই তাঁকে এভাবে একজন কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত। ওঁকে যদি কোনও সাম্মানিক পদ দেওয়া হত, তাহলে আমি একেবারেই কিছু মনে করতাম না। এরপর তো যে কেউ এসে ভোট দেওয়ার বিনিময়ে একটা মোটা বেতনের কর্মী হতে চাইবেন। এখনও পর্যন্ত কোথাও এরকম একজন ভোটারকে পরবর্তী সময়ে বেতনভুক কর্মী হিসাবে মনোনীত করা হয়নি।' কার্যনির্বাহী সমিতিতে এই বিষয়ে যাতে আলোচনা হয় তার জন্য চিঠিও দিয়েছেন বাইচুং।

> যে কেউ যা খুশি বলতে পারেন। আমার কিছু বলার নেই এই বিষয়ে। তবে এটুকু বলতে পারি, ভারতীয় ফুটবলের ভালো করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি এই পদে। এখানে দেওয়া–নেওয়ার কোনও ব্যাপার নেই।
>
> –সাজি প্রভাকরণ

> সভাপতি নির্বাচনে সাজি ভোটার ছিলেন। তারপরই তাঁকে এভাবে একজন কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত। এরপর তো যে কেউ এসে ভোট দেওয়ার বিনিময়ে একটা মোটা বেতনের কর্মী হতে চাইবেন।
>
> –বাইচুং ভুটিয়া

এদিন সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছনো সাজিকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বাড়তি কিছু বলতে রাজি হননি। শুধু বলেছেন, 'যে কেউ যা খুশি বলতে পারেন। এটা তাঁর ব্যাপার। আমার কিছু বলার নেই এই বিষয়ে। তবে এটুকু বলতে পারি, ভারতীয় ফুটবলের ভালো করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি এই পদে। এখানে দেওয়া–নেওয়ার কোনও ব্যাপার নেই।' কার্যনির্বাহী সমিতিতে আলোচনার জন্য যে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেই প্রসঙ্গে ফেডারেশনের মহাসচিবে মন্তব্য, 'বাইচুং কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য। ওঁর দেওয়া চিঠি নিয়ে আলোচনা হবে কি না তা বাকি সদস্যরাই ঠিক করবেন।' ৩ সেপ্টেম্বর প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটির সভা হয় দিল্লিতে। সেখানে অনুপস্থিত থাকলেও কলকাতার সভায় থাকছেন বলে এদিন জানান বাইচুং। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে ৬ জন প্রাক্তন ফুটবলারকে কো–অপ্ট করা হয়েছে কমিটিতে। তার মধ্যে বাইচুং অন্যতম। এই সভায় যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই অধিকার আমাকে ভারতীয় ফুটবলে আমার অবদানের জন্য সুপ্রিম কোর্ট দিয়েছে। ফেডারেশন বা কেন্দ্রীয় ক্রীড়া দপ্তর দেয়নি। তাই আদালতের দেওয়া অধিকারের সম্মান আমি রক্ষা করতে চাই। আমার আইনজীবীও আমাকে বলেছেন, কার্যনির্বাহী সমিতির পদ থেকে সরে গেলে সেটা খারাপ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া আমি সবসময়ই ভারতীয় ফুটবলের উন্নতির কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাই।'

তাঁকে বর্তমান কমিটি কাজে লাগাবে কি না তা সময়ই বলবে, তবে সোমবার তাঁর পাঠানো চিঠি নিয়ে যে সরগরম হবে সভা, তা বলাই বাহুল্য।

মুস্তাক আলিতে বোর্ডের অভিনব উদ্যোগ

ম্যাচের মাঝে পরিবর্ত এবার বাইশ গজেও

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : ফুটবলের পথে এবার ক্রিকেটও!

ম্যাচ চলাকালীন ক্রিকেটেও খেলোয়াড় বদল করা যাবে! বদলে ফেলা যাবে প্রথম একাদশ! ঘরোয়া ক্রিকেটে এমনই অভিনব উদ্যোগ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের। আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০–তে পরীক্ষামূলকভাবে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার'–কে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' নিয়মে টসের সময় প্রথম একাদশের সঙ্গে অতিরিক্ত চারজন খেলোয়াড়ের নাম জানাতে হবে। যাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে প্রথম এগারো কোনও একজন ক্রিকেটারের বদলে। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী দলের পরিকল্পনাতে রদবদল আনা সম্ভব হবে। ক্রিকেট আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

১১ অক্টোবর থেকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি শুরু। চলবে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। টি২০ ফর্ম্যাটের এই প্রতিযোগিতাতেই প্রথমবার নতুন এই পদ্ধতি ব্যবহারের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। পরীক্ষা সফল হলে আগামীদিনে বাকি ঘরোয়া টুর্নামেন্টেও ধীরে ধীরে তা ব্যবহারের ভাবনা। তবে আইপিএলে এখনই পরখ করা হবে কি না, তা নিয়ে কোনওরকম আলোচনা হয়নি।

প্রতিটি রাজ্য সংস্থাকে লিখিতভাবে নতুন নিয়মের কথা জানিয়েছে বিসিসিআই। নতুন নিয়মে প্রতি ইনিংসের ১৪ ওভারের আগে পরিবর্ত ক্রিকেটার নামানো যাবে।

একনজরে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার

- টসের সময় প্রথম একাদশ এবং অতিরিক্ত ৪ ক্রিকেটারের নাম জানাতে হবে। এই চারজনের থেকেই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার বাছা যাবে।
- প্রতিটি দল একজন করে ক্রিকেটারকে পরিবর্ত হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।
- উভয় ইনিংসে ১৪ ওভারের মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে।
- পরিবর্ত প্লেয়ার ব্যাটিং এবং বোলিংয়ের পুরো কোটা করতে পারবে। যাঁর বদলে নামবেন সেই ক্রিকেটারকে ম্যাচে আর ব্যবহার করা যাবে না।
- ১১ অক্টোবর শুরু সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে নতুন পদ্ধতি চালু হবে।

পরিবর্ত 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' বাকি ম্যাচে ব্যাটিং এবং পুরো চার ওভার বল করতে পারবে। আউট হওয়া ব্যাটারের পরিবর্তও নেওয়া যাবে নতুন নিয়মে। তবে কোনও পরিস্থিতিতেই ১১ জনের বেশি ক্রিকেটার যেন পারফর্ম না করে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। বিসিসিআইয়ের দাবি, নতুন পদ্ধতিতে উভয় দলই সুবিধা পাবে। ক্রিকেট আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

কোনও দল শুরুতে উইকেট খুইয়ে চাপে পড়লে অতিরিক্ত একজন ব্যাটার ব্যবহার করতে পারবে। উলটোভাবে বোলিং দলও পারবে অতিরিক্ত বোলারের সুবিধা নিতে। দুই দলের সামনেই ম্যাচে ফেরা, ম্যাচের সমীকরণ বদলের সুযোগ। এখন দেখার ফুটবলের দেখানো পথে বিসিসিআইয়ের নয়া উদ্যোগে ব্যাট–বলের ডুয়েল কতটা রঙিন হয়ে ওঠে।

'যে কেউ যা খুশি বলতেই পারে'

হার্দিক–প্রশ্নে শাস্ত্রীর কটাক্ষ গাভাসকারকে

মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বর : সুনীল গাভাসকারের প্রতি কটাক্ষের সুর রবি শাস্ত্রীর।

হার্দিক পান্ডিয়া প্রসঙ্গে নিজের প্রাক্তন অধিনায়ক, তথা কিংবদন্তি ওপেনার সানিকে 'এক্স–ওয়াই–জেড' বলে অভিহিত করতে দেখা গেল শাস্ত্রীকে! কয়েকদিন আগে গাভাসকার বলেছিলেন, আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতের 'তুরুপের তাস' হয়ে উঠতে পারেন হার্দিক। ১৯৮৫ সালের বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপে যেমনটি তাঁর দলের হয়ে করেছিলেন রবি শাস্ত্রী। এদিন সুনীল গাভাসকারের মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা বেসুরো শাস্ত্রী। জানান, হার্দিককে নিয়ে নিজের মতামত অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বের সেরা টি২০ অলরাউন্ডার হিসেবেই মনে করেন হার্দিককে। আগেই পরিষ্কার করে যা বলেছেন, তা বদলানোর কোনও প্রয়োজন নেই। এখানেই থেমে থাকেননি ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ। কটাক্ষের সুরে বলেছেন, 'আমি ইতিমধ্যেই হার্দিককে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের মনোভাব জানিয়েছি। নতুন করে কিছু বলার দরকার আছে কি? সপ্তাহ দুয়েক হল সেই টুইট করেছি। তাতে নতুন করে যোগ বা বিয়োগ করার কিছু নেই। এক্স–ওয়াই–জেড যে যা খুশি বলতেই পারে। প্রত্যেকের মতামতের স্বাধীনতা রয়েছে। তারা তা বলবে। হার্দিককে নিয়ে আমার বক্তব্য আগেই জানিয়ে দিয়েছি।'

প্রসঙ্গত, গাভাসকার কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, '১৯৮৫ সালের বেনসন হেজেস কাপে পুরো টুর্নামেন্টে ব্যাটিং, বোলিংয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিল শাস্ত্রী। দুর্দান্ত কয়েকটা ক্যাচও ধরেছিল। আসন্ন বিশ্বকাপে যা করে দেখানোর রসদ রয়েছে হার্দিকের মধ্যেও। তিন বিভাগেই ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ও।'

ভারতীয় দলে মাত্র চার পেসার, অবাক জনসন

করোনা, অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নেই সামি

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর : টি২০ বিশ্বকাপের ঘোষিত মূল ১৫ জনের দলে জায়গা হয়নি মহম্মদ সামির। তারপরও সামির জন্য বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি। কিন্তু তাঁকে বিশ্বকাপ দলে দেখার সম্ভাবনা আজ অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। করোনা সংক্রামিত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া সিরিজ থেকে তিনি ছিটকে গেলেন। গত বছর টি২০ বিশ্বকাপের পর থেকে সামি টি২০ আন্তর্জাতিকে খেলেননি। বলা হচ্ছিল ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ তাঁর জন্য অ্যাসিড টেস্ট।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্যও তাকিয়ে ছিলেন আসন্ন জোড়া সিরিজে সামি কেমন বল করেন সেদিকে। শনিবার জানা গিয়েছে, করোনা সংক্রামিত হওয়ায় অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে থাকলেও তিনি মোহালি যাচ্ছেন না। সেখানেই সিরিজের প্রথম টি২০। সামির পরিবর্তে প্রায় সাড়ে তিন বছর পর জাতীয় দলের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন উমেশ যাদব।

কাউন্টি খেলতে গিয়ে চোট পাওয়া উমেশ বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব করছিলেন। গ্লস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে খেলার সময় থাই মাসলে চোট পান তিনি। রাতের দিকে সংবাদ সংস্থার খবর, উমেশ এখন ফিট। মোহালিতে ভারতীয় দলের সঙ্গে তাঁকে যোগ দিতে বলা হয়েছে। এশিয়া কাপে ভরাডুবির পর নির্বাচকরা চাইছেন অভিজ্ঞ বোলারদের দেখে নিতে।

মিচেল জনসন আবার ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ দলে মাত্র চারজন পেসার দেখে অবাক। অস্ট্রেলিয়ার পেস–ফ্রেন্ডলি পিচে বিশ্বযুদ্ধ। পেস ব্রিগেডকে আরও বেশি শক্তিশালী করা উচিত ছিল বলেই মনে করেন প্রাক্তন অজি পেসার। অন্তত আরও

মায়ের সঙ্গে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মহম্মদ সামি।

একজন পেসার দলে রাখা দরকার ছিল। জনসনের মতে, চারজন পেসার রেখে বড়সড়ো ঝুঁকি নিয়েছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। ভারতীয় দল নিয়ে প্রশ্নের জবাবে জনসন বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় তিনজন জেনুইন পেসার খেলানো উচিত। এমনকি চারজনকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা বদলে বাড়তি পেসার দরকার ছিল ভারতের।' অবশ্য ভারতীয় পেস ব্রিগেডের গতি মন্থরতাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ। জনসনের যুক্তি, একজন এক্সপ্রেস গতির বোলার থাকলেই হয়। বাকিদের দায়িত্ব হবে তাকে সাহায্য করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পেস ব্রিগেডের বৈচিত্র্য এবং অস্ট্রেলিয়ার পিচে সঠিক লাইন–লেংথে বল রাখা।

এদিকে রবীন্দ্র জাদেজার অনুপস্থিতি বিশাল ক্ষতি বলে মনে করছেন মাহেলা জয়বর্ধনে। প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান অধিনায়কের মতে, জাদেজা ব্যাটিং অর্ডারে ৫ নম্বরে থিতু হয়ে গিয়েছিল। তারপর হার্দিক পান্ডিয়া। দুইজনে মিলে মাঝের ওভারে দলের ব্যাটিংকে নির্ভরতা জুগিয়েছে। ব্যাটিংয়ে ডান–বাম কম্বিনেশনে এক্সফ্যাক্টর ছিল। জাদেজার অনুপস্থিতি ডানহাতি দীনেশ কার্তিক আর বাঁহাতি ঋষভ পন্থকে নিয়ে টানাটানি। যা ভারতের বিশ্বকাপ ভাবনা গুলিয়ে দিচ্ছে, ধারণা জয়বর্ধনের।

টি২০ বিশ্বকাপে সুযোগ না পাওয়ার পর প্রথমবার মুখ খুললেন সঞ্জু স্যামসন। টিম ম্যানেজমেন্টের বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন সঞ্জুর সমর্থকরা। যদিও বাস্তববাদী সঞ্জু সেই পথে হাঁটতে নারাজ। জানান, লোকেশ রাহুল কিংবা ঋষভ দুইজনের মধ্যে একজনকে বসতে হত তাঁকে নিতে গেলে। আদপে লড়াইটা সতীর্থদের সঙ্গেই। তিনি যে পথে হাঁটতে নারাজ। কারণ তা করলে দেশ, নিজের দলকেই ছোট করতেন।

বিরাটকে তিন নম্বরেই চান গম্ভীর-হেডেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে কুড়ির বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু হল বলে। সব দলই তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। টিম ইন্ডিয়ারও দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় দল ঘোষণার পরই শুরু হয়েছে হইচই। যার নেপথ্যে রয়েছে একাধিক কারণ। মহম্মদ সামি কেন মূল দলে নেই, কারও জানা নেই। কেন ভারতীয় স্কোয়াডে তিন স্পিনার, তার উত্তরও নেই। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির ব্যাটিং অর্ডার কী হবে, তাও অজানা। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আজ বিশ্বকাপের ভারতীয় দল ও সম্ভাবনা নিয়ে মুখ খুলেছেন গৌতম গম্ভীর ও ম্যাথু হেডেন। স্টার স্পোর্টস চ্যানেলের এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর–হেডেনরা জানিয়েছেন, কুড়ির বিশ্বকাপে তাঁরা টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডারে তিন নম্বরে চান কোহলিকে। কেন? তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন গম্ভীররা। প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার তথা বিজেপির সাংসদ বলেছেন, 'আমার মনে হয়, কোহলি তিন নম্বরেই ভালো করবে। তাছাড়া রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল প্রথম একাদশে থাকলে বিরাটের পক্ষে ওপেন করার কাজটা সহজ হবে না। তিন নম্বরেই নামুক কোহলি।'

টি২০ বিশ্বকাপ

বিরাটকে তিন নম্বরে ব্যাটিংয়ের পরামর্শ দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনাররা যদি দশ ওভারের মধ্যে আউট হয়ে যান, তাহলে কোহলি নামুন তিন নম্বরে। কিন্তু যদি ওপেনাররা দশ ওভারের বেশি খেলে দেন, তাহলে তিন নম্বরে সূর্যকুমার যাদবকে চাইছেন গম্ভীর। প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বলেন, 'তিন নম্বরে বিরাটই আদর্শ। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতীয় দলে তিন নম্বর জায়গাটা নমনীয় হওয়া উচিত। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে ঠিক করা হোক তিন নম্বরে কে নামবেন। যদি শুরুতে ওপেনারদের কেউ আউট হয়ে যান, তাহলে বিরাট তিন নম্বরে নামুক। আর সেটা না হলে সূর্যকুমারকে তিন নম্বরে চাই।' কোহলির ওপেনার করার সম্ভাবনা নিয়ে মুখ খুললেও সামি কেন নেই বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডে, সেই ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট মন্তব্য করেননি গম্ভীর। তিনি বলেছেন, 'সামি স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রয়েছে। ফলে প্রয়োজনে ওকে পাওয়া যাবে না, এমন নয়। তাই এখনই এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না।'

গম্ভীরের মতো কিংবদন্তি অজি ওপেনার হেডেনও কুড়ির বিশ্বকাপে তিন নম্বরে কোহলিকে ব্যাট করতে দেখতে চান বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটিংয়ে কোহলি তিন নম্বরেই ওর সেরাটা দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। ব্যক্তিগতভাবে ওকে তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবেই আমার বেশি পছন্দ। বাকি সিদ্ধান্ত ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে নিতে হবে।' কেন বিরাটকে তিন নম্বরে চাইছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন হেডেন। অজি ওপেনারের কথায়, 'কোহলির সবচেয়ে বড় গুণ হল, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, ও নিজের মতো করে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে তিন নম্বরেই কোহলির নামা উচিত বিশ্বকাপে।'

শাহিন বিতর্কে আফ্রিদিকে পালটা

উস্কানি দিতেই প্রশ্ন, ফোন কাড়া নিয়ে দাবি রামিজের

লাহোর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় সাংবাদিকের ফোন কাড়া নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন রামিজ রাজা। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান দাবি উত্যক্ত করতেই উসকানিমূলক প্রশ্ন করা হয়। ভারতীয় সংবাদিকের সেদিনের মানসিকতা নিয়েই পালটা প্রশ্ন তুলে রামিজের অভিযোগ, 'মনের মধ্যে বিদ্বেষ থাকলেই একমাত্র এরকম প্রশ্ন মাথায় আসে কারও। ক্রিকেট সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার বদলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসব প্রশ্ন করা হয়। তবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই ওটাকে দেখছি। এনিয়ে আর আলোচনার পক্ষপাতী নই আমি।'

এশিয়া কাপ ফাইনালের পরের ঘটনা। শ্রীলঙ্কার কাছে পাকিস্তানের হার নিয়ে রামিজকে প্রশ্ন করা হয়, পাক সমর্থকরা কাঁদছে, তাঁরা হতাশ। পিসিবি প্রধান হিসেবে তাঁদের প্রতি আপনি কী বার্তা দেবেন? ভারতীয় সাংবাদিকের যে প্রশ্নের পর তর্ক লেগে বেঁধে যায়। মেজাজ হারিয়ে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সাংবাদিকের ফোন কেড়ে নেন রামিজ।

নিজের আচরণ, ঘটনা সম্পর্কে রামিজের দাবি, 'আমি পালটা জানতে চেয়েছিলাম উনি কীভাবে জানলেন পাক সমর্থকরা ক্ষুব্ধ, হতাশ। স্টেডিয়ামে তো সাধারণ দর্শকদের সঙ্গে উনি বসেননি। আলাদা জায়গায় ছিলেন। তাহলে খেলার শেষ হওয়ার পরপরই কীভাবে পাক সমর্থকদের বক্তব্য জেনে গেলেন! আসলে উত্যক্ত করতেই এরকম প্রশ্ন। ক্রিকেটের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।'

শাহিন শা আফ্রিদির চোট–বিতর্কেও তূরীয় মেজাজ রামিজের। দাবি করেন, শাহিনকে নিয়ে অহেতুক বিতর্ক তৈরি করছেন শাহিদ আফ্রিদি। প্রাক্তন অধিনায়ক আফ্রিদি দাবি করেন, শাহিনের চিকিৎসার কোনও দায়িত্ব নেয়নি পিসিবি। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করতে হয়েছে শাহিনকে। রামিজ পুরো অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন, 'কী করে কেউ ভাবতে পারে শাহিনের সঙ্গে বোর্ড এরকম ব্যবহার করতে পারে! বাস্তব হল, এরকম কিছুই ঘটেনি। যা হয়েছে, আমার ভাবনার অতীত। অহেতুক বিতর্ক।'

রামিজের মতে, ভুল বোঝাবুঝি থেকেই বিতর্ক। শাহিনের চোট নিয়ে ওই সময় বোর্ডের তরফে প্রকাশ্যে বিবৃতি দেওয়া না হলেও সবসময় পাশে থেকেছেন তাঁরা। ক্রিকেটাররা বোর্ডের মূল সম্পদ। পিসিবি যেভাবে খেলোয়াড়দের পাশে থাকে, আর কোনও দেশীয় বোর্ড তা করে না। শুধু জাতীয় দল নয়, প্রথম শ্রেণির দল, ক্রিকেটারদের প্রতিও সমান দায়বদ্ধ বোর্ড।

এদিকে, টি২০ বিশ্বকাপ দলে তরুণ উইকেটকিপার–ব্যাটার মহম্মদ হ্যারিস সুযোগ পাওয়ায় খুশি নন পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার সৈয়দ আজমল। রামিজের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়ে আজমল বলেছেন, 'রামিজের জন্যই হ্যারিস সুযোগ পেয়েছে। ওকে রামিজ পছন্দ করে। যার জন্যই সুযোগ পেয়েছে হ্যারিস।'

আজ অনুশীলন ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচ খেলবে ইস্টবেঙ্গল। তবে তারা নামবে নিউটাউনে সেন্টার ফর এক্সেলেন্সের মাঠে। দীর্ঘদিন ভালো মাঠের খোঁজে ছিলেন লাল–হলুদ কোচ স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। জানা গিয়েছিল, ডুরান্ড কাপ শেষ হতেই তাঁরা চলে যাবেন এআইএফএফ সেন্টার ফর এক্সেলেন্সের মাঠে। রবিবার অনুশীলন ম্যাচ সেই মাঠেই। তবে এই ম্যাচটি ক্লোজ ডোর ম্যাচ হিসেবে খেলতে চেয়েছেন লাল–হলুদ কোচ। তবে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে কেন প্রস্তুতি ম্যাচ সেটাই প্রশ্ন। কলকাতা লিগে জর্জের পারফরমেন্স এবার খুব ভালো নয়। সুপার সিক্সেও জায়গা করতে ব্যর্থ তারা। যদিও এই ধরনের ম্যাচ খেলিয়েই আইএসএলের আগে দল সেট করাই লাল–হলুদ কোচের লক্ষ্য।

ফাইনালে সুনীল-কৃষ্ণা জুটিকে রোখাই চ্যালেঞ্জ মুম্বইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এটিকে মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলের দ্রুত বিদায়ে বিমর্ষ কলকাতা। তবে একথা অনস্বীকার্য, টুর্নামেন্টের সেরা দুই দলই এবার ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মুখোমুখি।

এখনও পর্যন্ত সম্ভবত নিজেদের সেরা ম্যাচ মুম্বই সিটি এফসি খেলে ফেলেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। চেন্নাইয়ান এফসি–র বিরুদ্ধে ৫–৩ ম্যাচকে অন্তত করোনা উত্তরকালে ভারতীয় ফুটবলের সেরা থ্রিলার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সেই ম্যাচে যে খেল দেখিয়েছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট–লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে জুটি, তাতে বেঙ্গালুরু এফসি কোচ সাইমন গ্রেসনের কপালে ভাঁজ পড়তেই পারে। এটিকে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মতো দল থাকা সত্ত্বেও গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছানো যথেষ্ট কৃতিত্বের। এখানেই শেষ নয়। সেমিফাইনালেও চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম দাবিদার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে শেষ মুহূর্তের গোলে হারানোও যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে। এবারই প্রথম ডুরান্ডে খেলছে মুম্বই সিটি। আর এসেই ফাইনালে পৌঁছানো নিশ্চিতভাবেই ডুরান্ড জয়ের রাস্তায় তাদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে। অন্যদিকে, ডুরান্ডের ফাইনালে পৌঁছানোয় বেঙ্গালুরু দেশের সব বড় টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলল। শুধু ফাইনালে

প্র্যাকটিসে রয় কৃষ্ণা।

ওঠাই নয়, প্রায় সব ট্রফিই ঘরে তুলতে পেরেছে বেঙ্গালুরু। স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ট্রফি ক্যাবিনেটে ডুরান্ড কাপটাও রাখতে চাইবে গার্ডেন সিটির এই দল। এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে সুনীল ছেত্রীরা অপরাজিত। এখনও পর্যন্ত দুইটি ড্র ও চারটি জয় তাদের ঝুলিতে। ফাইনালে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই লক্ষ্য হবে বেঙ্গালুরুর। সুনীল ও রয় কৃষ্ণা জুটির ফর্মে থাকা বাড়তি আত্মবিশ্বাসী করছে গোটা দলকে।

মুম্বই–বেঙ্গালুরু এখনও পর্যন্ত দশবার মুখোমুখি হয়েছে একে অপরের। পরিসংখ্যানের বিচারে সামান্য এগিয়ে মুম্বই। পাঁচবার জয়ী তারা, সেখানে চারবার জয় পেয়েছে বেঙ্গালুরু। একটা ম্যাচ ড্র। দুই দলেই চোট–আঘাতের খবর নেই। সেমিফাইনালে হাঁটুতে চোট পাওয়া মুম্বইয়ের অময় রানাওয়াডে খেলতে পারবেন কিনা তা অবশ্য খোলসা করেননি দেস বাকিংহাম। ম্যাচ প্রসঙ্গে তিনি শুধু বলেছেন, 'আমরা এখানে ডুরান্ড জিততে এবং আইএসএলের আগে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এসেছি। এখনও পর্যন্ত আমার দল যা খেলছে তাতে আমি খুশি। আশা করছি, একটা তুল্যমূল্য উত্তেজক ম্যাচ হবে। বিএফসি অবশ্যই শক্তিশালী দল। আমি ছেলেদের বলব, খেলাটা উপভোগ করো।' বেঙ্গালুরু কোচ গ্রেসনের বক্তব্য, 'আমাদের একটা দল হিসাবে খেলতে হবে। মুম্বইয়ের বেশকিছু ভালো ফুটবলার রয়েছে। বিশেষ করে স্টুয়ার্টের মতো একজন স্ট্রাইকার থাকা মানেই চিন্তার কথা। আমরা জানি ওরা কী করতে পারে। প্রচুর পাস খেলে দলটা। ওদের খেলাটা থামাতে আমাদেরও আরও ভালো খেলতে হবে। আসল হল, ফাইনালে জেতা। কীভাবে সেটা বড় কথা নয়।' ডুরান্ড কাপ জয়ের ভাবনা মাথায় থাকলেও আইএসএলের আগে বাড়তি ঝুঁকি কোনও দলই যে নিতে চাইছে না।

ফাইনালে শুরুতে রাষ্ট্রপতি আসার কথা বলা হলেও তিনি শেষপর্যন্ত আসছেন না। রাজ্যপাল লা গণেশন ও ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ফাইনালে উপস্থিত থাকার কথা আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে।

ইডেনে কেভিনের শতরানে ম্লান নার্স

ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস–১৭৯/৭
গুজরাট জায়ান্টস–১৮০/৭
(১৮.৪ ওভার)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : অবিকল এক ছবি!

আকাশে মেঘের আনাগোনা রয়েছে। মাঝেমধ্যে চলছে বৃষ্টিও। সঙ্গে ডিজের টিংচ্যাকও আছে। তার মধ্যেই আজ সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে গেল লেজেন্ডস ক্রিকেট লিগ। প্রথম ম্যাচে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে জ্যাক কালিসের ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস দল নির্ধারিত ২০ ওভারে করল ১৭৯/৭। রাতের ইডেনে 'বিশ্বকর্মা' হিসেবে হাজির হলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যাসলে নার্স (৪৩ বলে অপরাজিত ১০৩)। ক্রিকেটের নন্দনকাননে তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং চমকে দিল। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে ৮ বল বাকি থাকতে ১৮০/৭ তুলে ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল গুজরাট জায়ান্টস। মায়াবী শতরান করে গুজরাটকে জেতালেন ওপেনার কেভিন ও'ব্রায়েন (৬১ বলে ১০৭)।

গতকালের ইন্ডিয়া মহারাজাস বনাম ওয়ার্ল্ড জায়ান্টস দলের ম্যাচ ছিল প্রদর্শনী। গ্যালারিতে ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তুলনায় আজকের ম্যাচ প্রতিযোগিতার প্রথম। মাঠে ছিলেন না বোর্ড সভাপতিও। গ্যালারিও ভাঙা হাট। বিশ্বকর্মা পুজোর সন্ধ্যায় যাঁরা এসেছিলেন, ভেবেছিলেন ক্রিস গেইলকে দেখা যাবে। ক্যারিবিয়ান কিং কলকাতায় পৌঁছাননি। এমনকি ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস দলের ঘোষিত অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরও কলকাতায় নেই। বীরেন্দ্র শেহবাগ (৬) গুজরাট জায়ান্টস দলের অধিনায়ক হিসেবে মাঠে থাকলেও ব্যাট হাতে তিনি হতাশ করেছেন। সন্ধ্যার ইডেনে গম্ভীরের বদলে কার্যনির্বাহী অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়ে টস করতে নামলেন কালিস। কিন্তু কেন নেই গম্ভীর?

ক্যাচ নেওয়ার পর উচ্ছ্বাস বীরেন্দ্র শেহবাগ, পার্থিব প্যাটেলদের। সেঞ্চুরির পর হুংকার অ্যাসলে নার্সের। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

রাত পর্যন্ত আয়োজকদের তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। গম্ভীর–গেইলদের অনুপস্থিতির মঞ্চে ব্যাট করতে নেমে ইন্ডিয়া ক্যাপিটালস দলকে ভরসা দিলেন দীনেশ রামদিন (২৬ বলে ৩১) ও নার্স। মূলত তাঁদের জন্যই লেজেন্ডস লিগের রাজধানী ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের রানটা ১৭৯/৭–এর বড় স্কোরে পৌঁছেছিল। রাতের ইডেন গার্ডেন্সে ওয়েস্ট ইন্ডিজের নার্স ছিলেন বিধ্বংসী মেজাজে। তাঁর ব্যাটিং আগ্রাসনের সামনে অশোক দিন্দা (২৬/০), গ্রেম সোয়ান (২৪/১), থিসারা পেরেরাদের (১৬/২) শুরুর দাপট ম্লান হয়ে গেল। আসলে রাতের ইডেনে নার্সের ব্যাটিং বিক্রমে সাক্ষাৎ বিশ্বকর্মা দর্শন হল হাজার সাতেকের গ্যালারির। রাত বাড়ার সঙ্গে গুজরাটের বিশ্বকর্মা হিসেবে ইডেনে উদয় হল কেভিনের। শেহবাগের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটি জমেনি। দলের বাকি সতীর্থরাও তাঁকে তেমন ভরসা দিতে পারেননি। কিন্তু তারপরও কেভিন একাই টেনে নিয়ে গেলেন গুজরাটের ইনিংস। দলের জয়ও আনলেন। যদিও তিনি ফেরার পর শেষ ১০ রান করতে গিয়ে চার উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল গুজরাট। প্রবীণ তাম্বের (২৮/৩) ওয়াইড ইন্ডিয়া ক্যাপিটালসের সব আশা শেষ করে দিল।

ডেভিসে হার ভারতের

লিলেহ্যামার, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডেভিস কাপ টেনিসে নরওয়ের বিরুদ্ধে গ্রুপ ওয়ান টাইয়ে ০–৩ ব্যবধানে হেরে গেল ভারত। গত রবিবার ইউএস ওপেন ফাইনাল খেলা ক্যাসপার রুডের বিরুদ্ধে প্রথম সিঙ্গলসে প্রজনেশ গুণেশ্বরণ হারবেন প্রায় সবাই নিশ্চিত ছিলেন। ৬–১, ৬–৪ গেমে রুডের জয় অবাক করেনি। কিন্তু রামকুমার রমানাথন (২৭৬) র‍্যাংকিংয়ে তাঁর থেকে পিছিয়ে থাকা ভিক্টর ডুরাসোভিচের (৩২৫) কাছে ৬–১, ৬–৪ গেমে হার বড় ধাক্কা দেয়। চাকা ঘোরেনি ডাবলসেও। ইউকি ভামরি–সাকেত মিনেনি ৩–৬, ৬–৩, ৩–৬ গেমে হেরে যান রুড–ডুরাসোভিচের বিরুদ্ধে।

লিগের প্রস্তুতি শুরু মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপের হতাশা ঝেড়ে ফেলে কলকাতা লিগের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শনিবার ঘরের মাঠেই অনুশীলন করলেন ওসমানে এন'ডিয়া, মার্কাস জোসেফরা। প্রশ্ন উঠেছিল আবিওলা ডাওডাকে নিয়ে। সেমিফাইনালে তাঁকে খেলাননি কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। জানা গিয়েছে, ডাওডা কোয়ার্টার ফাইনালে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। সেই ব্যথা সেমিফাইনালের সকালেও না কমায় তিনি ম্যাচে নামতে চাননি। এমনকি রিজার্ভ বেঞ্চেও বসতে চাননি। ডাওডা শনিবার অনুশীলন করেন। একইসঙ্গে চোট কাটিয়ে মিলন সিং, ফসলু রহমান অনুশীলনে ফিরেছেন। তাঁরাও কলকাতা লিগে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। শনিবার ঘণ্টা দুয়েক দলকে অনুশীলন করালেন মহমেডানের রাশিয়ান কোচ চেরনিশভ।

জিতল বার্সা

বার্সেলোনা, ১৭ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় এলচের বিরুদ্ধে ৩–০ গোলে জয় পেল বার্সেলোনা। ৩৪ ও ৪৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। মাঝে ৪১ মিনিটে গোল করেছেন মেম্ফিস ডিপে। ৬ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে বার্সা শীর্ষে উঠে এসেছে।

কলকাতা লিগের ভাগ্য ঝুলেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : এটিকে মোহনবাগান কি কলকাতা লিগে খেলবে? এই প্রশ্নের উত্তর মিলল না শনিবারও।

এদিন আইএফএ দপ্তরে সিএফএল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকেই সুপার সিক্সের দলগুলোকে নিয়ে আগামী সূচি চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল। দুই দলের সমর্থকরা জানতে উৎসাহী ছিলেন কবে কলকাতা লিগের ডার্বি হবে। কিন্তু শনিবারও তাঁদের হতাশই হতে হল। কলকাতা লিগ কমিটির বৈঠকে নতুন একটি প্রশ্ন তুলল এটিকে মোহনবাগান। বৈঠকে উপস্থিত সবুজ–মেরুনের দুই প্রতিনিধি ইমরান খান ও আশিস সরকার প্রশ্ন তোলেন যে, যেহেতু তাঁরা আইএসএল খেলছেন, তাই তাঁরা কি কলকাতা লিগ খেলতে পারেন? সেটা তাঁদের জানতে হবে আইএসএল আয়োজক এফএসডিএলের কাছ থেকে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা বাবু চক্রবর্তী। যদিও তাঁরা এমন প্রশ্ন তোলেননি।

এই নতুন সমস্যার কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত হন স্বয়ং আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। কিছুদিন আগে সবুজ–মেরুন কর্তা দেবাশিস দত্ত জানিয়েছিলেন, আইএফএ–র

> **একটা টুর্নামেন্ট খেললে অন্য টুর্নামেন্ট খেলতে পারবে না, আমার মনে হয় এমনটা হতে পারে না। আমি মনে করি পর্যাপ্ত ফুটবলার থাকলে না খেলার কারণ নেই কোনও দলের। একইসঙ্গে আমরা সূচিটা সাজিয়ে নিয়ে আবার দুই–একদিনের মধ্যে বসব।**
>
> –অনির্বাণ দত্ত

থেকে বকেয়া টাকা না পেলে তাঁরা ভেবে দেখবেন লিগ খেলবেন কিনা। তারপর আইএফএ–র পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয় কয়েকটি কিস্তিতে মোহনবাগানের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। তার প্রথম কিস্তি হিসেবে ১২ লক্ষ টাকা দিয়েও দেওয়া হয় মোহনবাগানকে। এবার আরেক নতুন সমস্যার কথা সিএফএল কমিটির বৈঠকে তুলে ধরেন তাঁরা।

এই বৈঠকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষ থেকে কামারুদ্দিন আহমেদ জানান, আই লিগ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁদের খেলা নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তবে দীর্ঘদিন দল ধরে রাখা নিয়ে সমস্যায় পড়তে পারে ছোট দলগুলি। ভবানীপুর ক্লাবের পক্ষ থেকে সুপার সিক্সের একটি খসড়া সূচি তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এদিন সভায় সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়। আপাতত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দুই–তিনদিনের মধ্যে সুপার সিক্সের একটি খসড়া সূচি তৈরি করবে আইএফএ। তারপর সেই

সূচি নিয়ে ফের বৈঠকে বসবে তারা। এই সময়ের মধ্যে বাগান কর্তারা এফএসডিএল ও আইএফএ তাদের পেরেন্ট বডি এআইএফএফের কাছে জানতে চাইবে যে, আইএসএল খেললে কি ঘরোয়া লিগ খেলতে কোনও সমস্যা আছে আইএসএল খেলা দলগুলোর। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন থেকে এর উত্তর আসার পর পরবর্তী পদক্ষেপ করবে তারা। এদিনের বৈঠক শেষে আইএফএ সচিব অনির্বাণ বলেছেন, 'জানতে হবে এফএসডিএলের এমন কোনও নিয়ম আছে কিনা। আমি আমাদের পেরেন্ট বডির থেকে জানব বিষয়টা। দলগুলি ওদের মতো জানুক। একটা টুর্নামেন্ট খেললে অন্য টুর্নামেন্ট খেলতে পারবে না, আমার মনে হয় এমনটা হতে পারে না। আমি মনে করি পর্যাপ্ত ফুটবলার থাকলে না খেলার কারণ নেই কোনও দলের। একইসঙ্গে আমরা সূচিটা সাজিয়ে নিয়ে আবার দুই–একদিনের মধ্যে বসব।' সঙ্গে যোগ করেছেন, 'পুলিশ সাপোর্ট ছাড়া আমাদের লিগ করা সম্ভব নয়। বড় দলের ম্যাচ করতে হলে পুলিশ লাগবেই। যেহেতু পুজোর সময়, তাই পুজোর আগে কোনও বড় ম্যাচের সম্ভাবনা নেই।'

এদিন কলকাতা লিগ কমিটির বৈঠকের আগে আরও একটি বৈঠক হয় আইএফএ–তে। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় ভবানীপুর ছাড়া বাকি দুই ক্লাব হিসেবে খিদিরপুর এফসি ও এরিয়ান পরবর্তী পর্বে খেলবে। এদিন কলকাতা লিগ কমিটির বৈঠকে ভবানীপুরের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মোহনবাগান সচিব সৃঞ্জয় বসু। এছাড়া আইএফএ–র দুই সহ সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস ও সৌরভ পাল উপস্থিত ছিলেন এই বৈঠকে।

মঙ্গলবার সিএবির অ্যাপেক্সের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর : বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে মঙ্গলবার। সেদিন বিকেলে অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে সিএবি–তে। সেই বৈঠকে এজিএমের নির্বাচনি আধাকারিকের নাম চূড়ান্ত হবে বলে খবর। একইসঙ্গে এজিএমের মাধ্যমে সিএবি–তে থাকা ভোটের হাওয়া আরও জোরালো হবে। রাতের দিকে সিএবি সূত্রে আজ এই খবর জানা গিয়েছে। আগামী অক্টোবরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে সিএবি–র এজিএম হওয়ার কথা। মঙ্গলবারের অ্যাপেক্সের বৈঠকের মাধ্যমে নির্বাচনি আধিকারিক নিয়োগ হয়ে যাওয়ার পর বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরের নানা সমীকরণ ও অঙ্ক নিয়ে জল্পনা আরও জোরদার হবে বলে মনে করা হচ্ছে। হয়তো আগামী সপ্তাহেই এজিএমের দিন ঘোষণাও হয়ে যাবে।

জিতল ম্যান সিটি

লন্ডন, ১৭ সেপ্টেম্বর : আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড আছেন বলে গোল নিয়ে ভাবতে হয় না ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে। তাই জিততেও সমস্যা হয় না তাদের। শনিবার ইংলিশ প্রিমিয়ারে লিগে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকেও ৩–০ গোলে হারাল পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেড। যথারীতি গোল পেলেন নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকার। ইপিএলে ৭ ম্যাচে ১১ গোল হয়ে গেল ২২ বছরের হাল্যান্ডের। সবধরণের প্রতিযোগিতা ধরলে ৯ ম্যাচে গোলের সংখ্যা ১৪–তে পৌঁছে গিয়েছে। এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে ৫৫ সেকেন্ডে ম্যান সিটিকে এগিয়ে দেন জ্যাক গ্রিয়েলিশ। ১৬ মিনিটে বার্নার্ডো সিলভার অ্যাসিস্ট থেকে ২–০ করেন হাল্যান্ড। ৬৯ মিনিটে ফিল ফোডেনের গোলে জয় নিশ্চিত করে ম্যান সিটি।

হার আলকারাজের

ভ্যালেন্সিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর : ডেভিস কাপের ফাইনালসের গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে শুক্রবার রাতে কানাডার ফেলিক্স আউজের–আলিয়াসিমের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে হেরে গেলেন বিশ্বের নতুন এক নম্বর কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটের লড়াই শেষে আলকারাজের বিপক্ষে স্কোরলাইন ৭–৬ (৭/৩), ৪–৬, ২–৬। স্পেনও অপ্রত্যাশিতভাবে টাই ২–১ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে।

তিন ঘণ্টার নাটক শেষে গিল গুজরাটেই

আহমেদাবাদ, ১৭ সেপ্টেম্বর : গুজরাট টাইটান্সে এসেই তাদের গত বছর আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন শুভমান গিল। হয়েছেন টিমের সর্বোচ্চ রান স্কোরার। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় দলের হয়েও পারফর্ম করেছেন। কিন্তু শনিবার হঠাৎ করেই শুভমান গিলকে ট্যাগ করে গুজরাট টাইটান্সের অফিশিয়াল টুইটার পেজে লেখা হয়, 'স্মরণীয় একটা যাত্রা ছিল। তোমার পরবর্তী গন্তব্যের জন্য শুভেচ্ছা রইল।' জবাবে শুভমান হাসি ও হৃদয়ের চিহ্নের ইমোজি পোস্ট করেন।

জল্পনা শুরু হয়ে যায় শুভমানকে ছেড়ে দিচ্ছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল। কেউ কেউ তো আগাম ঘোষণা করে দেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে ফিরছে গিল। অনেকেই আবার সংশয় প্রকাশ করেন গুজরাট টাইটান্সের টুইটার অ্যাকাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে।

শেষপর্যন্ত নাটকের অবসান ঘটে গুজরাট টাইটান্সের আরও একটি টুইটে। সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তারা লেখে, 'গিল সবসময় আমাদের পরিবারের সদস্য থাকবে। আপনারা যা ভাবছেন সেটা ঠিক নয়। তবে আপনাদের অনুমান করার ক্ষমতা ভালো লেগেছে। এভাবেই আপনারা চালিয়ে যান।'

নোটিশ

যে সকল বিজ্ঞাপনদাতা ব্যানার/ হোর্ডিং ইত্যাদির মাধ্যমে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করেছেন এবং যে সকল টাওয়ার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতায় অবস্থিত, সেই সকল এজেন্সি/মালিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যোগাযোগ করে বকেয়া কর পরিশোধ করার জন্য। নতুবা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিতিতে বোর্ড মিটিং–এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

Sd/–
Pradhan
Naxalbari Gram Panchayat
Naxalbari : Darjeeling

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বিদায় রবির, হারলেন বজরংও

বেলগ্রেড, ১৭ সেপ্টেম্বর : মাস দুয়েক আগে বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু শুক্রবার বেলগ্রেডে বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ্যতা অর্জন পর্বে বিদায় নিলেন ভারতের তারকা রবিকুমার দাহিয়া। তিনি পুরুষদের ৫৭ কেজি বিভাগে ১০–০ ব্যবধানে উজবেকিস্তানের গুলোমজোন আবদুলায়েভের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছেন। স্কোরলাইন থেকে পরিষ্কার, সেরা ফর্মের ধারেকাছে পৌঁছাতে পারেননি রবি। ভাগ্যও ভারতীয় তারকার সঙ্গ দেয়নি। পরে আবদুলায়েভ আলবেনিয়ার জেলিমখান আবাকারভের বিরুদ্ধে হেরে যাওয়ায় ২৪ বছরের রবির পদক জেতার সব আশা শেষ হয়ে যায়।

অপ্রত্যাশিতভাবে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন পদক জয়ের

অন্যতম দাবিদার বজরং পুনিয়া। পুরুষদের ৬৫ কেজি বিভাগে বজরং ১০–০ ব্যবধানে জঘন্যভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়ানি ডিকায়োমিহালিসের কাছে হেরে যান। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনবারের পদকজয়ী ২৮ বছরের বজরংয়ের থেকে এতটা খারাপ পারফরমেন্স কেউ আশা করেনি। তবে ডিকায়োমিহালিস ফাইনালে উঠলে রেপেচেজ রাউন্ডে ব্রোঞ্জ জেতার সুযোগ রয়েছে বজরংয়ের সামনে।

রবিদের ব্যর্থতার মাঝে পদক জয়ের আশা বাঁচিয়ে রেখেছেন সাগর জাগলান। পুরুষদের ৭৪ কেজি বিভাগে তিনি মঙ্গোলিয়ার সুলধকু ওলোনবায়ারকে হারিয়ে রেপেচেজ রাউন্ডে ব্রোঞ্জ ম্যাচে জায়গা করে নিয়েছেন। সেখানে তাঁর প্রতিপক্ষ ইরানের ইয়োনেস আলি আকবর। আশা জাগিয়েছিলেন নবীন মালিকও। তিনি ৭০ কেজি বিভাগে রেপেচেজ রাউন্ডে বিশ্বের ৪ নম্বর উজবেকিস্তানের সাইরবাজ তালগাটকে ১১–৩ পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে জায়গা করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কিরগিজস্তানের এরনাজার আকমাতালিয়েভের বিরুদ্ধে হেরে বিদায় নেন নবীন।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
₹
মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 75D 58945 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। শর্মিলা বললেন, "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়ে আমার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। আমার পরিবারের সকল সদস্যরা এবং আমার বন্ধু-বান্ধবরা খুবই আনন্দিত ও উচ্ছ্বাসিত এবং তাঁরাও সকলে ডিয়ার লটারি কেনা শুরু করেছেন। বর্তমান সময়ে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই কোটিপতি হতে চায় এবং তাঁদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। এখন কিছু পরিমাণ টাকা খরচা করে আমার কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি সকল বয়সী নারীদের ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির 06.08.2022 তারিখের ড্র তে ডিয়ার প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখা যায়।

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর এক বাসিন্দা শর্মিলা জিতেন্দ্র জৈন - কে

উত্তরের খেলা

টিএন–কে ওয়াকওভার

ইসলামপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে শনিবার টি এন চৌধুরী চা বাগান ও সোনাপুর আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে খেলা ছিল। কিন্তু সোনাপুর অনুপস্থিত থাকায় টিএন চৌধুরী চা বাগানকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে। রবিবার খেলবে ইসলামপুর আদিবাসী স্পোর্টিং ক্লাব ও ক্ষুদিরাম বয়েজ ক্লাব।

ফাইনালে সুবোধ

মৌলানি, ১৭ সেপ্টেম্বর : বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের রাকেশ লস্কর ও প্রফুল্লচন্দ্র সেন ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি এনজেপি–র সুবোধ একাদশ। শনিবার প্রথম সেমিফাইনাল তারা ট্রাইব্রেকারে ৩–২ গোলে শিলিগুড়ি মেডিকেল মোড় নবজীবন সংঘকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১–১ ছিল। সুবোধের রঞ্জন রায় ও নবজীবনের অভিজিৎ সিংহ গোল করেন।

নেপুচাপুরে কাবাডি

মালবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর : কুমলাই–তেশিমলা জোনের পরিচালনায় এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের কবাডি বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। নেপুচাপুর চা বাগান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগ মিলিয়ে ১০টি স্কুলের ২০০ জন অংশ নেবে। নেপুচাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে প্রতিযোগিতার কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হয়েছেন দীনেশচন্দ্র রায়। সহ সভাপতি অমিত রায়। সচিব ও সহ সচিব যথাক্রমে মহসিন আলি এবং পরিমল দেবনাথ। কোষাধ্যক্ষ ইগনিয়াস কুজুর।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ : ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫১৩৪৪০১, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D–03/2003–08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com
Website : http://www.uttarbangasambad.in